শিষ্যত্ব বিকাশের পাঠসমূহ

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টীয় নেতাদের পাঠ্যক্রম প্রদান করে খ্রিস্টের দেহকে সজ্জিত করার জন্য বিদ্যমান। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের প্রতিটি দেশে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকদের হাতে ২০টি কোর্সের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা।

এই পুস্তকটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের করা যেতে পারে: https://www.shepherdsglobal.org/courses

প্রধান লেখক: Dr. Stephen K. Gibson (ডঃ স্টিফেন কে গিবসন)

কপিরাইট © ২০২২ Shepherds Global Classroom
ইংরেজি প্রথম সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ডঃ অরুণ কুমার সরকার।
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি তাদের নিজ নিজ মালিকের কপিরাইট এবং বিভিন্ন লাইসেন্সের অধীনে শেয়ার করা হয়েছে।

শাস্ত্র উদ্ধৃতিগুলি পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে © ২০১৯ Biblica, Inc. বিশ্বব্যাপী গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিজ্ঞপ্তি:

এই পুস্তকটি নিম্নলিখিত নির্দেশিকার অধীনে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে অবাধে মুদ্রিত এবং বিতরণ করা যেতে পারে: (১) পুস্তকের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না; (২) মুনাফার জন্য কপি বিক্রি করা যাবে না; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিউশন ফি নিলেও এই পুস্তকটি ব্যবহার/কপি করতে পারবে; এবং (৪) Shepherds Global Classroom -এর অনুমতি ও তত্ত্বাবধান ছাড়া পুস্তকটি অনুবাদ করা যাবে না।

শিষ্যত্বের সহায়িকা

(১)	মন্ডলীতে শিষ্যত্ব	৭
(২)	ছোটো গ্রুপের মাধ্যমে শিষ্যত্ব	১৫
(৩)	নতুন শিষ্যদের প্রয়োজনী সকল মেটানো	২৫
(৪)	পাঠের সিরিজের ভূমিকা	২৯

শিষ্যত্ব বিকাশের পাঠসমূহ		লিডার টেক্সট	স্টুডেন্ট টেক্সট

(১)	সার্থকভাবে জীবনযাপন করা	৩৩	১৫৯
(২)	পরিত্রাণের সাক্ষাৎকার	৩৭	১৬১
(৩)	ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা	৪৩	১৬৩
(৪)	ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন	৪৭	১৬৫
(৫)	ঈশ্বর যা লিখেছেন তা পড়া	৫১	১৬৭
(৬)	আমন্ত্রণের বিস্তার	৫৫	১৬৯
(৭)	আমার আনুগত্যের প্রসারণ	৬৩	১৭৩
(৮)	ভক্তিমূলক বাইবেল অধ্যয়ন	৬৭	১৭৫
(৯)	দায়ূদের মতো প্রার্থনা করা	৭১	১৭৯
(১০)	বিশ্বাসের পরিশোধন	৭৭	১৮১
(১১)	আত্মিক শৃঙ্খলাসমূহ প্রতিষ্ঠা	৮৩	১৮৩
(১২)	আত্মিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ	৮৯	১৮৭
(১৩)	প্রার্থনার উপকারিতাসমূহ	৯৫	১৮৯
(১৪)	যিশুর মতো প্রার্থনা করুন	৯৯	১৯১
(১৫)	পাপের উপর বিজয়লাভের সুযোগ	১০৩	১৯৩
(১৬)	মিশনের জন্য আসক্তি	১০৭	১৯৫
(১৭)	বিশ্বাস যা দৃঢ় রাখে	১১১	১৯৭
(১৮)	মন্ডলীকে আমাদের প্রয়োজন	১১৫	১৯৯
(১৯)	প্রলোভনের উপর জয়লাভ	১১৯	২০১
(২০)	ঈশ্বরের নির্দেশনা	১২৩	২০৩
(২১)	প্রার্থনার বাধাসমূহ	১২৭	২০৫
(২২)	সম্পর্ক সকল	১৩৩	২০৭
(২৩)	একটি সচেতন খ্রিষ্টীয় জীবনধারা	১৩৯	২০৯
(২৪)	একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কথাবার্তা	১৪৩	২১১
(২৫)	খ্রিষ্টীয় কর্ম-নৈতিকতা	১৪৯	২১৩
(২৬)	সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া	১৫৩	২১৫

শিষ্যত্বের সহায়িকা

১। মন্ডলীতে শিষ্যত্ব

মন্ডলীর শিক্ষাদানের পরিচর্যা কাজ

রূপান্তরে একটি পরিবর্তন ঘটে। রূপান্তরিত বা মন-পরিবর্তিত ব্যক্তির নতুন ইচ্ছা এবং নতুন অগ্রাধিকার থাকে—এই পরিবর্তন এতই অনন্য যে বাইবেল তাকে একজন "নতুন সৃষ্টি" (২ করিন্থীয় ৫:১৭) হিসেবে বর্ণনা করে।

কিন্তু, কিছু জিনিস সময়সাপেক্ষ। রূপান্তরিত ব্যক্তি মোটেই দ্রুত বুঝতে পারে না যে কীভাবে তার জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে খ্রিষ্টীয় নীতিগুলি প্রয়োগ করতে হবে। তাকে প্রথমে নীতিগুলি শিখতে হবে, তারপর সে প্রয়োগের উপায়গুলি বুঝতে পারবে।

ব্যক্তিগত আত্মিক পরিপক্কতার একটি প্রক্রিয়াও রয়েছে। নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি খ্রিষ্টে একজন শিশু।

► ১ করিন্থিয় ৩:১-২ পড়ুন। এই পদগুলি অনুযায়ী, একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তির সাধারণ বিষয় কী?

► ইব্রীয় ৫:১৩-১৪ পড়ুন। এই পদগুলিতে যে দুধের বিষয়ে কথা বলা হয়েছে তা আসলে কী? মাংস কী?

আত্মিক পরিপক্কতার একটি বৈশিষ্ট্য কী?

► মথি ২৮:১৮-২০ পড়ুন। এই অংশে, যিশু সুসমাচার প্রচারের বাইরে আর কোন দায়িত্ব দিয়েছিলেন?

মহান আদেশ (Great Commission) দেবার আগে, যিশু বলেছিলেন যে স্বর্গে এবং পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর কাছে রয়েছে। এরপর তিনি মন্ডলীকে লোকেদের তাঁর কর্তৃত্বের আনুগত্যে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেন।

যিশু শিষ্যদের কেবল সুসমচার প্রচার করতে নয়, বরং সেই সমস্ত কিছু শেখানোর কথা বলেছিলেন যা তিনি তাদের আজ্ঞা হিসেবে দিয়েছিলেন। সুসমাচার প্রচার কেবল কাজের প্রথম অংশ। রূপান্তরিতদেরকে যিশুর সমস্ত আদেশ মানতে শেখানোই হল শিষ্যত্বের প্রক্রিয়া। শিষ্যত্বে ব্যর্থ হওয়া সুসমাচার প্রচারে ব্যর্থ হওয়ার মতোই গুরুতর।

মন্ডলীর শিক্ষাদানের পরিচর্যা কাজ বা টিচিং মিনিস্ট্রি হল রূপান্তরিতদের আত্মিক পরিপক্কতায় নিয়ে আসা।

ইফিষীয়তে আমাদের বলা হয়েছে যে ঈশ্বর বিশ্বাসীদেরকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পরিচর্যা কাজের বিশেষ ভূমিকায় লোকেদের আহ্বান করেছেন, যাতে সেই বিশ্বাসীরা আর শিশু অবস্থায় না থাকে (ইফিষীয় ৪:১১-১৪)। তাদের আত্মিক পরিপক্কতায় পৌঁছানোর ফলাফল হল তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি স্থায়িত্ব।

একজন পালক বা পাস্টার শিষ্যত্বের কাজের জন্য বিশেষভাবে দায়বদ্ধ। পৌল তিমথিকে বলেছিলেন, "…আমি না আসা পর্যন্ত প্রকাশ্যে শাস্ত্র পাঠ, প্রচার ও শিক্ষাদানে নিজেকে নিযুক্ত রাখো" (১ তিমথি ৪:১৩)। তিনি তিমথির ব্যক্তিগত অধ্যয়নের কথা বলেননি; তিনি পরিচর্যা কাজের কথা বলেছিলেন। তিমথির পরিচর্যার মূল বিষয়বস্তু ছিল শাস্ত্রপাঠ এবং বিশ্লেষণ, আত্মিক নির্দেশনা প্রদান, এবং খ্রিষ্টীয় তাত্ত্বিক মতবাদের শিক্ষাদান। একজন পাস্টারের অন্যতম যোগ্যতা হল তাকে শিক্ষাদানে সক্ষম হতে হবে (১ তিমথি ৩:২)।

যেহেতু শিক্ষালাভ হল আত্মিক গঠনের অংশ, তাই শিক্ষাদান হল শিষ্যত্বের কাজের অংশ। মন্ডলীতে শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ, এবং মন্ডলীকে অবশ্যই শিক্ষকদের গড়ে তোলার কাজ করে যেতে হবে।

“আর বহু সাক্ষীর উপস্থিতিতে তুমি আমাকে যেসব বিষয় বলতে শুনেছ, সেগুলি এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করো, যারা অন্যদের কাছে সেগুলি শিক্ষা দিতে সমর্থ হবে।” (২ তিমথি ২:২). এই আদেশটি পৌল তিমথিকে দিয়েছিলেন, যা মূলত একজন অভিজ্ঞ সুসমাচার প্রচারক এবং পাস্টারের একজন তরুণ পরিচর্যাকারীকে দেওয়া আদেশ। পৌল আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না যে বিশ্বাস কেবল প্রচারের মাধ্যমেই প্রবাহিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ প্রচেষ্টার সাথে প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি এই ধরনের প্রশিক্ষণ মন্ডলীতে প্রচার করার মাধ্যমে সম্পন্ন না হয়, তাহলে এই বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের আলাদাভাবে বা ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

> “যিশুর পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল এমন ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত করা যারা তাঁর জীবনের সাক্ষ্য বহন করতে পারবে এবং পিতার কাছে তাঁর ফিরে যাওয়ার পর তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।”
> - রবার্ট কোলম্যান (Robert Coleman, *The Master’s Plan*)

অনেক কিছুই শেখানোর আছে। কোন পাস্টারের কাছে কি সবগুলি করার সময় আছে, বিশেষ করে যেখানে সবাই একই সময়ে একই নির্দেশের জন্য প্রস্তুত নয়? কিন্তু ইফিষীয় ৪:১১ বলে না, “তিনি একজন যাজককে নিয়োগ করেছেন” (কেবল একজন ব্যক্তি এবং কেবল একটিই ভূমিকা)। পরিবর্তে বলা হয়েছে, বিভিন্ন ভূমিকা রয়েছে এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিরা রয়েছেন। ঈশ্বর শিক্ষকদের আহ্বান করেন, তাদের শিক্ষাদানের ক্ষমতা দেন এবং মন্ডলীর মাধ্যমে তাদের শিক্ষাদানের একটি মিনিস্ট্রির জন্য সুসজ্জিত করে তোলেন।

খ্রিষ্টীয় সমাজ এবং আত্মিক দায়বদ্ধতা

প্রকৃত শিষ্যত্ব কোনো তথ্যের শিক্ষা দেওয়ার চেয়েও বেশি কিছু; এটির মধ্যে মূল্যবোধ, অগ্রাধিকার, মনোভাব, এবং জীবনধারার গঠন অন্তর্ভুক্ত। এই কার্যধারাটি কেবল আত্মিক দায়বদ্ধতা সহযোগে একটি খ্রিষ্টীয় সমাজের মধ্যেই সম্পন্ন হতে পারে।

গোটা শাস্ত্র জুড়ে আমরা দেখি যে ঈশ্বর চেয়েছেন যেন মানুষ একটি সমাজের বাস করে, যা ঈশ্বরের সেই বিবৃতিটি দিয়ে শুরু হয়েছিল যে আদমের একা থাকা উচিত নয় (আদিপুস্তক ২:১৮)।

সমাজের কিছু সুবিধা উপদেশক ৪:৯-১০-এ বর্ণিত হয়েছে: “একজনের চেয়ে দুজন ভালো, কারণ তাদের কাজে অনেক ভালো ফল হয় যদি একজন পড়ে যায়, তবে তার সঙ্গী তাকে উঠাতে পারে। কিন্তু হায় সেই লোক যে পড়ে যায় আর কেউ তাকে উঠাবার জন্য নেই।”

ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের জন্য তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে তারা যাজকদের এক রাজ্য এবং একটি পবিত্র জাতি হবে (যাত্রাপুস্তক ১৯:৬)। এই ঐতিহ্যটি পরিবারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ছিল, যাকে “মহান আদেশ” হিসেবে বর্ণনা করা হয় (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৯)।

পবিত্র আত্মা নতুন নিয়মের লেখকদের নতুন নিয়মে সেই শব্দগুলি মন্ডলীকে উল্লেখ করার জন্য ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন (১ পিতর ২:৯)।

ঈশ্বর সবসময়ে চেয়েছেন যারা তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত তারা যেন পরস্পরের সাথেও সুসম্পর্কযুক্ত থাকে। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক আমাদেরকে বিশ্বাসের একটি সম্প্রদায় (community of faith) হিসেবে গড়ে তোলে। ঠিক যেমন ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রতিশ্রুতির আহ্বান জানায়, সেইভাবে ঈশ্বরের লোকেদের সাথে আমাদের সম্পর্কও

প্রতিশ্রুতির আহ্বান জানায়। কোনো ব্যক্তি যদি ভাবে যে সে ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে থাকতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের লোকেদের সাথে নয়, তাহলে সে ভুল ভাবছে।

পৌল মন্ডলীতে সদস্যদের মধ্যবর্তী সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য দেহের রূপকটি ব্যবহার করেছেন (১ করিন্থীয় ১২)। কোনো অঙ্গই সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না যদি সেটি মূল দেহ থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। সদস্যদেরকে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং যত্ন করতে হবে, নয়ত দেহের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। যদি একজন সদস্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে সকলেই কষ্টভোগ করবে। একজন সদস্যের কাজ সমগ্র দেহকে প্রভাবিত করে। পৌল এই বিষয়ে কথা বলেছেন যখন তিনি একটি অনৈতিক সম্পর্কে থাকা এক ব্যক্তির পরিস্থিতি সামলাচ্ছিলেন, যদিও তিনি পরিবর্তে ময়দা বা রুটির রূপক ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "...তোমরা কি জানো না যে, সামান্য খামির ময়দার সমস্ত তালকেই খামিরময় করতে পারে?" (১ করিন্থীয় ৫:৬)। আমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে একটি খ্রিষ্টীয় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা উচিত।

নতুন নিয়মের বহু আজ্ঞাই সমাজের একটি উপলব্ধি ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের আদেশগুলি পূরণ করার জন্য, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই একে অপরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে। এর অর্থ হল খ্রিষ্টীয় সমাজ আত্মিক দায়বদ্ধতার পথে নেতৃত্ব দেয়।

আমরা বাইবেলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই যেখানে খ্রিষ্টীয় সমাজ আত্মিক দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

> তোমাদের নেতাদের নির্দেশ মেনে চলো ও তাদের কর্তৃত্বের বশ্যতাধীন হও। যাদের জবাবদিহি করতে হবে, এমন মানুষের মতো তাঁরা তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাঁদের আদেশ পালন করো, যেন তাদের কাজ আনন্দদায়ক হয়, বোঝাস্বরূপ না হয়, তা না হলে, তা তোমাদের পক্ষে লাভজনক হবে না। (ইব্রীয় ১৩:১৭).

এই পদটি বিশ্বাসীদেরকে আত্মিক কর্তৃত্বের অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের প্রতি অনুগত হতে বলে। এই আজ্ঞাটি আত্মিক নেতৃত্বপদে থাকা ব্যক্তিদেরকেও একটি মহান দায়িত্ব দেয়। তাদের দায়িত্ব কেবল কর্তৃত্ব দ্বারা নেতৃত্ব প্রদান নয়, বরং তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা আত্মাদের পর্যবেক্ষণ করা। এক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র আত্মিক পরিচালনা দানের জন্য তাদের লোকেদের সাথে তাদেরকে যথেষ্ট পরিচিত হতে হবে এবং তাদের অবশ্যই তাদের লোকেদের সাথে এমন সম্পর্ক থাকতে হবে যা এই ধরনের নির্দেশনাকে সম্ভব করে তোলে।

এই প্যাসেজটিতেও খ্রিষ্টীয় সমাজ এবং আত্মিক দায়বদ্ধতার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে:

► ইব্রীয় ১০:২৪-২৬ পড়ুন। এই প্যাসেজে কী আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে?

এখানে আমাদের অন্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে এবং তাদেরকে সঠিক কাজটি করার জন্য অনুপ্রাণিত করার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

► এই দায়িত্বটি পূরণ করার জন্য বিশ্বাসীদের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকা আবশ্যক তা বর্ণনা করুন।

যদি আমাদের অন্যদের সাথে সঠিক সম্পর্ক না থাকে, তাহলে আমাদের অনুপ্রেরণা কার্যকর হবে না। আমাদের তাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে এবং ভালোবাসা ও উদ্বেগ দেখাতে হবে। অন্যথায়, তারা ব্যক্তিগত পরামর্শ দ্বারা ক্ষুব্ধ হবে।

> ভাইবোনেরা, দেখো, তোমাদের কারও হৃদয়ে যেন পাপ ও অবিশ্বাস না থাকে, যা জীবন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রতিদিন পরস্পরকে উৎসাহিত করো, যতক্ষণ আজ বলে দিনটি অভিহিত হয়, যেন পাপের ছলনায় তোমাদের কারও হৃদয় কঠিন হয়ে না পড়ে। (ইব্রীয় ৩:১২-১৩).

আমাদেরকে একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে আহ্বান করা হয়েছে। এখানে পরামর্শ বা উৎসাহ দেওয়া সমগ্র মন্ডলীর জন্য নির্ধারিত মিটিংয়ের বাইরে হতে হবে, কারণ আমাদের নিয়মিত উৎসাহিত করার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এটির জন্য কোনো ব্যক্তির সাথে এককভাবে বা ছোটো ছোটো গ্রুপের ভিত্তিতে সহভাগিতা প্রয়োজন। এই ধরণের সহভাগিতা কেবল একসাথে খাওয়া-দাওয়া করা বা আড্ডা দেওয়া নয়, বরং একটি আত্মিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্পন্ন হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য, আমাদেরকে উদ্দেশ্যজনকভাবে সেই অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা বা ছোটো ছোটো গ্রুপ মিটিংয়ের পরিকল্পনা করতে হবে।

যেভাবে আমরা একে অপরের থেকে উপকৃত হই তা হিতোপদেশ ২৭:১৭-তে বর্ণিত হয়েছে:

> লোহা যেভাবে লোহাকে শান দেয়, মানুষও সেভাবে অন্যজনকে শান

আত্মিক নির্দেশনা ও উৎসাহ দ্বারা উপকৃত করার আগে একজন ব্যক্তির অন্যজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং, নম্রভাবে দেওয়া আত্মিক নির্দেশনা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

> … তোমরা পরস্পরের কাছে পাপস্বীকার করো ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করো, যেন তোমরা আরোগ্য লাভ করতে পারো। ধার্মিকদের প্রার্থনা শক্তিশালী ও কার্যকরী। (যাকোব ৫:১৬).

ব্যক্তিগত দোষের স্বীকারোক্তি সাধারণভাবে বড় গ্রুপে সম্পন্ন করা হয় না; তাই এই আজ্ঞাটি সহজে মন্ডলীর সভায় পালিত হয় না। প্রসঙ্গত আজ্ঞাটির কারণ হল: যাতে যারা ভুল করেছে তাদের পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

> প্রত্যেকে একে অপরের ভারবহন করো, এভাবে তোমরা খ্রীষ্টের বিধান পূর্ণ করবে। (গালাতীয় ৬:২).

প্রায়শই একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী মনে করে যে সে যেই পরিস্থিতিটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে কারোর বিশেষ চিন্তা নেই। অন্যান্য পরিচিত খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা অবশ্যই তা নিয়ে চিন্তা করবে যদি তারা সত্যিই বুঝতে পারে যে সে কোন সমস্যায় রয়েছে, কিন্তু তারা সাধারণত তাকে বোঝার মতো যথেষ্ট ভালোভাবে জানে না। আমরা কীভাবে অন্যের ভার বহন করতে পারি যদি আমরা তাদের সম্পর্কে সত্যিই ভালোভাবে না জানি?

মন্ডলী তৈরি হওয়ার পর শুরুর দিকে, বিশ্বাসীদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুবই স্বাভাবিক বিষয় ছিল।

> প্রতিদিন তারা আমাদের মন্দির-প্রাঙ্গনে মিলিত হত। তারাপ্রধান ভিন্ন রুটিত এবং আনন্দের সাথে ও হৃদয়ের সরলপ্রমাণ সাক্ষাৎদাওয়া করত। (প্রেরিত ২:৪৬).

জন ওয়েসলি (John Wesley) বলেছেন ব্যক্তিগত খ্রিষ্টধর্ম বলে কিছু হয় না।

► আপনার কী মনে হয় ওয়েসলি তার বিবৃতিতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন?

আত্মিক দায়বদ্ধতা একটি সুস্থ খ্রিষ্টীয় সমাজের মধ্যে ঘটে।

আত্মিক দায়বদ্ধতা হল এমন এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যার কাছে আমরা আমাদের আত্মিক অবস্থা, আত্মিক বিষয়গুলিতে আমাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং বিকাশের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতির কথা জানাতে পারি।

আত্মিক দায়বদ্ধতা ছাড়া আমরা শাস্ত্রের সমস্ত আজ্ঞা পূরণ করতে পারব না, এবং আমরা সেই উপায়টি অবহেলা করব যা ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহ দানের জন্য পরিকল্পনা করেছেন।

আত্মিক পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

আত্মিকভাবে পরিপক্ক হওয়ার মানে কী? আপনি একজন পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে কীভাবে বর্ণনা করবেন?

যেহেতু পরিপক্কতা সময়সাপেক্ষ, এটি বয়সের সাথে সাথে আসে (তীত ২:১-৫)। স্পষ্টতই, কিছু ব্যক্তির বয়স বেড়ে যায় ঠিকই কিন্তু তারা আত্মিকভাবে যথেষ্ট পরিপক্ক হয় না, এবং তুলনামূলকভাবে এমন অনেক অল্পবয়সী ব্যক্তি রয়েছে যাদের মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিপক্কতা দেখা যায়।

পরিপক্কতার বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্যই একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয় না, বরং তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। কখনো কখনো সেটি একটি আত্মিক অভিজ্ঞতা বা জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কারণে হঠাৎ বৃদ্ধি পেতে পারে। যদিও একজন ব্যক্তির তার সমস্ত জীবন জুড়ে বিকাশ অব্যাহত রাখা উচিত, তবুও সে এমন একটি স্তরে পৌঁছাতে পারে যেটিকে আত্মিক পরিপক্কতা বলা যেতে পারে।

শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে আত্মিক পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

► ইফিষীয় ৪:১১-১৪, ইব্রীয় ৫:১২-৬:১, ১ করিন্থীয় ৩:১-২, এবং ১ যোহন ২:১২-১৪ পড়ুন।

নিচে কিছু বৈশিষ্ট্যের তালিকা দেওয়া হল যা আসলে আত্মিক পরিপক্কতার চিহ্ন। এটি একটি সম্পূর্ণ তালিকা নয়, এবং এই তালিকার কিছু পয়েন্ট অন্য পয়েন্টগুলির থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয়।

একজন পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মধ্যে এই সবকটি বৈশিষ্ট্য একসাথে নাও প্রদর্শিত হতে পারে, তবে সেগুলি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে তার কিছু ত্রুটি নাও বুঝতে পারে, কিন্তু তার হৃদয়ে পবিত্র আত্মার ক্রমাগত কাজে সে সাড়া দেবে।

আত্মিক পরিপক্কতার দশটি বৈশিষ্ট্য

(১) উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি, এবং কাজে খ্রিষ্টসাদৃশ্যতা

খ্রিষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানকে আত্মিকভাবে বোঝার দ্বারা, প্রকৃতিগতভাবে খ্রিষ্টকে জানতে চাওয়ার গভীর আকাঙ্খা থেকেই খ্রিষ্টসাদৃশ্যতা আসে (ফিলিপীয় ৩:১০)। এটির মধ্যে তাড়নার সময় তাঁর কষ্টভোগের সহভাগিতা করাও অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এইভাবে খ্রিষ্টকে ভালোবাসে, সে তাঁর মতো হয়ে ওঠার জন্য পরিবর্তিত হবে।

খ্রিষ্টের মতো হওয়ার মানে হল প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া, এবং স্বার্থপরতা বা অহংকার দ্বারা নয়। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী খ্রিষ্টের মতো হতে চায় এবং যখনই সে অনুভব করে যে সে তার বলা কোনো কথায় বা কাজে খ্রিষ্টের মতো ছিল না, সে দুঃখিত হয়।

(২) ঈশ্বরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক

একজন ব্যক্তির ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্কে নিবিড়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। ঈশ্বরের সাথে ভালো সম্পর্কের চিহ্নগুলি হল ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আনন্দ করা, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ভালোবাসা, এবং প্রার্থনায় সময় কাটানো।

(৩) আত্মার ফল প্রদর্শন

পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর জীবনে ফল উৎপাদন করেন, যার মধ্যে রয়েছে প্রেম, আনন্দ, ধৈর্য্য, এবং আত্ম-সংযম। একজন বিশ্বাসী যখন পবিত্র আত্মাকে তার মেজাজ নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে দেয়, তখন সে আরো ধারাবাহিকভাবে সদয় এবং নম্র হয়ে ওঠে।

(৪) বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ পাপের উপর বিজয়

বিশ্বাসী শেখে যে কীভাবে প্রলোভনকে জয় করার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হয়। সে ঈশ্বরের পরিশুদ্ধতার কাছে সমর্পণ করে যাতে সে একটি পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে। সে এমন অভ্যাস এবং শৃঙ্খলা বিকাশ করে যা তাকে ক্রমাগত বিজয়ের জীবন যাপন করতে সাহায্য করে।

যদি সে কোনো প্রলোভনে পতিত হয়, সে ঈশ্বরের কাছে সেটি স্বীকার করে এবং ক্ষমা ও শক্তির জন্য প্রার্থনা করে। তার কাছের খ্রিষ্টবিশ্বাসী বন্ধুদেরকে তার ব্যর্থতার কথা বলা উচিত যারা তার জন্য প্রার্থনা করবে (যাকোব ৫:১৬)।

(৫) আত্মিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত

আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি হল ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপনকে প্রথম অগ্রাধিকার করে তোলার অনুশীলনের উপায়সমূহ। যে ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে প্রার্থনা করে না, বাইবেল পড়ে না, এবং মন্ডলীতে আসে না, সে একজন পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসী নয়।

(৬) বিকশিত খ্রিষ্টীয় চরিত্র

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী সততা, নির্ভরযোগ্যতা, এবং বিশ্বস্ত কাজের নীতির উপর তার জীবন গড়ে তুলতে শেখে।

(৭) ধারাবাহিকভাবে খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন

একজন বিশ্বাসী জীবনে খ্রিষ্টীয় নীতি প্রয়োগ করতে শেখে। একজন পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সবসময়ে তার আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মতোই হতে চাওয়া উচিত। যখনই সে বুঝতে পারে যে সে যা বলেছে বা করেছে তা তার হৃদয়ের প্রেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সে তখনই পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর করে।

(৮) স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক

একজন পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীদের সাথে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। সে সততা, ধৈর্য্য, এবং ক্ষমাপরায়ণতা প্রকাশ করে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। সে নম্র এবং তার ভুল স্বীকার করে। যেহেতু সে একটি পরিস্থিতিকে ভুল বুঝতে পারে, তাই তার যতটা ধৈর্য্যশীল হওয়া উচিত ততটা নাও হতে পারে, দ্রুত ভুল স্বীকার নাও করতে পারে, বা অন্য ব্যক্তির বিষয়ে তার সঠিক মতামত নাও থাকতে পারে।

(৯) একটি ব্যক্তিগত পরিচর্যা

একজন বিশ্বাসীকে তার আত্মিক বরদানগুলি চিনতে হবে। অন্যদের কাছে একটি আশীর্বাদস্বরূপ হওয়ার জন্য তাকে মন্ডলীতে তার অবস্থান খুঁজে নিতে হবে। একজন বিশ্বাসী সুসমাচার প্রচারের কাজে এবং খ্রিষ্টীয় জীবনে অন্যদের শিষ্যত্ব দান করার কাজে সাহায্য করে মন্ডলীতে পরিচর্যা কাজ করতে পারে।

(১০) কঠিন অবস্থায় সহনশীলতা

একজন বিশ্বাসীকে খারাপ সময় চলাকালীনও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে শিখতে হবে। যখন সে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে, তখনও তার ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করা উচিত। একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী তখনও বিশ্বাস হারায় না যখন সে বুঝতে পারে না কেন অন্যরকম কিছু ঘটছে।

উপসংহার

আত্মিক পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্যগুলি সহজাত মেধা বা প্রতিভার উপর নির্ভরশীল নয়।

এগুলি মিনিস্ট্রি চালানোর দক্ষতার সাথেও সমান নয়।

এগুলি অনিবার্যভাবে নেতৃত্বের দক্ষতার সঙ্গে অনুষঙ্গী হয় না। যদি একজন নেতা আত্মিকভাবে পরিপক্ক হয় তা ভালো, কিন্তু কখনো কখনো একজন ব্যক্তি তার কিছু ক্ষমতার কারণে নেতা হয়ে ওঠে, যদিও সে তখনও আত্মিকভাবে পরিপক্ক হয় না। কখনো কখনো একজন ব্যক্তি আত্মিকভাবে পরিপক্ক থাকে, কিন্তু তার মধ্যে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা থাকে না।

কিছু প্রকার ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেশি ধৈর্য্যশীল এবং নম্র হয়। ব্যক্তিত্বের সহজাত প্রকৃতি আত্মিক পরিপক্কতার সমান নয়। ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কাজ করেন এবং আমাদের প্রবণতার মধ্যে ভারসাম্য আনতে সাহায্য করেন। যদি আমরা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব এবং আত্মিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যথার্থভাবে পার্থক্য করতে পারি না।

শারীরিক সমস্যাও একজন ব্যক্তির বিচক্ষণতা এবং প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। আমাদের কখনোই অন্যদের দ্রুত বিচার করা উচিত নয়।

প্রয়োগ অনুশীলন

(১) আত্মিক পরিপক্কতার ১০টি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করুন। প্রার্থনা সহকারে বিবেচনা করে দেখুন যে আপনার মধ্যে কোনটির অভাব সবচেয়ে বেশি রয়েছে। পরিকল্পনা তৈরি করুন যে কীভাবে প্রার্থনা, অধ্যয়ন, অন্যদের কাছ থেকে পরামর্শ, এবং ঈশ্বরের সাহায্যের উপর নির্ভরতার মাধ্যমে এগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকাশ করতে পারেন।

(২) কীভাবে একটি মন্ডলী শিক্ষাদান এবং আত্মিক দায়বদ্ধতার প্রতি এটির দায়িত্ব উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিপূরণ করতে পারে? দু'পাতার মধ্যে একটি মন্ডলীর জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা বর্ণনা করুন।

২। ছোটো গ্রুপের মাধ্যমে শিষ্যত্ব

শিষ্যত্বের কাজে ছোটো ছোটো গ্রুপগুলির গুরুত্ব

গোটা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ভাবে ছোটো গ্রুপ মিনিস্ট্রি (small group ministry) হয়। বিভিন্ন ধরনের ছোটো ছোটো গ্রুপ আছে, যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য পরিকল্পিত। এই ছোটো গ্রুপগুলি একসাথে অধ্যয়ন, আত্মিক দায়িত্ব পালন, পরিচর্যা, প্রার্থনা, বা বিশেষ প্রজেক্টের জন্য মিলিত হতে পারে।

কিছু মন্ডলী বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত থাকে যারা বাড়িতে মিলিত হয়। এই গ্রুপগুলি ছোটো মন্ডলীর মতো কাজ করে। নতুন নিয়মের মন্ডলীগুলি প্রাথমিক অবস্থায় এইভাবেই কাজ করত।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সক্রিয় মন্ডলীগুলির সাধারণত এই ধরণের ছোটো ছোটো গ্রুপ ব্যবস্থা থাকে।

এই বিভাগে, আমরা শিষ্যত্বের জন্য ছোটো গ্রুপগুলির কার্যকারিতার বিষয়ে কথা বলব।

ওয়েসলিয়ান মডেল

জন ওয়েসলি (John Wesley) (গ্রেট ব্রিটেন, ১৮ শতক) প্রথম ব্যক্তি নন যিনি ছোটো গ্রুপ পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যা ভীষণভাবে কার্যকারী হয়েছিল।

ওয়েসলি সমাজ (সোসাইটি), শ্রেণী (ক্লাস) এবং ব্যান্ড নামে পরিচিত বিভিন্ন আকারের গ্রুপের সাথে শিষ্যত্বের একটি সিস্টেম তৈরি করেছিলেন।[1] ওয়েসলির পদ্ধতিগুলি শুরুতেই একটি সম্পূর্ণ সিস্টেম ছিল না, তবে ধীরে ধীরে প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিকশিত হয়েছিল। ওয়েসলির দ্বারা রূপান্তরিত বহু ব্যক্তি অনুপ্রেরণা, পরামর্শ এবং প্রার্থনা চাইতেন। যেহেতু লোকসংখ্যা প্রচুর ছিল, তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার তাদের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ওয়েসলি এবং তার প্রচারকরা সুসমাচার প্রচার করার প্রতিটি জায়গায়, নিয়মিতভাবে মিলিত হওয়া দলে রূপান্তরিতদের সংগঠিত করেছিলেন। যেহেতু মন্ডলীগুলি বড় ছিল, তাই অনেকেই ব্যক্তিগত আত্মিক চাহিদা জানাতে পারত না এবং তাদের প্রয়োজনীয় মনোযোগ পেত না। ছোটো গ্রুপগুলিকে ক্লাস বলা হত, যেখানে লিডাররা সদস্যদের উৎসাহিত এবং গাইড করার জন্য পাস্টার হিসেবে কাজ করেছিলেন। যেকোনো সদস্য যে প্রকাশ্য পাপ অব্যাহত রাখত এবং নিজেকে পরিবর্তন করত না, তাকে সদস্যপদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হত এবং সভায় আসতে দেওয়া হত না।

ক্লাসগুলির চেয়ে ছোটো গ্রুপ গঠন করা হয়েছিল যাতে সদস্যরা তাদের আত্মিক সংগ্রামগুলি ভাগ করে নিতে পারে এবং একে অপরকে আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রদান করতে পারে। এই ছোটো গ্রুপগুলিকে ব্যান্ড বলা হত। এই মিটিংগুলিতে লিডার তার নিজের আত্মিক অবস্থা বর্ণনা করত, তারপরে অন্যদেরকে তাদের অবস্থা, পাপ এবং প্রলোভন সম্পর্কে অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। এই গ্রুপগুলোর সদস্যরা সবাই একই লিঙ্গের থাকত।

ওয়েসলি'র সাফল্য নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি জর্জ হোয়াইটফিল্ড (George Whitefield) এই বিবৃতিটি দিয়েলেন: "আমার ভাই ওয়েসলি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করেছিলেন – বহু মানুষ তার পরিচর্যার অধীনে জাগরিত হয়েছিল, তার ক্লাসে যোগ

---

1 দেখুন "A Plain Account of the People Called Methodists," in *The Works of John Wesley, Volume VIII* (Grand Rapids: Zondervan), 249-258.

দিয়েছিল এবং এইভাবেই তার শ্রমের ফল সংরক্ষিত হয়েছিল। আমি এটি অবহেলা করেছিলাম, এবং আমার লোকেরা এখন বালির দড়ির মতো।" প্রথমদিকে আমেরিকান মেথোডিস্ট মন্ডলীগুলি ওয়েসলি'র পদ্ধতিগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল, কিন্তু তার শিষ্যত্বের নীতি এবং তার মতবাদ দুটোই আধুনিক পদ্ধতিবাদ (Methodism) দ্বারা অবহেলিত হয়েছে।

অপরিহার্য মন্ডলীকে বোঝা

সর্বপ্রথম মন্ডলী ভবন হিসেবে যেটি খুঁজে পাওয়া গেছে সেটি সম্ভাব্য ২৫০ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম দু'শতক, মন্ডলী নিজেকে একদল লোক হিসেবে দেখত, কোনো বিল্ডিং বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়। মন্ডলী একদল বিশ্বাসীদের নিয়ে তৈরি হয় যারা একসাথে আরাধনা করে, সুসমাচার প্রচার করে, এবং বাইবেল মেনে চলে।

লোকেদের ছোটো ছোটো গ্রুপগুলি হল প্রতিটি সক্রিয় মন্ডলী পরিকাঠামোর মৌলিক বিল্ডিং ব্লক। একটি ছোটো গ্রুপের মাধ্যমে শিষ্যত্বের কর্মসূচী কোনো নতুন প্রতিষ্ঠান নয় যেটি কোনো একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে। এটি এমন কোনো নতুন পদ্ধতি নয় যেটি কোনো এলাকায় কাজ করতে পারে এবং কোনো এলাকায় কাজ নাও করতে পারে। পরিবর্তে, ছোটো গ্রুপগুলি হল মন্ডলীর প্রাথমিক বিল্ডিং ব্লক। যেকোনো স্থানীয় মন্ডলী যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয় তা সমাধানের জন্য ছোটো গ্রুপ মিনিস্ট্রিগুলিতে সম্পন্ন হতে পারে।

যদি একটি মন্ডলীর লোকেরা নিয়মিতভাবে সংশোধিত না হয় এবং পুরো সংগঠন বা একাধিক সানডে স্কুলের চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত পরিবেশে প্রশিক্ষিত না হয়, তাহলে সেই মন্ডলী তার উদ্দেশ্য সাধন করবে না।

একটি সতর্কতা

ছোটো গ্রুপগুলি কেবল ততটাই আত্মিক যতটা সেটিতে অন্তর্ভুক্ত লোকেরা আত্মিক। যদি তারা ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য অগ্রাধিকারযুক্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিষ্য না হয়, বিশ্বস্তভাবে জীবন যাপন না করে, এবং মন্ডলীর উদ্দেশ্য সম্পন্ন না করে, তাহলে গ্রুপটির ভুল পথে যাওয়ার একাধিক উপায় রয়েছে।

আত্মিক দায়বদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা

আত্মিক দায়বদ্ধতা থাকার অর্থ হল এমন কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করা যার কাছে আপনি আপনার আত্মিক অবস্থা, আপনার আত্মিক শৃঙ্খলার সাফল্য বা ব্যর্থতা, এবং বিকাশের জন্য আপনার প্রতিজ্ঞার বিষয়ে জানাতে পারেন। যখন তাদের মনে হবে যে আপনি ভুল করছেন, তারা আপনাকে জানাবে। আপনি তাদেরকে আপনার প্রতিজ্ঞার কথা বলবেন এবং তারা আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করবে যে আপনি আপনার অঙ্গীকার বজায় রাখছেন কিনা।

আগের বিভাগে একটি স্বাস্থ্যকর খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ে আত্মিক দায়বদ্ধতার বাইবেলভিত্তিক বিষয় নিয়ে আরো সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আত্মিক দায়বদ্ধতা ছাড়া, আমরা শাস্ত্রের সবকটি আজ্ঞা পূরণ করতে পারব না; এবং আমরা সেই উদ্দেশ্যটি অবহেলা করব যা ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহ দানের জন্য পরিকল্পনা করেছেন।

> ... তোমরা পরস্পরের কাছে পাপস্বীকার করো ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করো, যেন তোমরা আরোগ্য লাভ করতে পারো।... (যাকোব ৫:১৬).

একজন ব্যক্তি এমন সম্পর্ক ছাড়া ব্যক্তিগত দোষ স্বীকার করবে না যা সেটিকে সহজ করে তোলে। যদি সে এমন একজনের কাছে স্বীকার না করে যে তার দোষের জন্য প্রার্থনা করছে, তাহলে সে সেই চাহিদাগুলি পূরণের জন্য ঈশ্বরের তৈরি করা উপায়গুলিকে অবহেলা করছে।

> প্রত্যেকে একে অপরের ভারবহন করো, এভাবে তোমরা খ্রীষ্টের বিধান পূর্ণ করবে। (গালাতীয় ৬:২).

যদি আমরা কাউকে খুব ভালোভাবে না জানি, তাহলে আমরা জানতে পারব না যে সে কোন কোন গুরতর বোঝা বহন করছে। এটি জানা সম্ভব করে এমন একটি সম্পর্কের মধ্যে না থাকলে আমরা এই শাস্ত্রীয় আদেশটি পূরণ করতে পারি না।

> আবার এসো, আমরা এও বিবেচনা করে দেখি, কীভাবে আমরা পরস্পরকে প্রেমে ও সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। (ইব্রীয় ১০:২৪).

কোন অনুপ্রেরণা এবং তিরস্কারের প্রয়োজন, তা দেখার জন্য আমাদের প্রেমের উদ্দেশ্য নিয়ে একে অপরকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করতে হবে। উৎসাহগুলি অগভীর হবে, এবং তিরস্কার প্রতিরোধ করা হবে যদি না অন্য ব্যক্তির সাথে আমাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি একজন ব্যক্তিকে তার জীবনে আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত কিনা তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে।

আমার এমন কোনো কি সম্পর্ক আছে যা অনুমতি দেয় যে কেউ আমাকে আমার সবচেয়ে গুরুতর বোঝা বহন করতে সাহায্য করবে, আমি কারোর কাছে আমার দোষ স্বীকার করব, আমি কাউকে তার বোঝা বহন করতে সাহায্য করব, কেউ আমার বর্তমান আত্মিক অবস্থায় সাহায্য করবে?

এমন কি কোনো সময় আছে যখন আমি ভরসা রাখতে পারি তেমন কেউ নেই, যখন আমি খুশি থাকি যে আমার অবস্থা কেউ জানে না, এবং এমন কোনো সময় আছে যখন আমি আমার প্রার্থনার সময় বা বাইবেল অধ্যয়নের সময় জানাতে বিব্রত হই?

অধিকাংশ মন্ডলীই ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মিক দায়বদ্ধতার দায়িত্ব পালন করে না যতক্ষণ না তারা এটি করার জন্য একটি সিস্টেমের ব্যবস্থা করে। অনেকের কাছে, এটিই হল ছোট গ্রুপগুলির একটি সিস্টেম।

একটি ছোটো গ্রুপ-লিডারের যোগ্যতাসমূহ

যিশু শিষ্যত্বের অগ্রাধিকার প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর পরিচর্যা কাজের শুরুতেই তিনি এমনকিছু লোকদের বেছে নিয়েছিলেন যারা মন্ডলীকে নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তিনি তাঁর পুরো সময়টা তাঁকে অনুসরণ করা হাজার হাজার লোকের মধ্যে প্রচার করার কাজে ব্যয় করেননি; পরিবর্তে, তিনি প্রায়শই বারোজন শিষ্যকে প্রশিক্ষিত করার জন্য সময় ব্যয় করতেন। তিনি সেই লোকগুলির মাধ্যমে তাঁর পরিচর্যা বৃদ্ধি করেছিলেন যাদের তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

> "যদিও তিনি জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য যা করতে পারেন তা করেছিলেন, তবে জনসাধারণকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করার জন্য তাঁকে প্রাথমিকভাবে জনসাধারণের পরিবর্তে কয়েকটি ব্যক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়েছিল। এটাই ছিল তাঁর কৌশলের প্রতিভা।"
> - রবার্ট কোলম্যান (Robert Coleman, *The Master's Plan*)

যে ব্যক্তি শিষ্যত্বের কাজ করে, তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা উচিত। সে সমস্ত গুণে শ্রেষ্ঠ নাও হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে সেগুলি উন্নত করার চেষ্টা থাকা উচিত। যদি তার মধ্যে কোনো একটিরও অভাব থাকে, সে অনেকটাই কম কার্যকারী হবে।

১। **আত্মিকভাবে পরিপক্ক।** তার মধ্যে আগের একটি বিভাগে বর্ণিত আত্মিক পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে হবে। যদি সে আত্মিকভাবে পরিপক্ক না হয়, তাহলে সে একটি ভালো দৃষ্টান্ত হবে না এবং তার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী সে হবে না।

২। **উপস্থিতি।** যদি তার সময়সূচী ইতিমধ্যেই পূর্ণ থাকে এবং সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে সে ছোটো গ্রুপ মিনিস্ট্রির জন্য উপলভ্য নয়। তাকে আবশ্যিকভাবে এটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩। **নির্ভরযোগ্য।** তাকে অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যে তার অঙ্গীকার পূরণ করে। তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় বজায় রেখে চলতে হবে। তার মনে রাখা দরকার যে তার দায়িত্ব হল অন্যদেরকে তাদের অঙ্গীকারের প্রতি দায়বদ্ধ রাখা।

৪। **আত্মবিশ্বাসী।** তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে সে একটি গ্রুপকে নেতৃত্ব দানের পদ্ধতি শিখতে সক্ষম। যদি তার মধ্যে ক্ষমতা থাকে কিন্তু সে এটি বিশ্বাস না করে, তাহলে তার প্রথমে কিছু নির্দেশিত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন যা তার আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবে।

৫। **দ্বন্দ্ব মেটাতে সক্ষম।** যখন লোকেরা অসম্মত হয় এবং সমস্যা সৃষ্টি করে, তখন তাকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে সক্ষম হতে হবে। তাকে অন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মেটানোর কাজে সাহায্য করতে সক্ষম হতে হবে।

৬। **শিক্ষাদানে পটু।** লোকেরা কি তার ব্যাখ্যা বুঝতে পারে? একজন লিডার হল সেই ব্যক্তি যে লোকেদের বিভ্রান্ত করে না।

৭। **ঈশ্বরের বাক্যের জন্য ক্ষুধার্ত।** তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য উপভোগ করতে হবে, যাতে সে অন্যদেরকেও এটি উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে। তাকে আবশ্যিকভাবে তার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কে বাইবেলকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৮। **ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।** তাকে বুঝতে হবে যে আত্মিক ফলাফল কেবল পবিত্র আত্মার কাজ দ্বারাই ঘটতে পারে। তাকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার সাথে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের অভিষেকের উপর নির্ভর করতে হবে। তার মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত নয় যে তার একার ক্ষমতার দ্বারাই তার ব্যাখ্যাগুলি সফল হবে।

৯। **সেবা করার জন্য প্রস্তুত।** তাকে আবশ্যিকভাবে এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যে অন্যদেরকে সেবা করার সময় কিছু মূল্যবান কাজ করার অনুভূতি অনুভব করে। তার কখনোই এমন ব্যক্তি হতে চাওয়া উচিত নয় যে সেবা পেতে চায়। তার নিজের মেধা দেখানোর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার পরিচর্যার কাজ করা উচিত নয়। তাকে প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১০। **আত্মিক কর্তৃত্বের অধীন।** তাকে কারো কাছে আত্মিকভাবে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তাকে আত্মিক লিডারদের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

১১। **মন্ডলীর প্রতি বিশ্বস্ত।** গ্রুপ লিডারকে অবশ্যই একটি স্থানীয় মন্ডলীর একজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সদস্য হতে হবে। শিষ্যত্বের মিনিস্ট্রির আবশ্যিকভাবে মানুষকে মন্ডলীর সমাদর করতে এবং এটির প্রতি আরো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে শেখানো উচিত।

১২। **সাফল্যের জন্য উদ্যমী।** যদি তার মধ্যে সফল হওয়ার উদ্যম থাকে, তাহলে সে দ্রুত হার মেনে নেবে না। সে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেবে। সে সেইসমস্ত শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেবে যা তাকে আরো কার্যকারী করে তুলবে। যখন সেখানে কোনো সমস্যা বা সুযোগ থাকবে, সে তখন সেখানে উদ্যোগ নেবে। তার মধ্যে কর্মশক্তি এবং উদ্যম থাকবে।

১৩। **তাত্ত্বিকভাবে যথার্থ।** তার মধ্যে বাইবেলভিত্তিক, সুসমাচার প্রচারভিত্তিক মতবাদের উত্তম জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

১৪। **পরিচর্যা কাজের জন্য প্রশিক্ষিত।** আবশ্যক নয় যে পরিচর্যা করার প্রশিক্ষণ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই হতে হবে। পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রশিক্ষণ শুরু হয়, কারণ একজন বিশ্বাসী দেখে যে কীভাবে মিনিস্ট্রি চলে। অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি পায়, কারণ তাকে নির্দেশনার অধীনে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভালো বইপত্র পড়া এবং অধ্যয়ন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

শিষ্যত্বের একটি কর্মসূচির বিকাশ

শিষ্যত্ব সাধনের সর্বোত্তম উপায়টি একটি স্থানীয় মন্ডলীর দ্বারা সম্পন্ন হয় যেটি শিষ্যত্বের দায়িত্ব এবং অগ্রাধিকার বোঝে, একতায় কাজ করে।

অতএব, এই নির্দেশাবলী একটি মন্ডলীর নেতাদের এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়।

যদি একটি মন্ডলী বুঝতে পারে যে তাদের শিষ্যত্বের কাজ আরো ভালোভাবে করতে হবে, তাহলে তাদের প্রথমে শিষ্যত্ব সম্পর্কে এই কোর্সে উল্লিখিত শাস্ত্রাংশ এবং পয়েন্টগুলি অধ্যয়ন করা উচিত। লিডাররা পাঠ্য উপাদান উপস্থাপন করতে পারে। সম্ভব হলে মন্ডলীর সমস্ত অঙ্গীকারবদ্ধ সদস্যদের একত্রিত হওয়া উচিত, যাতে তারা তাদের অভিমত ভাগ করে নিতে পারে।

উন্নতিসাধনের দ্বিতীয় অংশটি হল মন্ডলী ইতিমধ্যে কী করছে তা পর্যবেক্ষণ করা। বেশিরভাগ মন্ডলীতে ইতিমধ্যেই কিছু গ্রুপ কাজ করছে, যদিও যদি তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি ছোটো গ্রুপ প্রোগ্রাম শুরু করেনি। উদাহরণস্বরূপ, মন্ডলীতে মিউজিশিয়ানদের একটি গ্রুপ থাকতে পারে যারা ঘন ঘন মিলিত হয়। একটি কয়্যার থাকতে পারে যারা একসাথে অনুশীলন করে। ডিকনদের একটি বোর্ড থাকতে পারে। সানডে স্কুলের ক্লাস হতে পারে, এবং সানডে স্কুলের শিক্ষকরাও একটি গ্রুপ তৈরি করতে পারেন। মন্ডলীর তরুণরাও মাঝে মাঝে মিলিত হতে পারে। বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য কমিটি থাকতে পারে। কিছু লোকেদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে একটি গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে যারা একটি প্রজেক্টে একসাথে কাজ করে। মন্ডলীতে এমন কিছু পরিবার থাকতে পারে যারা মাঝে মাঝে ফেলোশিপের জন্য একত্রিত হয়। বাড়িতে বাইবেল অধ্যয়ন এবং প্রার্থনা সভা হতে পারে।

এই গ্রুপগুলি শিষ্যত্ব বা আত্মিক দায়বদ্ধতার উদ্দেশ্যে গঠিত নাও হতে পারে, তবে তারা সেই উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে সহায়তা করতে পারে। আত্মিক জীবন বিদ্যমান এমন যেকোনো মন্ডলীর ইতিমধ্যেই কিছু গ্রুপ আছে যারা সেই জীবনকে সহায়তা করার জন্য কাজ করছে। যখন একটি মন্ডলী শিষ্যত্বের জন্য তার ক্রিয়াকলাপকে উন্নত করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এটির বিদ্যমান গ্রুপগুলিকে পরীক্ষা করা এবং কী ঘটছে তা দেখা উচিত, তারপর কীভাবে উদ্দেশ্যগুলি আরো ভালোভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন।

নতুন গ্রুপের প্রয়োজন হতে পারে। সম্ভবত বিভিন্ন ধরণের গ্রুপের প্রয়োজন হতে পারে। এমন গ্রুপ থাকতে পারে যারা মিনিস্ট্রির জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়। এমন গ্রুপ থাকতে পারে যারা প্রাথমিকভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করে এবং প্রার্থনা করে। গুরুতর আত্মিক দায়বদ্ধতার জন্য ছোটো গ্রুপ থাকতে পারে।

গ্রুপের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে যে কার সেখানে থাকা উচিত এবং কীভাবে গ্রুপটি কাজ করবে। উদাহরণস্বরূপ, গুরুতর আত্মিক দায়বদ্ধতার জন্য একটি গ্রুপে দশজনের কম লোক থাকা উচিত। যদি গ্রুপটি খুব বড় হয়, গোপনীয়তা হ্রাস পায়, আলোচনার গভীরতা হারায়, বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়, কম অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, এবং উপস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে উপস্থিত থাকলে ব্যক্তিগত কথোপকথনের গভীরতা সীমিত হবে।

নতুন সদস্যদের জন্য এটি উন্মুক্ত করা উচিত কিনা তা গ্রুপের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। উদ্দেশ্য যদি আত্মিক দায়বদ্ধতা হয়, তবে গ্রুপটির বেশ কয়েকটি মিটিং হয়ে যাওয়ার পরে নতুন সদস্যকে যোগ করা উচিত নয়। বেশিরভাগ লোকেরা তাদের আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে কথা বলবে না যতক্ষণ না তারা গ্রুপের অন্যদের সাথে নিরাপদ বোধ করছে। গ্রুপের উদ্দেশ্য যদি পাঠের একটি সিরিজ কভার করা হয়, তবে মিটিংয়ের সিরিজ জুড়ে লোকেদের যুক্ত করতে থাকা বাস্তবিক বিষয় নয়।

নতুন রূপান্তরিতদের (new converts) জন্য একটি গ্রুপ থাকতে পারে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে একজন নতুন মন-পরিবর্তিত ব্যক্তি একটি গ্রুপে যোগদানের জন্য কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করবে না। তাই এই দলটির পাঠের একটি পুনরাবৃত্ত সিরিজের প্রয়োজন যাতে নতুন লোকেরা যেকোনো সময় যোগদান করতে পারে। লিডারদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে কিছু নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি বাদ পড়বে। কিছু লোক গ্রুপ ছেড়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে গ্রুপটি ভালোভাবে কাজ করছে না। যদিও কেউ কেউ বাদ পড়বে, একটি নতুন রূপান্তরিতদের নিয়ে তৈরি করা গ্রুপ নতুন লোকেদের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত।

যদি একটি গ্রুপ মিনিস্ট্রির মূল উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণ বা গভীর আত্মিক বিকাশ হয়, তবে গ্রুপের সদস্যদের অবশ্যই এমন ব্যক্তি হতে হবে যারা আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে চায় এবং গ্রুপের উদ্দেশ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। যদি কিছু সদস্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হয় তবে গ্রুপটি তার উদ্দেশ্য অর্জনে অর্জনে ভালো করবে না।

অধিকাংশ সদস্যকেই ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ দ্বারা নিয়োগ করা আবশ্যক। অপেক্ষা করবেন না যে কতক্ষণে লোকেরা তাদের যোগদান করতে চাওয়ার কথা বলবে।

মন্ডলীর সবাই একটি ছোটো গ্রুপ প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হবে না। আপনি যদি মন্ডলীর একজন লিডার হন, তবে একটি ছোটো গ্রুপে না থাকার জন্য লোকেদের সমালোচনা করে বের করে দেবেন না। গ্রুপ মিনিস্ট্রির সুবিধাগুলি বর্ণনা করার মাধ্যমে তা প্রচার করুন।

প্রথম মিটিংয়ে, নিশ্চিত করুন যে সবাই গ্রুপের গুরুত্ব বুঝতে পারছে। শিষ্যত্বের গুরুত্ব দেখায় এমন শাস্ত্রাংশ এবং তথ্য নিয়ে কথা বলুন।

উপস্থিতিতে সহায়তা করার জন্য, গ্রুপটিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সপ্তাহের জন্য দেখা করার জন্য নির্ধারিত করা যেতে পারে। ব্যাখ্যা করুন যে গ্রুপটি পাঠের একটি নির্দিষ্ট সিরিজ কভার করছে এবং সিরিজটি কখন শেষ হবে তা তাদের জানান। এইভাবেই, প্রতিটি সদস্য জানবে যে সে ঠিক কীসের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সম্পূর্ণ উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিন। সেই সময়ের শেষে, যারা ক্রমাগত অংশগ্রহণ চালিয়ে যেতে চান তাদের সাথে আবার গ্রুপ শুরু করতে পারেন।

বিবেচনার জন্য একটি কল্পিত দৃশ্য

অর্ণব বেশ কয়েক বছর ধরেই একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী। সে একটি মন্ডলীর সদস্য এবং তার মন্ডলীকে সে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। সে চিন্তিত যে তার মন্ডলীতে শিষ্যত্বের কোনো পরিকল্পনা নেই। সে মনে করে যে তার মন্ডলীর ছোটো ছোটো গ্রুপ শুরু করা উচিত, কিন্তু লিডাররা সে বিষয়ে আগ্রহী নয়।

► অর্ণবের কি করা উচিত?

অর্ণবের মন্ডলীর লিডারদের সাথে কথা বলা উচিত এবং একটি ছোটো গ্রুপ চালানোর জন্য তাদের অনুমতি চাওয়া উচিত। তার কখনোই মন্ডলীর পরিচর্যা কাজের সমালোচনা করা উচিত নয়, বরং পরিবর্তে সেইসব সুবিধার কথা বর্ণনা করা উচিত যা গ্রুপ থেকে আসতে পারে। যদি গ্রুপটি ভালোভাবে চলে, তাহলে মন্ডলী সেই ধরণের মিনিস্ট্রির কাজের সুবিধা বুঝতে শুরু করবে।

একটি কার্যকারী গ্রুপ পরিচালনা করা

একটি গ্রুপের শুরুতে, উত্তেজনা এবং প্রত্যাশা থাকে। অনেক সদস্যই ঠিক কী প্রত্যাশা করবে তা জানে না, তবে তারা গ্রুপ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করে থাকে।

নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী গ্রুপটিকে কার্যকর হতে এবং এর উদ্দেশ্য পূরণ করতে সাহায্য করবে। ছোটো গ্রুপগুলির কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে। লিডার যদি গ্রুপটিকে এই নীতিগুলি অনুসরণ করতে সহায়তা করে, তবে সে হতাশা এবং নিরুৎসাহিতা হ্রাস করবে।

প্রথম মিটিংটি অন্যগুলির থেকে আলাদা হতে পারে, কারণ গ্রুপটি শিখছে কীভাবে বাকি মিটিংগুলি করা হবে। তবে, প্রথম মিটিংটিই আগামী মিটিংগুলির জন্য স্টাইল বা ধরণ নির্ধারণ করবে। যদি একজন ব্যক্তি প্রথম মিটিংয়ে কথা না বলে, তবে পরেরগুলিতেও তার নীরব থাকাই প্রত্যাশিত হবে। যদি কেউ আলোচনায় আধিপত্য বিস্তার করে, গ্রুপটি ভবিষ্যতের মিটিংগুলিতে একই ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে বলে প্রত্যাশিত থাকবে। যদি মিটিংটি বিশৃঙ্খল হয়, তবে তারা ভবিষ্যতেও একই প্রত্যাশা করবে। যদি মিটিংটি ছোটো ছোটো অংশগ্রহণ সহ একটি ক্লাসের মতো হয়, তবে তারা একই প্যাটার্নের প্রত্যাশা রাখবে।

কিছু সদস্য কয়েকটি মিটিংয়ের পরে বাদ যেতে পারে কারণ গ্রুপটিকে তারা যেমন আশা করেছিল তেমন নয়। যে সদস্যরা সঠিক জিনিসটির প্রত্যাশা করেছিল, তারা যাতে হতাশ না হয়ে পড়ে, সেইজন্য মিটিংটি সঠিকভাবে পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যকারিতার জন্য নির্দেশিকা

(১) যদি সম্ভব হয়, প্রতি সপ্তাহে গ্রুপের মিটিং নির্ধারণ করুন। কারোর কারোর বাচ্চা-দেখাশোনার ব্যবস্থা করার সাহায্য দরকার হতে পারে।

(২) মিটিংয়ের পরিকাঠামোতে (১) অধ্যয়নের সময়, তারপর (২) প্রার্থনার জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তার কথা বলা, তারপর (৩) প্রার্থনা থাকা উচিত।

যদি গ্রুপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অধ্যয়ন হয়, তবে অধ্যয়নের সময় দীর্ঘ এবং অন্যান্য অংশগুলি ছোটো হতে পারে; কিন্তু এই তিনটি অংশ তবুও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যদি গ্রুপটির উদ্দেশ্য আত্মিক দায়বদ্ধতা হয়, তাহলে অধ্যয়নের সময় কম হতে পারে, তবে তাদের অধ্যয়ন করার জন্য কিছু পাঠ্য উপাদান থাকা উচিত।

যদি একটি গ্রুপে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলা এবং আলোচনা থাকে কিন্তু অধ্যয়নের জন্য পাঠ্য উপাদান না থাকে, তবে এটি বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। এটি কিছু সদস্যের ব্যক্তিত্বের আধিপত্য দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকবে। পাঠ্য উপাদান তাদের সকলকে তাদের নিজেদের মনের বাইরে সত্যের প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম করে তোলে।

(৩) মিটিং নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করুন ও শেষ করুন।

যদি আপনি দেরীতে শুরু এবং শেষ করেন, তাহলে যারা নিজেদের সময়ের মূল্য দেয়, তারা দেরীতে আসা শুরু করবে বা কয়েকটি মিটিং বাদ দিয়ে দেবে।

(৪) গ্রুপ শেষ হওয়ার একটি দিন নির্দিষ্ট করুন।

সদস্যদেরকে তাদের অঙ্গীকার কতদিনের জন্য তা তাদেরকে জানতে হবে। সাধারণত, নতুন সদস্যদের বেশ কয়েকটি মিটিং হয়ে যাওয়ার পরে গ্রুপে যোগদানের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, যদি না গ্রুপটি নতুন রূপান্তরিতদের (new converts) জন্য পর্যায়ক্রমে পাঠ পুনরাবৃত্ত করে। যদি গ্রুপটি একটি পাঠ সিরিজ অধ্যয়ন করে, পাঠের সংখ্যা কত সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে, সেটি তারা নির্ধারণ করতে পারে। যদি তারা আত্মিক দায়বদ্ধতার জন্য মিলিত হয়, তবে তারা ছ'মাস সময় নির্ধারণ করতে পারে। শেষে, তারা আবার সংগঠিত হতে পারে। সেই সময়ে কিছু সদস্য চলে যেতে পারে, এবং গ্রুপ নতুন সদস্যদের যোগদানের অনুমতি দেবে কিনা তা বিবেচনা করতে পারে।

(৫) অধ্যয়নের সময়ে, নিজের স্বার্থে জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে জীবন পরিবর্তনকারী উদ্দেশ্যের উপর জোর দিন।

একজন সদস্য তখনই গ্রুপটিকে সার্থক বলে অনুভব করবে যখন সে অধ্যয়ন থেকে তার ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট প্রয়োগগুলি করতে সক্ষম হবে।

(৬) অঙ্গীকারের প্রতি নজর রাখুন।

যদি কেউ কোনো সমস্যার কথা বলে এবং তারপর সেটি সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়, তাহলে তাকে পরবর্তী মিটিংয়ে জিজ্ঞাসা করুন যে সে যা করার কথা বলেছিল তা করেছে কিনা।

(৭) আত্মিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য লিডারকে প্রত্যেক সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতের জন্য উপলভ্য হওয়া উচিত।

অন্যান্য সদস্যরাও অন্য কোনো সময়ে উৎসাহের জন্য একত্রিত হতে পারে।

(৮) মিটিংয়ের জন্য একটি ভালো স্থান নির্বাচন করুন।

এটি একটি ঘরোয়া পরিবেশের সাথে একটি অনানুষ্ঠানিক মিটিংয়ের জায়গা হওয়া উচিত। যতটা সম্ভব বৃত্তাকারভাবে বসা উচিত, যাতে প্রত্যেক সদস্য অন্য সদস্যের মুখ দেখতে পায়। এটি অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে। এমন জায়গায় মিলিত হোন যেখানে কোনোরকম বাধা বা চিত্তবিক্ষেপ থাকবে না।

(৯) ভালো শ্রোতা হওয়ার অভ্যেস অনুশীলন করুন।

একজন ভালো শ্রোতা হওয়ার লক্ষণ হল দৃষ্টি সংযোগ, একটি মনোযোগী আচরণ, কোনোরকম বাধাকে গুরুত্ব না দেওয়া, এবং বক্তার কৌতুক বা অন্যান্য আবেগের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া।

(১০) নিশ্চিত হন যে কোনো সদস্য যেন সবসময় নীরব না থাকে।

যে সদস্য সাধারণত কথা বলে না, তাকে সরাসরি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন ("এই ব্যাপারে তোমার কী মতামত, চিন্ময়?")।

(১১) কোনো সদস্যকে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা শেয়ার করার জন্য জোর করবেন না।

পরিবর্তে, এমন পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করুন যেখানে সে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। একজন সদস্যদের সাথে দৃষ্টি সংযোগ এবং সে যা বলছে তার প্রশংসা করে তার আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলুন।

(১২) এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করুন, যেগুলির উত্তর দিতে পারে তারা তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে।

যদি কেউ ভুল উত্তর দেয়, তাহলে সেটির সমালোচনা করার আগে সেটির বিষয়ে কিছু ভালো বা ইতিবাচক বক্তব্য পেশ করুন।

(১৩) সমালোচনা করার আগে প্রতিটি মন্তব্যকে কোনো না কোনোভাবে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করার চেষ্টা করুন।

(১৪) কারোর যদি খুব বেশি কথা বলার এবং সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রবণতা থাকে, তবে তাকে সীমাবদ্ধ করার উপায় বের করুন।

একটি উপায় হল নির্দিষ্ট সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা। অথবা আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "বাকিদের কী মনে হয়?" একটি আলোচনায়, আপনি বলতে পারেন, "এমন একজনের কাছ থেকে শোনা যাক যে এখনও এই বিষয়ে কথা বলেনি।"

এরপরও কোনো সদস্য অতিরিক্ত কথা বললে লিডার তার সঙ্গে মিটিংয়ের বাইরে কথা বলতে পারে। সে এইরকম কিছু বলতে পারে: "চিন্ময়, তুমি বেশ দ্রুত চিন্তা করো এবং আলোচনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতেও সক্ষম, কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন যে আমরা যদি সবকিছুর দ্রুত উত্তর দিয়ে দিই তাহলে বাকিদের মধ্যে কেউ কেউ অংশগ্রহণ করবেই না। তুমি কি আমাকে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করতে পারবে?"

(১৫) গ্রুপকে উপেক্ষা করে দুই বা তিনজন সদস্যকে তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেবেন না।

যদি কেউ কোনোকিছু নিয়ে বেশিক্ষণ তর্ক চালিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকে বলুন যে মিটিংয়ের পরে বাইরে এই আলোচনাটি শেষ করা হবে।

(১৬) কাউকে অন্যকে বাধা দেওয়ার অনুমতি দেবেন না।

আপনার হাত তুলুন, দৃঢ়ভাবে বাধাদানকারীকে থামান, এবং প্রথম বক্তাকে তার কথা শেষ করতে দিন। অন্যথায়, একটি আলোচনা সবসময় কম শালীন সদস্যদের দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকবে। যারা খুব বেশি দৃঢ়চেতা ব্যক্তি নয়, তারা তাদের কথা শেষ করতে না পারার কারণে হতাশ হবে।

(১৭) অভিযোগের প্রতি মনোযোগী হন।

কোনো অভিযোগ এমন একটি সমস্যাকে দেখাতে পারে যা সংশোধন করা যেতে পারে। অসন্তুষ্টির লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করবেন না। যদি কেউ গ্রুপ মিটিং নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে সম্ভবত সেটির উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না বা তার কোনো বৈধ অভিযোগ থাকতে পারে।

(১৮) যদি কোনো সদস্য ক্রমাগতভাবে বিরোধিতাপূর্ণ, বিঘ্নজনক, তর্কাতর্কি বা বিরক্তিকর আচরণ করে, তবে সে গ্রুপের লক্ষ্যগুলি গ্রহণ করতে পারে না।

গ্রুপটি তার প্রত্যাশানুযায়ী নাও হতে পারে। তাকে গ্রুপটির উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করার জন্য তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলুন।

(১৯) লিডারকে সব সমস্যার উত্তর জানার প্রয়োজন নেই।

সবকিছুর উত্তর জানা তার ভূমিকা নয়, বরং তার কাজ হল গ্রুপকে নেতৃত্ব দেওয়া যাতে তারা প্রার্থনায় ভার বহন করতে পারে।

(২০) সময়সূচীর বাধাগুলির সাথে মানিয়ে নিন এবং ধৈর্য্যশীল হন।

মনে রাখবেন যে আমাদের জীবনের ঘটনাগুলি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশের অংশ। একটি সমস্যা হল একটি সুযোগ।

(২১) যদি কোনো সদস্য প্রায়শই মিটিং চলাকালীন পুরো সময়টাই তার প্রয়োজনীয়তার কথাই বলে যায়, তাহলে অন্য কোনো সময়ে তাকে পরামর্শ দেওয়ার প্রস্তাব দিন।

অন্যথায়, বাকি সদস্যরা মনে করবে যে তাদেরকে মিটিং থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সদস্যরা সকলে মিলে উদ্দেশ্য পরিবর্তনের জন্য সম্মত না হলে, গ্রুপকে এটির উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে দেবেন না।

(২২) কোনো আলোচনাকে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে দেবেন না।

গ্রুপকে স্থানীয় মন্ডলী এবং অন্যান্য লিডারদের সমালোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠতে দেবেন না।

(২৩) মনে রাখবেন যে গ্রুপের কার্যকারিতা মূলত এটির মাধ্যমে কার্যকারী ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভরশীল।

গ্রুপ হল কেবল একটি শাস্ত্রীয় কাঠামো যা ঈশ্বর ব্যবহার করেন।

৩। নতুন শিষ্যদের প্রয়োজনী সকল মেটানো

নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তির প্রতি দ্রুত প্রত্যুত্তর

শিষ্যত্ব কথোপকথনের মাধ্যমে শুরু হয়। একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তির বিভিন্ন জরুরী চাহিদা থাকে। ঈশ্বরের সাথে যে সম্পর্ক সে সবেমাত্র শুরু করেছে তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য, তার জানা প্রয়োজন কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় এবং কীভাবে বাইবেল পড়তে হয়। তার একটি নতুন বন্ধুগোষ্ঠীও প্রয়োজন কারণ সে তার বহু পুরনো বন্ধুকে হারাবে। জীবনযাপন সংক্রান্ত বহু সমস্যাতেই তার সঠিক পরিচালনা প্রয়োজন।

একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তির শিষ্যত্বের প্রক্রিয়া মন্ডলীকে অবিলম্বে শুরু করতে হবে। *অবিলম্বে* মানে সামনের রবিবার নয়। এর অর্থ হল, সে যখন পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা শেষ করে তার মাথা তুলবে। কাউকে অন্তত এক সপ্তাহের জন্য সেই রূপান্তরিত ব্যক্তির সাথে দৈনন্দিন যোগাযোগ করার দায়িত্ব নিতে হবে। স্থানীয় মন্ডলীতে তার অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সাথেও সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। সে যেন তার জীবনে যে যে পরিবর্তনগুলি হচ্ছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার এবং প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

সেই রূপান্তরিত ব্যক্তিকে কোনো ছোটো গ্রুপে আমন্ত্রণ জানানো প্রয়োজন যেখানে সে প্রশ্ন করতে পারবে এবং উৎসাহিত হবে। যদি সম্ভব হয়, প্রথম সাক্ষাতের আগে কয়েকদিন ধরে গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। অন্যান্য সদস্যরা তার বন্ধু হয়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন সময়ে তাকে ফোন করতে পারে এবং তাকে গ্রুপে স্বাগত জানাতে পারে। এটি সমাজে তার অনুভূতি গড়ে তোলা শুরু করে।

একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তিকে পরবর্তী মিটিংয়ে গ্রুপে যোগ দিতে হবে। পাঠগুলি এমনভাবে পুনরাবৃত্ত করা উচিত যাতে যেকোনো সদস্য যেকোনো সময় যোগ দিলেই তা বুঝতে পারে। এইভাবে নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি দ্রুত একটি সহায়ক গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়। সদস্যরা যখন সবকটি পাঠ শেষ করে, তখন তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে কোর্সটি থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়।

বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনাসমূহ প্রার্থনা করা

নতুন বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনাগুলি বলে যে একজন নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনে কী ঘটা প্রয়োজন। এই প্রার্থনাগুলি তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে কারণ আমাদের তাদের জন্য একই জিনিস প্রার্থনা করা উচিত যা পৌল প্রার্থনা করেছিলেন। এই প্রার্থনাগুলি আমাদের পরিচর্যাগুলিকেও সাহায্য করে কারণ ঈশ্বর তাদের জন্য যা করছেন তাতে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত।

তিনটি ভিন্ন দলের জন্য পৌলের প্রার্থনাগুলি দেখা যাক।

থিষলনীকীয়

► থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৪ পড়ুন।

থিষলনীকীয়দের উদ্দেশ্যে লেখা প্রথম চিঠিটি পবিত্রতার আহ্বান জানায়। প্রতিটি বিশ্বাসীকে বিজয় এবং বিশুদ্ধতায় বসবাস করার জন্য বলা হয় এবং ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দেন যে এটি বিশ্বাসের দ্বারাই সম্ভব। প্রতিটি বিশ্বাসীকে বিজয় ও পবিত্রতার দিকে নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের প্রার্থনা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উচিত।

ফিলিপীয়

► ফিলিপীয় ১:৯-১১ পড়ুন।

এই পদগুলি একজন বিশ্বাসীর জীবনে একটি চলমান প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলে। তার ভালোবাসা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা উচিত। এটি ঘটলে, কোনটি সবচেয়ে ভালো তা বোঝার ক্ষমতা তার বৃদ্ধি পাবে। সে যত বেশি বিচক্ষণ হয়ে ওঠে, সে সবচেয়ে ভালো বিষয়টির উপর তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্য তার জীবনকে মানিয়ে নেয়। এটি অবশ্যই ঘটতে হবে যাতে সে বিশুদ্ধ (আন্তরিক) এবং অপরাধমুক্ত হয়।

পৌল এই পদগুলি যে লোকদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন তারা ইতিমধ্যে আগে থেকেই খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিল৷ তবুও, পৌল প্রার্থনা করছিলেন যে তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে থাকবে এবং সেই ভালোবাসার দ্বারা, তাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা আরো ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবে।

এখানে কিছু প্রশ্ন রয়েছে যা একজন তরুণ বিশ্বাসীর বিবেচনা করা উচিত:

- ঈশ্বর যখন আমাকে দেখিয়েছিলেন যে একটি মনোভাব, অভ্যাস বা কাজ সর্বোত্তম ছিল না, তখন আমি আমার জীবনে যে পরিবর্তন করেছি তার দৃষ্টান্ত কি রয়েছে?
- আমার জীবনে কি এমন কিছু আছে যা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে?
- যে পরিবর্তনগুলি আমার করা উচিত তা কি আমি ঈশ্বরকে প্রার্থনায় আমাকে দেখাতে দিতে ইচ্ছুক?

কলসীয়

► কলসীয় ১:৯-১২ পড়ুন।

তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে তারা প্রজ্ঞা এবং আত্মিক বোধগম্যতায় ঈশ্বরের ইচ্ছার জ্ঞান লাভ করবে। একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি শুরুতেই তার জীবনধারার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে সবকিছু বুঝতে পারে না। সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে যে তার জীবনের কিছু অভ্যাস, কথা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হওয়া উচিত। যেহেতু সে ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাই সে তার জীবনকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে আরো বেশি করে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলবে। শিষ্যত্ব শিক্ষাদিনকারীর উচিত প্রার্থনা করা এবং সচেতনভাবে তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে চিনতে শেখানো।

তিনি বলেছিলেন যে তারা, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরো ভালোভাবে বোঝার ফলস্বরূপ, প্রভুর যোগ্য উপায়ে চলবে। তারা ঈশ্বরের আরো উপযুক্ত প্রতিনিধি হয়ে উঠবে। তাদের জীবন অনুগ্রহ দ্বারা রূপান্তরিত হওয়ার ফলে তাদের প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তির সাথে আরো ভালোভাবে মিলবে। শিষ্যদের যা মনে রাখতে হবে তা হল বেশ কিছুটা সময় ধরে এই প্রক্রিয়াটি অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত, কিছু অসঙ্গতি তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জীবনে দেখা দেবে।

প্রতিটি ভালো কাজে ফলযুক্ত হওয়া হল যোগ্যভাবে চলার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যদি একজন তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসী এখনও প্রতিটি ভালো কাজে ফলপ্রসূ না হয়। সে হয়ত এখনও ততটা দায়িত্বশীল এবং দায়িত্ব সচেতন নয় যতটা তার হওয়া উচিত।

পদগুলি আমাদেরকে আরো বলে যে আমরা আনন্দের সাথে সহনশীল এবং ধৈর্য্যশীল হতে পারি। যে ব্যক্তি সেবা করে এবং ধৈর্য্যশীল হয়ে খ্রিষ্টীয় আনন্দ ধরে রাখতে পারে সে কিছুটা আত্মিক পরিপক্কতা অর্জন করেছে।

পৌলের প্রার্থনাসমূহের উপসংহার

তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনা আমাদের শিষ্যত্বের কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু শেখায়। বিশ্বাসীদের উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের সঠিক লক্ষ্য থাকা উচিত। আমাদের অগ্রগতি চিনতে সক্ষম হওয়া উচিত। একজন তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মধ্যে অসঙ্গতি, ভুল বোঝাবুঝি এবং দায়িত্বহীনতা দেখে আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়। আমাদের আশা করা উচিত নয় যে সমস্ত খ্রিষ্টীয় গুণাবলী হঠাৎ করে দেখা দেবে।

আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে পৌল তাদের পরিচর্যা কজের প্রশিক্ষণ বা পরিচর্যা কাজের দক্ষতার বিকাশের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তিনি তাদের বিশ্বাস এবং খ্রিষ্টীয় চরিত্রের বিকাশের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমাদের এমন লোকেদের নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যারা মিনিস্ট্রির কাজ করতে পারে কিন্তু খ্রিষ্টীয় চরিত্রের অভাব রয়েছে।

একজন শিক্ষক তার আদর্শের কারণে এবং তথ্যের মূল্যের কারণে গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত দু'টি প্রার্থনায় শেখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান আত্মিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। শিক্ষক তার সত্য ব্যবহারের মাধ্যমে একটি মহান প্রভাব রেখে চলেন।

আমরা যে তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রভাবিত করি তাদের জন্য পৌলের প্রার্থনাটি প্রার্থনা করা উচিত। এই প্রক্রিয়াগুলি তাদের জীবনে ঘটতে সাহায্য করার জন্য আমাদের পবিত্র আত্মার সাথে সহযোগিতা করা উচিত।

নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি দেওয়া হল।

একজন তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি _____________-এর জন্য প্রার্থনা করি যে তুমি তাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রকৃত করো। আমি প্রার্থনা করি যেন সে তার কাজে, মনোভাবে, এবং উদ্দেশ্যে পবিত্র হয়ে ওঠে।

তোমার প্রতি তার ভালোবাসাকে ক্রমবর্ধমান রাখতে সাহায্য করো, যাতে সে আরো ভালোভাবে তার জন্য তোমার নিখুঁত ইচ্ছা (perfect will) কী তা বুঝতে পারে। কোনটি সর্বোত্তম তা বুঝতে এবং সর্বদা সেটিই বেছে নিতে তাকে সাহায্য করো, যাতে তার জীবন তোমার গৌরবের জন্য ফল দেয়।

সবকিছুতে তোমাকে খুশি করে এবং তোমার পথ সম্পর্কে আরও শেখার মাধ্যমে, তাকে প্রতিদিন একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করো। তাকে তোমার কাছ থেকে শক্তি পেতে সাহায্য করো, যাতে সে বিজয়ে জীবন যাপন করতে পারে এবং আনন্দের সাথে পরীক্ষা সহ্য করতে পারে। তোমার দেওয়া অনুগ্রহের জন্য যেন সে সর্বদা কৃতজ্ঞ হতে পারে।

আমেন

৪। পাঠের সিরিজের ভূমিকা

পাঠের সিরিজের ভূমিকা

এই পাঠগুলি নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি বা বিশ্বাসীদের গ্রুপে ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা আত্মিক বৃদ্ধিতে আগ্রহী। এই পাঠগুলি শেখানো সহজ, সেই সঙ্গে আলোচনার জন্য একাধিক প্রশ্নও দেওয়া হয়েছে। পাঠ চলাকালীন প্রচুর আলোচনা, এবং শেষে ব্যক্তিগত বক্তব্য থাকবে।

প্রতিটি মিটিংয়ের প্রস্তুতিতে, লিডারকে পাঠটি ভালো করে পড়তে হবে, তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি ধারণাগুলিকে এবং সেগুলির গুরুত্ব বুঝতে পারছেন। তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে তার শিক্ষাদানের সময় শুরু করার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। প্রতিটি পাঠের শেষে আলোচ্য প্রশ্নগুলোর উত্তর তিনি কীভাবে দেবেন তা বিবেচনা করা উচিত। তিনি যে গভীরতায় শিক্ষাদান করেন তা অন্যদের কথা বলার গভীরতা নির্ধারণ করবে।

পাঠের ডিজাইন

লিডার টেক্সট অংশটি সম্পূর্ণ পাঠগুলিকে দেখায়, যেখানে শিক্ষাদানের উপাদান, আলোচনার পয়েন্ট, এবং শাস্ত্রীয় অংশগুলিও অন্তর্ভুক্ত। স্টুডেন্ট টেক্সট-এ কেবল প্রতিটি পাঠ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাঠের নির্দিষ্ট অংশগুলির জন্য নির্দেশাবলী সহ ক্লাস লিডারদের জন্য বিভিন্ন নোট পুরো কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেগুলি *ইটালিকভাবে* বা *বাঁকা অক্ষরে* লেখা আছে।

লিডারদের পাঠ্য উপাদানে, ► চিহ্নটি আলোচনার জন্য কোনো প্রশ্নকে বা পড়ার জন্য কোনো শাস্ত্রকে নির্দেশ করে। আলোচনার প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, লিডারকে অন্যদের উত্তর দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বেশিরভাগ সময়েই উত্তরগুলি পরবর্তী পাঠ্য উপাদান প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে।

প্রত্যকে অংশগ্রহণকারীকে পাঠগুলি চলাকালীন তার নিজের বাইবেল ব্যবহার করতে হবে। পাঠগুলিতে উল্লিখিত শাস্ত্রের বেশিরভাগ পদগুলি লিডারের পাঠ্য উপাদানে ছাপা আছে, শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠাগুলিতে নেই। লিডার যেকোনো কাউকে কোনো পদ দেখতে বলবেন এবং তা জোরে পড়তে বলবেন। কোনো কোনো সময়ে, সময় বাঁচানোর জন্য তিনি তার নোট থেকে নিজেই শাস্ত্রাংশগুলি পড়তে পারেন, বিশেষত যখন একাধিক পদ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তার এটি সবসময়ে করা উচিত নয়। শিক্ষার্থীদেরকে পদগুলি দেখতে বলা তাদেরকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়, তাদেরকে তাদের বাইবেলের সাথে অনুশীলন এবং পরিচিত প্রদান করে, এবং তাদেরকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদগুলি দেখতে অভ্যস্থ করে তোলে। এটি ক্রমাগত এই চেতনাকে দৃঢ় করে তোলে যে বাইবেল আমাদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব।

“গ্রুপে আলোচনার জন্য” বিভাগটিতে পাঠের শেষে আলোচনা শুরু করার প্রশ্নসমূহ প্রদত্ত রয়েছে। বেশ কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে, আলোচনা সহজেই শুরু করা যায়, এবং প্রশ্নগুলির প্রয়োজন নাও হতে পারে। সবকটি প্রশ্নই যে ব্যবহার করতে হবে তা নয়।

প্রতিটি পাঠের শেষে দেওয়া প্রার্থনাটি সদস্যদের তাদের জীবনে সত্যের পরিপূর্ণতার জন্য প্রার্থনা করতে সাহায্য করে। কোনো একজন শেষে প্রার্থনাটি পড়বে, এবং সদস্যদেরকে উৎসাহিত করা উচিত যেন তারা সারা সপ্তাহ জুড়ে এটি অনুশীলন করে এবং সত্যিকার অর্থে এটিকে তাদের হৃদয়ের প্রার্থনা করে তোলে।

প্রতিটি পাঠ একটি স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে শেষ হয়েছে। গ্রুপটি মাঝে মাঝে তাদের ব্যক্তিগত অধ্যয়নের ফলাফল আলোচনা করার জন্য সময় বের করে নিতে পারে।

পাঠগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সদস্যদেরকে তাদের শেখা সত্য প্রয়োগ করার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গীকার করার আহ্বান জানায়। লিডার অঙ্গীকারগুলি নোট করবেন এবং পরে সদস্যদের জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা সেগুলি অনুসরণ করেছে কিনা।

শিষ্যত্ব বিকাশের পাঠসমূহ

লিডার টেক্সট

পাঠ ১
সার্থকভাবে জীবনযাপন করা

বড় আইডিয়া

"আমি কেবল আমার সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কের মধ্যেই ব্যক্তিগত তাৎপর্য খুঁজে পাই।"

পাঠের উদ্দেশ্য

কীভাবে পাপ জীবনের পরিপূর্ণতা ও উদ্দেশ্য নষ্ট করে, এবং কীভাবে রূপান্তর পুনরুদ্ধার শুরু করে তা দেখা।

ভূমিকা

► কোন বিষয়টি একজন ব্যক্তির জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে?

এটা মনে হয় যে অনেক মানুষই কখনোই জীবনের উদ্দেশ্য কী তা ভেবে দেখে না। তারা তাদের দৈনন্দিন কাজ এবং বিনোদনের মধ্যে দিন কাটায় এবং এমনভাবে জীবনযাপন করে যেন এই জীবন কখনোই শেষ হবে না।

অন্যান্য লোকেরা তাদের উদ্দেশ্য বা তাদের জীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন। কেউ কেউ মরিয়া অনুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকে। তারা ভাবে যে তাদের সঠিক লক্ষ্য আছে কিনা, এবং তারা সেগুলি অর্জন করলেও অসন্তুষ্ট বোধ করে। তারা অনুভব করে যে তারা জীবনের মূল বিষয়টি কোনোভাবে হারিয়ে ফেলছে।

কিছু লোক অস্বীকার করে যে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য আছে।

আমরা জানি যে আমাদের উদ্দেশ্য আছে কারণ আমরা জানি যে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি ঈশ্বর আমাদের তৈরি করে থাকেন, আমাদের জন্য অবশ্যই তাঁর একটি উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটি হল পরিপূর্ণতা এবং পরিতৃপ্তির উপায়। অন্যকিছুর জন্য আমাদের জীবনকে ব্যবহার করা কেবল তা নষ্ট করাই হবে।

আমি চাই না আমার জীবন নষ্ট হোক। আমার মনে হয় না আপনিও তা চান।

► আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি ছিল?

একটি পরিপূর্ণ জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

আমরা উত্তরটি এদন উদ্যানে খুঁজে পাই, সেই জায়গা যেটি ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট প্রথম মানবদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। পাপ সবকিছু বদলে দেওয়ার আগে, সবকিছুই ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী ছিল।

> অতএব ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও স্ত্রী করে তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমরা ফলবান হও ও সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করো; পৃথিবী ভরিয়ে তোলো ও এটি বশে রেখো। সমুদ্রের মাছগুলির উপরে ও আকাশের পাখিদের উপরে এবং প্রত্যেকটি সরীসৃপ প্রাণীর উপরে তোমরা কর্তৃত্ব কোরো।" (আদি পুস্তক ১:২৭-২৮).

সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, “মানুষের একা থাকা ভালো নয়। আমি তার উপযুক্ত এক সহকারিণী তৈরি করব।” (আদি পুস্তক ২:১৮).

এই পদগুলি আমাদেরকে মানব জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কিত কিছু বিষয় দেখায়। প্রথম মানব ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি হয়েছিল, এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে ছিল। তাকে ভালোবাসার জন্য এবং সম্পর্কবদ্ধ থাকার জন্য একজন স্ত্রী বা নারীকে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম বিবাহ একটি পরিবার এবং মানুষের মধ্যে পরবর্তী সম্পর্কসমূহের একটি শুরু ছিল। তাকে উদ্যানের পরিচর্যা করার কাজ, এবং বাকি সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ সে ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীর সাথেও সম্পর্কযুক্ত ছিল।

সুতরাং আমরা তিনটি মাত্রায় সম্পর্কগুলিকে দেখি:

- মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক
- মানুষের মধ্যে সম্পর্ক
- মানুষ এবং ঈশ্বরের জগতের মধ্যে সম্পর্ক

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কই হল একমাত্র বিষয় যা অন্যগুলিকে সঠিক করে তোলে।

কল্পনা করার চেষ্টা করুন যে যদি এই তিনটি মাত্রার সম্পর্কের সবকটিতে যদি ছন্দ বজায় থাকত, তাহলে পৃথিবী কেমন হত?

► মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যবর্তী বিষয়গুলি কতটা আলাদা হত? (মানুষ পৃথিবীকে যথাযথভাবে ব্যবহার করত। সৃষ্টির কোনোকিছুই ক্ষতিগ্রস্থ হত না।)

► মানুষের মধ্যে বিষয়গুলি কতটা আলাদা হত? (কোনো অপরাধ, কোনো যুদ্ধ, কোনো অত্যাচার থাকত না)

► মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যবর্তী বিষয়গুলি কতটা আলাদা হত? (কোনো পাপ থাকত না, কোনো দোষ থাকত না, মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হত)

আমি চাই না আমার জীবন নষ্ট হোক, তাই আমি যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছি তা আমার পরিপূরণ করা প্রয়োজন। আপনার এবং আমার বিদ্যমান থাকার কারণ হল ঈশ্বরের সাথে, তাঁর লোকেদের সাথে, এবং তাঁর জগতের সাথে সম্পর্কে থাকা। যদি আমি সেই উদ্দেশ্য অনুসরণ না করি, তাহলে আমার অস্তিত্ব না থাকাই ভালো!

এটা দেখা সহজ যে আজকের পৃথিবী ঈশ্বর যেমন পরিকল্পনা করেছিলেন তা নয়। তাহলে কী হয়েছিল?

মানুষের পতনের বাইবেলভিত্তিক রেকর্ড

পৃথিবীর বর্তমানে অবস্থার বর্ণনা আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে রয়েছে। এই রেকর্ডের নিম্নলিখিত দিকগুলি লক্ষ্য করুন। (মানুষের পাপে পতিত হওয়ার কাহিনীটি সংক্ষেপে বলুন।)

১। **পরীক্ষা**: মানুষের পাপের দ্বারা ঈশ্বরের আসল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়েছিল।

২। **প্রলোভন**: শয়তান আদম এবং হবাকে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে, নিজেদের জীবন নিজেদের মতো করে পরিচালনা করার সম্ভাবনা দেখিয়ে প্রলোভিত করেছিল, যখন সে বলেছিল, “...তোমরা ভালোমন্দ জানার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে” (আদিপুস্তক ৩:৫)।

৩। **সন্দেহ**: শয়তানের প্রশ্নগুলি তাদেরকে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং আন্তরিকতার উপর সন্দেহপ্রবণ করে তোলার জন্যই সাজানো হয়েছিল। যে ব্যক্তি পাপ করে সে ঈশ্বরকে সন্দেহ করে—যে তিনি জানেন এবং সর্বোত্তম উদ্দেশ্য সাধন করেন। তাদের পাপের কাজ করার আগে, তারা প্রথমে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করার প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল—অবিশ্বাস ।

৪। **বিরুদ্ধাচরণ**: আদম ও হবার কাজের দ্বারাই, তারা তাদের জীবনের কর্তৃত্ব এবং নির্দেশক হিসেবে ঈশ্বরকে প্রত্যাখাত করেছিল।

৫। **বিচ্ছিন্নতা**: সম্পর্কের তিনটি মাত্রাতেই পাপ ছন্দপতন ঘটিয়েছিল । তারা ঈশ্বরের থেকে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল। তাদের পরস্পরের প্রতি আচরণ বদলে গিয়েছিল, এবং পরবর্তীতে তাদের পরিবারে একটি হত্যার ঘটনাও ঘটেছিল। তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু উৎপাদন করার জন্য তাদেরকে প্রকৃতিতে কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। নির্ধারিত হয়েছিল যে সমস্ত আগামী মানব প্রজন্মের জন্ম একটি পাপপূর্ণ প্রবণতা থেকে হবে, তারা পাপ করবে, এবং তিনটি মাত্রাতেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কে জীবন যাপন করবে।

ফিরে আসার পথ খোঁজা

ঈশ্বর প্রথম মানবদের কেবল তাদের পাপের কারণে তাদের ভাগ্যের কাছে পরিত্যাগ করেননি। তিনি এসেছিলেন এবং তাদের একটি প্রশ্নের মাধ্যমে তাদেরকে ডেকেছিলেন, “তুমি কোথায়?” তিনি তাদেরকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না বলে প্রশ্নটি করেননি। তিনি জানতে চেয়েছিলেন কারণ তারা উপলব্ধি করুক এবং স্বীকার করুক যে তাঁর সাথে তাদের সম্পর্কে ঠিক কী ঘটেছে।

ঈশ্বর এখনও হারিয়ে যাওয়া লোকেদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনতে চান। তিনি পুনর্মিলন চান—অভীষ্ট সম্পর্কের পুনর্নবীকরণ চান।

এখন ঈশ্বর আপনাকে সেই একই প্রশ্ন করছেন: “তুমি কোথায়?”

যদি আপনি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের বাইরে থাকেন, তাহলে সেটিই হল আপনার হারিয়ে যাওয়া এবং উদ্দেশ্যহীন বোধ করার কারণ। এছাড়াও ভবিষ্যত, মৃত্যু, এবং বিচারের ভয়ের কারণও হল বিচ্ছিন্নতা।

বাইবেল হল ভাববাদী, ভাববাণী, রাজা, আইন এবং ইতিহাস সম্পর্কিত একটি বড় গ্রন্থ, কিন্তু এটির পুরোটা জুড়ে একটিই মূল বিষয় রয়েছে। সমগ্র বাইবেলের বার্তা হল যে ঈশ্বর পাপীদেরকে তাঁর নিজের এবং তাঁর লোকেদের সাথে সম্পর্কে ফিরিয়ে আনতে চান।

আপনার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ক।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

যেকোনো একজনের কাছে জানতে চান যে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক কীভাবে তার জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে।

স্বেচ্ছা প্রত্যুত্তরের জন্য এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করুন:

► আপনি কীভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর দেবেন, ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে "আপনি কোথায়?"? আপনি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত আছেন, নাকি তিনি এখনও আপনার কাছে অপরিচিত?

► বিষয়টা কি এমন যে একসময়ে আপনি ঈশ্বরকে জানতেন কিন্তু তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে?

উল্লিখিত বিবৃতিটিতে প্রতিক্রিয়া জানতে চান, "আপনার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ক।"

► আমাদের কি এটি ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আছে? আমরা কি সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে জীবন যাপন করি?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমাকে সৃষ্টি করার জন্য, তোমাকে জানার উদ্দেশ্য আমাকে গড়ে তোলার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাকে আমার পাপ থেকে তোমার সাথে নতুন সম্পর্কে ফিরিয়ে আনার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার ক্ষমার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

যেহেতু আমি তোমাকে জানার আনন্দে জীবন কাটাতে চাই, তাই আমি তোমার প্রতি অনুগত ভালোবাসায় জীবনযাপন করব। আমার মধ্যে তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা আমার আনুগত্যকে সম্ভব করে তুলতে সাহায্য করো।

আমি যিশুর নামে প্রার্থনা করি যিনি আমার জন্য মারা গিয়েছিলেন।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

আদিপুস্তক ১-৩ পড়ুন। সম্পর্কের রেফারেন্সগুলি খুঁজে বের করুন। ৩ অধ্যায়ে, "মানুষের পতনের বাইবেলভিত্তিক রেকর্ড" বিভাগে এই পাঠে বর্ণিত দিকগুলি দেখুন। আপনি যা যা দেখলেন সেই সম্পর্কে কয়েকটি প্যারাগ্রাফে তা লিখুন।

পাঠ ২
পরিত্রাণের সাক্ষাৎকার

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বরের সাথে একটি পরিত্রাণের সাক্ষাৎকার তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক শুরু করে।"

পাঠের উদ্দেশ্য

পবিত্র ঈশ্বরের সাথে একটি সম্পর্ক শুরু করার জন্য কেন একজন পাপীর জন্য অনুতাপ এবং ক্ষমা প্রয়োজনীয়তা বোঝা।

ভূমিকা

► যেকোনো সম্পর্কের সর্বপ্রথম শুরুটি কী?

লোকেদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক শুরু করার আগে, তাদের অবশ্যই দেখা করতে হবে বা মিলিত হতে হবে। একটি সম্পর্কের সর্বপ্রথম শুরু হল ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ।

ঈশ্বর এবং একজন পাপীর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ কেমন হবে? এটি এমন হবে না যে দু'জন অপরিচিত ব্যক্তির দেখা হল, পারস্পরিক সৌজন্য বিনিময় হল, এবং তারা সাধারণতভাবে পরিচিত হতে শুরু করে দিল। এটি আসলে হবে যে আপনি এমন একজন ব্যক্তির সাথে প্রথমবার দেখা করছেন যার প্রতি আপনি ইতিমধ্যেই গুরতর অন্যায় করেছেন।

কল্পনা করুন ললিত নামের একটি লোক একটি বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকে। যখন সে বাড়িতে থাকে, সে ঘরের মধ্যেই তার মোটরসাইকেল মেরামতির কাজ করে এবং ফলস্বরূপ কার্পেটটি নষ্ট হতে থাকে। সে দেয়ালে ঝোলানো জিনিসগুলিতে তীর নিক্ষেপ করে। সে তার গাধাটিকে ঘরে রাখে এবং সেই গাধাটি অস্থির বা ক্ষুধার্ত হলে দেয়ালে লাথি মেরে গর্ত তৈরি করে। ললিত কোনদিন ব্যক্তিগতভাবে বাড়ির মালিকের সাথে দেখা করেনি।

তারপর, একদিন দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করার সময়ে, ললিত একজন অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কথা বলা শুরু করে এবং সেই ব্যক্তিকে তার পছন্দও হয়, কিন্তু জানতে পারে যে, সে যে বাড়িটিতে ভাড়া থেকে, তিনি সেই বাড়ির মালিক।

► তারা বন্ধু হয়ে ওঠার আগে কী ঘটতে হবে?

যখন কেউ কারোর বিরুদ্ধে অন্যায় করে তখন পুনর্মিলনের জন্য কী প্রয়োজন?

১। অন্যায়কারীকে অবশ্যই দোষ স্বীকার করতে হবে এবং অনুতপ্ত হতে হবে। অনুতাপ করার মানে হল সে আর কখনোই অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যায় করবে না।

২। যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হতে হবে, এমনকি যদি দেখা যায় যে অন্যায়কারী তার ক্ষতির মূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম।

এই কাহিনীটি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অন্যায়কে চিত্রিত করে, যদিও আমরা এর চেয়েও বেশি খারাপ কাজ করেছি। প্রথমবার যখন আমরা ঈশ্বরের সামনে আসি, ইতিমধ্যেই সেখানে একটি সমস্যা থাকে, কারণ আমরা তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় করেছি। একটি সম্পর্ক শুরু করার আগে এই সমস্যাটি অবশ্যই সমাধান করা উচিত।

এখন দেখে নেওয়া যাক ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের অবস্থা কেমন হয় এবং ঈশ্বরের একজন বন্ধু হয়ে ওঠার জন্য তার কী প্রয়োজন?

ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের অবস্থা

ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অবস্থা ইফিষীয় ২:২-৩-এ বর্ণিত আছে:

> যেগুলির মধ্যে তোমরা জীবনযাপন করতে। তখন তোমরা এই জগতের ও আকাশের রাজ্যশাসকের পথ অনুসরণ করতে, যে আত্মা এখন যারা অবাধ্য, তাদের মধ্যে কার্যকরী রয়েছে। আমরাও সকলে এক সময় তাদেরই মধ্যে জীবনযাপন করতাম। আমাদের পাপময় প্রকৃতির বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আমরা তার কামনা ও ভাবনার বশে চলতাম। অন্য সকলের মতো, স্বভাবগতভাবে আমরা ছিলাম (ঈশ্বরের) ক্রোধের পাত্র।

এই পদগুলি অনুযায়ী, আমরা সকলেই এক সময়ে মাংসিক ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিলাম, যার জন্য আমরা একটি পাপময় জীবনধারায় জীবন যাপন করতাম। আমরা সেইসব অবাধ্য সন্তানদের মধ্যে ছিলাম, যারা শয়তানের দ্বারা পরিচালিত হয়। সহজাতভাবে, আমরা এমন একটি উপায়ে জীবন যাপন করতাম যা আমাদেরকে ঈশ্বরের শত্রু, ক্রোধের সন্তান করে তুলেছিল, যতক্ষণ না সময়সাপেক্ষে আমরা ঈশ্বরের সেই ক্রোধ গ্রহণ করেছিলাম যেটির আমরা যোগ্য।

► কিন্তু পরিত্রাণ না পাওয়া সব ব্যক্তিই মন্দ নয়, তাই না? আপনার কখনো এমন কোনো ব্যক্তির সাথে আলাপ হয়েছে যে একজন ভালো মানুষ, সৎ, দয়ালু, এবং দায়িত্ববান? এটা কি ভাবতে কঠিন লাগে যে এমন ব্যক্তি অপরাধী এবং তার অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন?

কিছু অরূপান্তরিত (unconverted) ব্যক্তি আছে যাদের জীবন যাপনে কোনো মন্দতা বা দুষ্টতা দেখা যায় না। তারা ভাবতে পারে যে তারা পাপী নয়, কিন্তু তারা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণের পরিবর্তে নিজেদের পথে জীবন যাপন করে চলেছে। একজন ভালো ব্যক্তির পক্ষে তার নিজের মতো করে জীবন যাপন করা কি কোনো গুরুতর সমস্যা?

যিশাইয় ৫৩:৬ দেখুন।

> আমরা সবাই মেষদের মতো বিপথগামী হয়েছিলাম, প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথে চলে গিয়েছিলাম; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁর উপরে অর্পণ করেছেন।

একজন ব্যক্তির তার নিজের জন্য পথ বেছে নেওয়ার অধিকার দাবি করার অর্থ হল তার সৃষ্টিকর্তার তাকে নির্দেশ দেওয়ার যে অধিকার আছে তা অস্বীকার করা। এটাই পাপের সারমর্ম। এটা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এটাই প্রথম মানব আদম এবং হবার পাপ ছিল যখন তারা ঈশ্বরের থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টার দ্বারা নিজেরাই নিজেদের দেবতা হয়ে উঠতে প্রলুব্ধ হয়েছিল।

এক ধরণের মানুষ আছে যে দ্রুত মনে করে যে যখন সে শোনে যে বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ গৃহিত হয়, সে তখনই পরিত্রাণ পায়। সে সত্যিকারের অনুতপ্ত নয়, কারণ সে বুঝতেই পারেনি যে তার অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন। সে কখনোই নিজেকে ঈশ্বরের বিচারের যোগ্য একজন পাপী হিসেবে দেখেনি। যেহেতু সে খ্রিষ্টবিশ্বাসের সত্যকে গ্রহণ করেছে এবং নিজেকে একজন ভালো ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে, তাই সে নিজেকে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবেও বিবেচনা করে; কিন্তু তার

কোনো রূপান্তর ঘটেনি। সে কখনোই তার নিজস্ব ইচ্ছাকে সমর্পণ করেনি; পরিবর্তে, সে কেবল ঈশ্বরকে তার জীবনের একটি অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং এখনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন করে চলেছে। শাস্ত্রীয় বর্ণনা অনুসারে এটি ঈশ্বরের সাথে একটি পরিত্রাণের সম্পর্কের শুরু নয়।

একজন ব্যক্তিকে দেখে ভালো মনে হতে পারে; কিন্তু যদি সে ঈশ্বরের পরিচর্যা না করে থাকে, তাহলে সে ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞা ভঙ্গ করছে: যেটি হল তাঁর সামনে আমাদের অন্য কোনো দেবতা থাকবে না। এই ব্যক্তি প্রতিটি দিন ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি চিন্তা করে জীবন যাপন করে না; পরিবর্তে সে তার নিজের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে এবং নিজের মতো করেই জীবন যাপন করছে। সে ঈশ্বরের বিষয়ে জানে, কিন্তু ঈশ্বর হিসেবে তাঁকে মহিমান্বিত করে না—যার অর্থ হল, সে তাঁকে তার জীবনের সত্যিকারের ঈশ্বর বলে স্বীকৃতি দেয়নি—সুতরাং, সে অজুহাতহীন (রোমীয় ১:২০-২১)।

বাইবেল অরূপান্তরিত ব্যক্তিকে দৃষ্টিহীন, অন্ধকারে থাকা, দাসত্বে থাকা, ভ্রষ্ট ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হওয়া, এমনকি মৃত হিসেবে বর্ণনা করে। যদি ঈশ্বর পাপীর প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে তার কাছে না পৌঁছাতেন, তাহলে তার অবস্থা আশাহীন বা শোচনীয় হত।

ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারী অনুগ্রহ

আমাদেরকে তাঁর সাক্ষাতে নিয়ে আসার জন্য প্রথম পদক্ষেপগুলি তিনি সম্পন্ন করেছেন, যাতে আমাদের পাপের সমস্যা সমাধান হতে পারে এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুরু হতে পারে। তিনি আমাদের ক্ষমা করার জন্য এক বলিদান প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন।

ঈশ্বর ক্ষমা করতে এবং ক্ষমার মূল্য দিতে ইচ্ছুক। তিনি ক্রুশের উপর যিশুর বলিদানের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ করেছেন।

এমনকি একটি বলিদানের মাধ্যমেও, একজন পাপী তার হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজ ব্যতীত আশাহীন থাকবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাপীর হৃদয়ে পৌঁছায়, তাকে তার পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে দেখায় যে ঈশ্বরের কাছ থেকে তার বিচ্ছিন্নতার জন্য সে নিজেই দায়ী। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাকে কেবল তার অপরাধই দেখায় না, সেইসাথে তাকে ক্ষমা চাওয়ার এবং তাকে ঈশ্বরের প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা দান করে।

► কেউ কি বলতে ইচ্ছুক যে ঈশ্বর কীভাবে তাকে ঈশ্বরের সাথে পরিত্রাণের সাক্ষাতে নিয়ে এসেছিলেন?

অনুগ্রহ ছাড়া, একজন পাপী ঈশ্বরের কাছে আসতেও পারত না। ঈশ্বরের জন্য অনুসন্ধান শুরু করার আগে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে অনুগ্রহ আসে, যদিও সে এটির যোগ্য হওয়ার জন্য কিছুই করেনি।

মনে আছে, ইফিষীয় ২:২-৩ কতটা আশাহীন একটা বর্ণনা দেয়? কিন্তু, সেই বর্ণনার পর যে দু'টি পদ রয়েছে তা দেখুন।

> কিন্তু আমাদের প্রতি মহাপ্রেমের জন্য ঈশ্বর, যিনি অপার করুণাময়, আমরা যখন অপরাধের ফলে মৃত হয়েছিলাম, তখনই তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের জীবিত করলেন। আর তোমরা অনুগ্রহেই পরিত্রাণ লাভ করেছ। (ইফিষীয় ২:৪-৫).

যদি কোনো ব্যক্তি পরিত্রাণ না পেয়ে থাকে, তার কারণ এই নয় যে সে কখনোই অনুগ্রহ পায়নি, বরং তার কারণ হল সে যে অনুগ্রহ পেয়েছিল তাতে সে সাড়া দেয়নি।

ব্যক্তিগত সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হল এমন একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। একজন ব্যক্তির সুসমাচার বুঝতে শুরু করার এবং অনুতাপ করতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠার একটি পদ্ধতি থাকতে পারে। কিন্তু একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে মুহূর্তেই একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সেই সময়ে, সে তার পাপের জন্য অনুতাপ করা এবং ঈশ্বরের তাকে ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি সাড়া দেয়।

অনুতপ্ত, বিশ্বাসী পাপী ক্ষমা এবং রূপান্তরের অনুগ্রহ লাভ করে। পরিত্রাণকে দৃষ্টি লাভ করা, আলোতে আসা, দাসত্ব থেকে স্বাধীন হওয়া, মন্দ ইচ্ছা থেকে মুক্তি পাওয়া, এবং জীবনে পুনরুত্থিত হওয়ার সাথে তুলনা করা হয়।

প্রেরিত ২৬:১৮ সেই পরিবর্তনকে বর্ণনা করে যা সুসমাচার একজন পাপীর জীবনে করে। যিশু পৌলকে পাঠিয়েছিলেন "তাদের চোখ খুলে দেবে, অন্ধকার থেকে তাদের আলোয় ফিরিয়ে আনবে, শয়তানের পরাক্রম থেকে নিয়ে আসবে ঈশ্বরের কাছে, যেন তারা সব পাপের ক্ষমা লাভ করে এবং আমার উপরে বিশ্বাসের মাধ্যমে যারা পবিত্র হয়েছে, তাদের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারে।"

► আমরা এই পাঠে যা শিখেছি তার ভিত্তিতে, একজন প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী কে?

একজন প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা লাভ করে যখন সে বিশ্বাস দ্বারা ক্ষমা পেয়ে (ইফিষীয় ২:৮), তার পাপের জন্য অনুতাপ করেছিল (লূক ১৩:৫), এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আনুগত্যের জীবনের প্রতিজ্ঞা করেছিল (১ যোহন ৩:৬)। এই সম্মুখীন হওয়া ঈশ্বরের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক শুরু করে (১ যোহন ১:৩)।

যদি কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে এই ধরণের সম্পর্কে না থাকে, তাহলে সে তার জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুগ্রহকে বাধা দিচ্ছে। তার পাপের জন্য অনুতাপ করা এবং বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের ক্ষমা এবং রূপান্তরের অনুগ্রহ গ্রহণ করা উচিত।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► "আগের এবং পরের" তুলনা দিয়ে, কেউ কেউ ঈশ্বরের সাথে তাদের পরিত্রাণের সাক্ষাতের সাক্ষ্য সংক্ষেপে শেয়ার করে নিতে পারে।

► প্রত্যেকের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, "ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক শুরু করার জন্য, যখন আমি অনুতাপ করেছিলাম এবং বিশ্বাস করেছিলাম তখন কি আমি ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়েছিলাম; নাকি আমি নিজেকে ভুল কারণে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে অনুমান করেছি?"

► যার ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে নেই সে তার প্রয়োজনের অনুভূতির কথা বলতে পারে যাতে গ্রুপ তার সাথে প্রার্থনা করতে পারে।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি যখন হারিয়ে গিয়েছিলাম এবং তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম তখন আমার কাছে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি যাতে ক্ষমা পাই, সেই কারণে ক্রুশের উপর যিশুর বলিদানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার অপরাধ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য, আমাকে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা দেওয়ার জন্য, এবং আমাকে তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে সক্ষম করে তোলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার জীবনে তুমি যে মহান পরিবর্তন করেছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সর্বদা তোমার প্রতি অনুগত প্রেমে জীবন যাপন করতে চাই।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

ইফিষীয় ২ অধ্যায় পড়ুন। ঈশ্বর আমাদের জীবনে যে মহান মধ্যস্থতা সাধন করেছেন তার উপর বিশেষভাবে জোর দিন। ১-৩ পদ আমাদের পূর্ববর্তী অবস্থা বর্ণনা করে; ৪ পদটি ঈশ্বর যে পরিবর্তন করেছেন তার বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। পুরো অধ্যায় জুড়ে, বিশেষ করে ৪, ৬, ৭, ১৪ এবং ১৯ পদে সম্পর্কের উল্লেখগুলি লক্ষ্য করুন। আপনি যা দেখলেন সে সম্পর্কে কয়েকটি প্যারাগ্রাফ লিখুন।

পাঠ ৩

ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বর আমাকে তাঁর সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যখন আমি অনুতাপ করেছিলাম এবং তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিলাম।"

পাঠের উদ্দেশ্য

পরিত্রাণের প্রকৃত নিশ্চয়তা সুসমাচারের নির্দেশাবলী অনুসরণ করার উপর নির্ভর করে, তা বোঝা।

নিশ্চয়তা

► একজন ব্যক্তি কীভাবে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে সে পরিত্রাণ পেয়েছে?

► আপনার অনুভূতিগুলিকে বিশ্বাস করা কি নিরাপদ? কেন নয়?

যতটা সম্ভব বিভিন্ন উত্তর অনুমোদিত করুন। পরে আপনি পাঠে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

কিছু লোক তাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলির উপর নির্ভর করে, কিন্তু অনুভূতিরা পরিবর্তনশীল এবং ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে।

বাইবেল আমাদেরকে বলে যে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি। আমরা এই আত্মবিশ্বাস রাখতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের গ্রহণ করেছেন। আমাদের ভয়ে জীবন কাটানোর দরকার নেই, কারণ ঈশ্বরের আত্মা আমাদের নিশ্চিত করেন যে আমরা ঈশ্বরের দত্তক সন্তান।

> পবিত্র আত্মা স্বয়ং আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। (রোমীয় ৮:১৬)।

এই আশ্বাস এতটাই পরিপূর্ণ যে আমরা ঈশ্বরের মূল্যায়নে পাশ করব নাকি করব না সেই নিয়ে না ভেবে বিচারের দিন (Judgment Day) সম্পর্কে সাহসী হতে পারি। কিছু লোক বলে যে তারা আশা করে তারা স্বর্গে যাবে, কিন্তু আমাদের কাছে তার চেয়েও উত্তম নিশ্চয়তা রয়েছে।

> এভাবে, আমাদের মধ্যে প্রেম পূর্ণতা লাভ করে, যেন বিচারের দিনে আমরা নির্ভয়ে থাকতে পারি, কারণ এই জগতে আমরা তাঁরই মতো রয়েছি। (১ যোহন ৪:১৭)।

►একটি পরিবর্তিত জীবন হল পরিত্রাণের প্রমাণ, কিন্তু এটি একজন ব্যক্তির প্রথম আশ্বাস হতে পারে না। কেন পারে না?

একটি পরিবর্তিত জীবন প্রমাণ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরিত্রাণ পেয়েছে, কিন্তু সেই প্রমাণ প্রথমেই বিদ্যমান থাকে না। রূপান্তরের মুহূর্তটি, পরিত্রাণের ফলাফলগুলির প্রকাশের সময় নয়। তাই, রূপান্তরের মুহূর্তে, একটি পরিবর্তিত জীবন নিশ্চয়তার ভিত্তি নয়। একজন বিশ্বাসী এটি জানার মাধ্যমে তার পরিত্রাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে যে সে পরিত্রাণের শাস্ত্রীয় উপায় অনুসরণ করেছে।

পরিত্রাণের পথটি অনুতাপ দিয়ে শুরু হয়। **অনুতাপ** বলতে বোঝায় যে একজন পাপী নিজেকে দোষী এবং শাস্তির যোগ্য হিসেবে দেখে (১ যোহন ১:৯), এবং সেইজন্য সে তার পাপ করা বন্ধ করতে ইচ্ছুক হয়।

> দুষ্টলোক তার পথ, মন্দ ব্যক্তি তার চিন্তাধারা পরিত্যাগ করুক। সে সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তাহলে তিনি তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন, সে আমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুক, তাহলে তিনি অবাধে ক্ষমা করবেন। (যিশাইয় ৫৫:৭)।

যদি একজন ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃত অর্থে অপরাধী, অজুহাতহীন, এবং শাস্তির যোগ্য হিসেবে না দেখে, তাহলে সে অনুতাপ করেনি। যদি সে স্বীকার করে যে সে একজন পাপী কিন্তু এমন একটি ধর্ম চায় যা তাকে তার পাপ অব্যাহত রাখার অনুমতি দেয়, তাহলে সে অনুতাপ করেনি কারণ সে সেটাই করে যেতে চায় যা তাকে অপরাধী করে। সে আসলে প্রকৃত অর্থে স্বীকার করছে না যে পাপ মন্দ।

অনুতাপ বলতে এটি বোঝায় না যে ঈশ্বর একজন পাপীকে ক্ষমা করার আগে সে অবশ্যই নিজেকে সংশোধন করবে এবং ধার্মিক করে তুলবে। সেটি অসম্ভব কারণ পাপী পাপের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে; কিন্তু একজন পাপীকে অবশ্যই ইচ্ছুক হতে হবে যেন ঈশ্বর তাকে তার সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার করেন।

অনুতাপের সঙ্গে বা পরে রয়েছে বিশ্বাস, যা পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয়। **ত্রাণকারী বিশ্বাস** (saving faith) থাকার অর্থ হল যে একজন ব্যক্তি কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশ্বাস করে।

১। সে বুঝতে পারে যে নিজেকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য সে কিছুই করতে পারে না।

> কারণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারাই তোমরা পরিত্রাণ লাভ করেছ। তা তোমাদের থেকে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরেরই দান। তা কোনো কাজের ফল নয় যে তা নিয়ে কেউ গর্ববোধ করবে। (ইফিষীয় ২:৮-৯)

সে উপলব্ধি করে যে সে এমন কিছুই (কাজ) করতে পারে না যা তাকে আংশিকভাবেও পরিত্রাণের যোগ্য করে তুলবে।

২। সে বুঝতে পারে যে তার ক্ষমা পাওয়ার জন্য খ্রিষ্টের আত্মবলিদানই যথেষ্ট।

> তিনি আমাদের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত, শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। (১ যোহন ২:২)

ক্ষমা প্রত্যাশায় প্রদত্ত বলি/নৈবেদ্য বা প্রায়শ্চিত্ত (propitiation) মানে হল বলিদান যা আমাদের ক্ষমাকে সম্ভব করে তুলেছে। আমাদের ক্ষমা পাওয়ার জন্য খ্রিষ্টের আত্মবলিদানের সাথে আর অতিরিক্ত কিছুই প্রয়োজন নেই।

৩। সে বিবেচনা করে যে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার একমাত্র প্রয়োজন হল বিশ্বাস।

> আমরা যদি আমাদের পাপস্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, তাই তিনি আমাদের সব পাপ ক্ষমা করে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচিশুদ্ধ করবেন। (১ যোহন ১:৯)

সে যদি মনে করে আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহলে সে পরিপূর্ণ অনুগ্রহের পরিবর্তে কাজের দ্বারা আংশিকভাবে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা করছে।

যদি সে বাইবেলের নির্দেশনা অনুযায়ী সত্যিকারের অনুতাপ এবং বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে তার বিশ্বাস করার অধিকার আছে যে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেছেন। কেবল এটিই বিশ্বাস করা যথেষ্ট নয় যে পরিত্রাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে; একজন ব্যক্তিকে আবশ্যিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে সে পরিত্রাণ পেয়েছে।

এক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিশ্চয়তা আছে যা ঈশ্বর সেই অনুতপ্ত বিশ্বাসীকে প্রদান করেন যখন সে অনুতাপ এবং বিশ্বাস করে।

> ...তোমরা দত্তকপুত্র হওয়ার আত্মা লাভ করেছ। তাঁরই দ্বারা আমরা ডেকে উঠি "আব্বা! পিতা" বলে। পবিত্র আত্মা স্বয়ং আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। (রোমীয় ৮:১৫-১৬)

যদি কোনো ব্যক্তি পরিত্রাণের শাস্ত্রীয় উপায় অনুসরণ করে এবং অন্য কোনো ধরণের নিশ্চয়তার পরিবর্তে তাৎক্ষণিক আশ্বাসের শাস্ত্রীয় উপায়ের উপর নির্ভর করে, তবে তার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই নিশ্চয়তার ভিত্তি হল ঈশ্বরের বাক্য, যা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেন।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

একজন ব্যক্তির রূপান্তরের সময় অনুতাপ এবং পরিত্রাণের বিশ্বাসের সংজ্ঞা হয়তো জানতেন না। এখন যেহেতু তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন, তিনি পিছনে ফিরে তাকাতে সক্ষম হবেন এবং দেখতে পাবেন যে সেগুলি ঘটেছে।

ক্লাসের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করুন:

▶ আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি যদি এখনই মারা যান, আপনি স্বর্গে যাবেন?

▶ আপনি অনুতাপ বা বিশ্বাসের কোন উপাদানগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন?

তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির কোনোটি অস্বীকার করে কোনো ব্যক্তির নিজেকে রূপান্তরিত হিসেবে চিন্তা করার সম্ভাব্য ক্ষতিগুলি আলোচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ:

▶ যদি একজন ব্যক্তি সত্যিই না ভেবে থাকে যে তার পাপগুলি তাকে ঈশ্বরের বিচারের যোগ্য করে তুলেছে, তাহলে কী ধরণের ক্ষতি এটি থেকে হতে পারে?

▶ একজন ব্যক্তি যদি মনে করে যে তার পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাথে তার নিজের ভাল কাজগুলিও যোগ করতে হবে তাহলে কি হবে?

উপরের পাঠ্যাংশে প্রতিটি ভুলের ক্ষতি তুলে ধরা হয়েছে।

এই পাঠটি কারোর রূপান্তরিত হওয়ার ভুল কারণ আছে কিনা তা বুঝতে, এবং একজন প্রকৃত রূপান্তরিত ব্যক্তিকে তার ইতিমধ্যেই গৃহিত হওয়া সম্পর্কে সুসমাচারের সুস্পষ্ট বোধগমত্যা রাখতে সাহায্য করবে।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

যে পাপী অনুতাপ করে এবং বিশ্বাস করে তাকে ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার সমস্ত পাপের জন্য অনুতাপ করেছি, এবং আমি তোমার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করি।

আমি জানি যে আমার ক্ষমার জন্য ক্রুশের উপর যিশুর বলিদানই যথেষ্ট।

আমি জানি যে আমার বিচারের ভয় নেই কারণ আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।

তোমার আত্মার সাক্ষ্যের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি তোমার সন্তান।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

ইব্রীয় ১০:১১-২৫ অধ্যয়ন করুন। এই অংশে ব্যক্তিগত আশ্বাসের জন্য কোন ভিত্তি দেওয়া হয়েছে? আমাদের এই নিশ্চয়তা আছে বলে আমাদের কোন কোন নির্দেশনা দেওয়া হয়? আদেশগুলি তালিকাভুক্ত করুন এবং কীভাবে সেগুলি ব্যক্তিগতভাবে পূরণ করবেন তা বিবেচনা করুন।

পাঠ ৪
ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন

বড় আইডিয়া

"আমি ঈশ্বরকে আরো ভালোভাবে জানব, কারণ আমি প্রার্থনায় তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করি।"

পাঠের উদ্দেশ্য

ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক তাঁর সাথে আমাদের সংযোগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তা বোঝা।

ভূমিকা

প্রার্থনার অনুশীলন হল একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর অন্যতম চিহ্ন। তবে, একজন ব্যক্তির পক্ষে এমন প্রার্থনার প্রথা থাকা সম্ভব যা প্রকৃত খ্রিষ্টীয় প্রার্থনা নয়। কখনো কখনো একজন ব্যক্তির প্রার্থনা করার পিছনে ভুল কারণ থাকে।

► যে ব্যক্তি আগে কখনো প্রার্থনা করেনি, কোন ধরণের পরিস্থিতি তাকে প্রার্থনা করতে বাধ্য করতে পারে?

প্রথমবার প্রার্থনা করছে এমন একজন ব্যক্তি কোনো সমস্যার কারণে (প্রার্থনা করতে পারে এমনকি ধর্মহীন বা নাস্তিক সৈন্যরাও বিপদের কবলে পড়লে প্রার্থনা করবে), বা সে মনে করে যে সে যা চায় তা প্রার্থনার দ্বারা পেতে পারে। সত্যটি হল যে একজন ব্যক্তির প্রার্থনায় আগ্রহী হওয়ার অর্থ এমন নাও হতে পারে যে সে পরিত্রাণ পেতে এবং ঈশ্বরকে জানতে আগ্রহী। সে কেবল প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের থেকে কিছু পাওয়ার জন্য আগ্রহী হতে পারে।

বহু লোকই ব্যবসায় এবং স্বাস্থ্যে উপকারিতার জন্য বিভিন্ন রকম আত্মা, দূত, এবং ভৌতিক শক্তির প্রতি আগ্রহী। মানুষ নিশ্চিত নয় যে বিজ্ঞানের কাছে সবকিছুর উত্তর আছে, এবং তারা সাহায্যের জন্য অতিপ্রাকৃত বা সুপারন্যাচরাল কিছুর খোঁজ করতে থাকে। অতিপ্রাকৃত থেকে উপকার পাওয়ার জন্য এই অনুসন্ধান কখনো কখনো পৌত্তলিক মূর্তিপূজা বা জাদুবিদ্যার রূপ নেয়।

কিছু লোক মনে করে যে প্রার্থনার কোনো জাদুবিদ্যার ফরমূলার মতো শক্তি আছে। তারা প্রার্থনাকে কেবল ততটুকুই সার্থক মনে করে যে এটি তারা যা চায় তা তাদেরকে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে স্বকার্যে লাগাতে পারে।

► অন্যান্য ধর্মের মানুষেরাও প্রার্থনা করে। পেগান বা পৌত্তলিক প্রার্থনার চেয়ে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রার্থনা করা কতটা ভিন্ন?

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে চায়

খ্রিষ্টীয় প্রার্থনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে হল যে আমরা নিজেরা যা চাই তা ঈশ্বরকে করতে বাধ্য করার পরিবর্তে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করি।

পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ব্যক্তি মনে করে যে তার প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল কেবল সে যা চায় তা করার জন্য একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি লাভ করা। অনেক লোক প্রার্থনার জন্য একটি পৌত্তলিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, যখন তাদের কিছু প্রয়োজন বা

সংকট থাকে, তারা কেবল তখনই প্রার্থনা করে। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার চেষ্টা করে না, পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে ঈশ্বরকে বাধ্য করার চেষ্টা করে।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি আমাদের নিজেদের চাহিদার পরিবর্তে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের জন্য উত্তম। আমরা জানি যে ঈশ্বরের নিখুঁত জ্ঞান এবং নিখুঁত প্রেমের কারণে, আমাদের জন্য সবশ্রেষ্ঠ হল ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হওয়া। তাই, যদিও প্রার্থনায় আমরা আমাদের যা প্রয়োজন মনে করি তা চাই, তবুও আমরা ঈশ্বরের ওপরেই পছন্দটি ছেড়ে দিই – কেবল এই কারণে নয় যে আমাদের সেটাই করা উচিত, বরং তার কারণ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি।

প্রার্থনার উত্তর পেতে আমাদের অবশ্যই বিশেষভাবে প্রার্থনা করতে হবে। যদি আমরা সবসময় অনির্দিষ্টভাবে প্রার্থনা করি, আমরা কখনোই আমাদের প্রার্থনার জন্য ঈশ্বরের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখতে পাব না। আমরা আমাদের চাহিদা সম্পর্কে ঈশ্বরের সাথে কথা বলি, তাঁকে দেখাতে দিই যে আমাদের কীভাবে সেগুলিকে দেখা উচিত। আমরা যখন সমাধানের জন্য প্রার্থনা করি, তখন তিনি আমাদের জানতে সাহায্য করেন যে কী প্রার্থনা করতে হবে।

প্রার্থনা কেবল এটিকে অনুরোধের তালিকায় পরিণত করা নয়; এটি হল ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন। আমরা যখন তাঁকে আমাদের চাহিদার কথা বলি, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি যে তিনি তাঁর নিজ উপায়ে সেই চাহিদাগুলো পূরণ করবেন। কখনো কখনো তিনি আমাদের দেখান যে তিনি কী করতে চান।

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রার্থনায় ঈশ্বরের অন্বেষণ করে

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের থেকে যা পায় তার চেয়েও বেশি ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ককে মূল্য দেয়।

আমরা প্রার্থনায় সবচেয়ে বেশি স্বয়ং ঈশ্বরকেই চাই।

একজন মহান সন্ত ছিলেন যিনি এখন সেন্ট বার্নার্ড নামে স্মরণীয়। বার্নার্ড অফ ক্ল্যারভক্স (Bernard of Clairvaux) বলেছিলেন, “ঈশ্বরের সাথে আমাদের সময়, এবং যতটা অগ্রাধিকার আমরা এটিকে দিই, তা হল তাঁর প্রতি আমাদের প্রেমের প্রকৃত পরিমাপ।” প্রেম একটি সম্পর্কে বিদ্যমান থাকে, এবং সম্পর্ক সংযোগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। একটি সম্পর্ক যোগাযোগ ছাড়া বৃদ্ধি পেতে পারে না এবং যোগাযোগ অবহেলিত হলে এটি হ্রাস পায়।

আপনার কেমন লাগত যদি আপনার এমন একজন বন্ধু থাকত যে কেবল তার কিছু প্রয়োজন হলে তখনই আপনার সাথে কথা বলত? কেমন লাগত যদি তার আপনাকে আরো ভালোভাবে জানার বা আপনার আগ্রহ এবং উদ্বেগ সম্পর্কে শোনার কোনো আগ্রহই না থাকত? আপনি নিশ্চয়ই সেটিকে একটি ভালো সম্পর্ক বলতেন না, কিন্তু বহু লোকের ঈশ্বরের সাথে এমনই সম্পর্ক আছে।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আমরা তাঁর জন্য কতটা কাজ করি (যদিও তাঁর প্রতি ভালোবাসা আমাদের অনুপ্রাণিত করে) বা আমাদের জীবনধারার কঠোরতা (যদিও তাঁর প্রতি ভালোবাসা আমাদের সচেতনভাবে পাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে) দ্বারা পরিমাপ করা হয় না। একজন কর্মচারী যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করে, কিন্তু তার নিয়োগকর্তাকে দেখতে চায় না বা তার সাথে কথা বলতে চায় না, সম্ভবত সে যার জন্য কাজ করছে সেই ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্ক খারাপ। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তার চেয়ে অনেক ভালো হওয়া উচিত।

সংযোগ বিভিন্ন স্তরে হতে পারে। একটি অগভীর সম্পর্কের মধ্যে এটিতে প্রধানত বাঁধাধরা, অভ্যাস থেকে পুনরাবৃত্তি করা কথাই থাকে। একটি গভীর সম্পর্কের মধ্যে মতামত এবং অনুভূতির সংযোগ থাকবে। শ্রেষ্ঠ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সততা থাকে।

সুতরাং এটি দেখায় যে বার্নার্ড সঠিক কথা বলেছিলেন। আমাদের প্রার্থনার জীবন ঈশ্বরের জন্য আমাদের ভালোবাসা পরিমাপ করে, ঠিক যেমনভাবে অন্য যেকোনো সম্পর্ককে তার সংযোগ দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

প্রার্থনা হল আত্মিক জীবনের একটি চিহ্ন

আমাদের আত্মিক জীবন ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান, প্রার্থনা হল আত্মিক জীবনের চিহ্ন।

অত্যাচারী শৌলের পরিবর্তিত হওয়ার লক্ষণগুলির মধ্যে একটি ছিল যে তিনি প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন (প্রেরিত ৯:১১)।[2]

► যখন একজন প্যারামেডিক বা সাহায্যকারী চিকিৎসক কোনো গুরুতর আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে আসে, তখন সে প্রথমে কী করে?

সে প্রথমে "গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি" ("vital sign") (জীবনের লক্ষণ) পরীক্ষা করে, যেমন হৃদস্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস। সে শারীরিক জীবনের লক্ষণগুলির খোঁজ করেন। একাধিক আত্মিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণও আছে। প্রার্থনা হল আত্মিক জীবনের একটি চিহ্ন।

প্রার্থনা হল আত্মার শ্বাস-প্রশ্বাস—একটি আত্মিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আত্মিক জীবনে শ্বাস নিই, এবং প্রশংসা ও উপাসনার প্রশ্বাস ফিরিয়ে দিই, যা বিশেষত আমাদের প্রার্থনায় প্রকাশিত হয়। একজন ব্যক্তি কতক্ষণ শ্বাস না নিয়ে শারীরিকভাবে বাঁচতে পারে? একজন ব্যক্তি কতক্ষণ প্রার্থনা না করে আত্মিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে?

► আমাদের কখন প্রার্থনা করা উচিত?

প্রার্থনা করার সময়

- যখন আপনার দিন শুরু করছেন, তখন প্রার্থনা করুন।
- প্রত্যেকদিন একটি নির্ধারিত সময়ে, প্রার্থনা করুন।
- যখন আপনি বিশেষভাবে পরীক্ষিত, তখন প্রার্থনা করুন।
- যখন আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, তখন প্রার্থনা করুন।
- যখন আপনার ঈশ্বরকে কোনোকিছু নিয়ে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, তখন প্রার্থনা করুন।

সারসংক্ষেপ

১। খ্রিষ্টীয় প্রার্থনা পৌত্তলিক প্রার্থনা থেকে আলাদা কারণ আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা চাই, এবং আমাদের কাছে ঈশ্বরের থেকে কিছু পাওয়ার চেয়ে ঈশ্বরকে জানা বেশি মূল্যবান।

২। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের জন্য আমাদের ভালোবাসার একটি পরিমাপ।

৩। প্রার্থনা হল একটি আত্মিক "গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ" যা দেখায় যে আমরা আত্মিকভাবে জীবিত।

---

2 এছাড়াও ১ করিন্থীয় ১:২ দেখুন। প্রার্থনা হল এমন এক বিষয়, যা সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মধ্যে মিল রয়েছে।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

এই সত্যটি আলোচনা করুন যে আমরা ঈশ্বরের থেকে যা পাই তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল প্রার্থনায় ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করা। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন:

► আপনি কি সত্যিই সেই অগ্রাধিকার সহযোগে প্রার্থনা করেন? কীভাবে এটি প্রকাশিত হয়?

আমাদের প্রার্থনার জীবন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করে – এই ধারণাটির ওপর বিভিন্নরকম প্রতিক্রিয়া জানতে চান। জানতে চান যে এটি কিছু অস্বস্তিকর স্ব-মূল্যায়ন সৃষ্টি করে কিনা, নিম্নলিখিত কোনো প্রশ্ন করতে পারেন:

► আপনার কি মনে হয় যে ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভালোবাসা সত্যিই আপনার প্রার্থনার জীবন দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারে?

► আপনার কি মনে হয় যে ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভালোবাসা আপনার প্রার্থনার জীবনের চেয়ে বেশি?

কিছু সঙ্কল্পগ্রহণ করার কথা বলুন:

► আমার প্রার্থনা জীবন যাতে আরো ভালোভাবে ঈশ্বরের প্রতি আমার ভালোবাসা প্রদর্শন করে এবং বৃদ্ধি করে, তার জন্য আমার যা যা করা উচিত তা হল...

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার তোমার সাথে কথা বলতে পারার মহান সুযোগের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আনন্দিত যে আমি তোমাকে আমার প্রয়োজনের কথা বলতে পারি। কিন্তু, সবচেয়ে বেশি, তোমাকে জানার যে বিশেষ সুযোগ আমার রয়েছে তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তোমার সাথে সবসময়ে কথা বলার মাধ্যমে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা প্রদর্শন করতে আমাকে সাহায্য করো। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি করো, কারণ আমি তোমাকে আরো ভালোভাবে জানতে শুরু করেছি।

তোমার সাথে সময় কাটানোকে আমার জীবনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার করে তুলতে আমাকে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

মথি ৬:৫-১৮ পদে প্রার্থনা সম্পর্কে যিশু যা যা বলেছেন তা দেখুন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের রেফারেন্সগুলির তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ৫
ঈশ্বর যা লিখেছেন তা পড়া

বড় আইডিয়া

“ঈশ্বরের বাক্য তাঁর সাথে আমার সম্পর্ককে পরিচালনা করে।”

পাঠের উদ্দেশ্য

ঈশ্বরের বাক্য কীভাবে আমাদের ঈশ্বরকে জানতে এবং খুশি করতে সাহায্য করে, তা জানা।

ভূমিকা

► বাইবেলের সবচেয়ে দীর্ঘতম অধ্যায় কোনটি? (গীত ১১৯)

► এই অধ্যায়টির বিষয়বস্তু কী? (সূত্র: এখানে কি এমনকিছু রয়েছে যা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, অন্তত সমার্থক কিছু?)

গীত ১১৯ অধ্যায়ে ১৭৬টি পদ আছে। এগুলির মধ্যে ৭টি পদ ছাড়া প্রতিটি পদেই ঈশ্বরের বাক্যের উল্লেখ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, এটাই এই গীতের বিষয়বস্তু।

ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন আজ্ঞা, বিধিবিধান, আদেশ, এবং শাসন।

এই গীতের অনুপ্রাণিত লেখক তাঁর কাছে ঈশ্বরের বাক্য আসলে কী এবং তাঁর প্রতি সেই বাক্যের প্রভাবগুলি বর্ণনা করেছেন। গীত ১১৯ আমাদের কাছে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য বাইবেলের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

কিছু লোক বাইবেলকে মতবাদের উৎস হিসেবে, নিজেদের যুক্তি বা বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন পদের উৎস হিসেবে, নিরুৎসাহিত হলে তাদের মেজাজ ঠিক করার জন্য বা ধর্মীয় আচার পালনের একটি বই হিসেবে ব্যবহার করে। বাইবেল এই উদ্দেশ্যগুলির জন্য উত্তম, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বাইবেলকে কেবল এইগুলির জন্যই ব্যবহার করে থাকে, তাহলে ফলস্বরূপ সে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। একজন বিশ্বাসীর জন্য বাইবেল এগুলির চেয়ে অনেক বেশি কিছু হওয়া উচিত।

গীত ১১৯ অধ্যায়ের কিছু পদ দেখে নেওয়া যাক এবং দেখা যাক যে এই লেখক তাঁর নিজের জন্য শাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে কী বলতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

তিনি ঈশ্বরের বাক্যের প্রচুর উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন:

- এটি জীবন দেয় (৫০)।
- এটি সান্ত্বনা দেয় (৫২)।
- এটি একটি আলোকময় প্রদীপ (১০৫)।
- এটি তাঁকে ঈশ্বরের আরাধনাকারীদের একটি সহভাহিতার অংশ করে তুলেছে (৭৪, ৭৯)।

শাস্ত্রের প্রতি গীত রচয়িতার আবেগ

এই পাঠে, মোটা হরফে লেখা পদগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিন।

- তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে ভালোবাসতেন এবং এতে আনন্দ করতেন (১৬, ২৪, **৪৭**, ৪৮, ৭৭, **৯২, ৯৭, ১০৩**)।
- তিনি এটি পেয়ে এতই আনন্দিত ছিলেন যেন এটি কোনো মহাধন (**১৪, ৭২**)।
- তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এটি যাদের কাছে রয়েছে এবং যারা এটিকে মান্য করে তারা ধন্য (আনন্দিত) (**১, ২**)।

► কেন তিনি শাস্ত্রকে এত ভালোবাসতেন?

ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার কারণেই গীত রচয়িতার শাস্ত্রের প্রতিও একটি আবেগ ছিল।

কেন তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে এত ভালোবাসতেন? কেন তিনি এটিকে একটি অমূল্য ধন হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন? এটি কেবল উত্তম তথ্য নয়। তিনি ক্রমাগত এটিকে "তোমার" (ঈশ্বরের) বাক্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এটিকে ভালোবেসেছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন। ঈশ্বরের বাক্য হল ঈশ্বরের প্রকৃতির একটি প্রকাশ।

১৩৭ পদটি দেখুন। তিনি ঈশ্বরের বিধান এবং এটির প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞা দেখতে পেয়েছিলেন। যেহেতু ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, সেহেতু তাঁর বিধানও ন্যায্য।

ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রেম এবং আরাধনা, তাঁর শাস্ত্রের ব্যবহারে প্রকাশিত হয়েছে। শাস্ত্র হল ঈশ্বর এবং তাঁর আরাধনাকারীর মধ্যে একটি সংযোগসূত্র—যা ঈশ্বরকে আরাধনাকারীর কাছে প্রকাশ করে এবং ঈশ্বরের প্রতি আরাধনাকারীর প্রতিক্রিয়াকে পরিচালনা করে। এটি পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত, পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশিত, এবং ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা আরাধনাকারীর জীবনে পরিপূর্ণ।

যেহেতু তিনি দেখেছিলেন যে শাস্ত্র ঈশ্বরের প্রকৃতিকে প্রকাশ করে, তিনি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যারা ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করে তাঁকে অসম্মান করে। তিনি ব্যক্তিগত অধিকারের কারণে ক্রুদ্ধ হননি, বরং তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন (৫৩, **১০৪**, ১২৬, **১৩৬**)।

তিনি যে কেবল ঈশ্বরের বাক্যকে সম্মান করা ব্যক্তিদের সাথে থাকার সময়েই ঈশ্বরের বাক্যকে সম্মান করতেন, তা নয়। তিনি বলেছিলেন যে তিনি রাজাদের সামনেও ঈশ্বরের বাক্যকে সম্মান করতে লজ্জিত হবেন না (৪৬)।

শাস্ত্র ঈশ্বরের প্রতি গীত রচয়িতার প্রতিক্রিয়াকে পরিচালিত করেছিল

ঈশ্বর লোকেদেরকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে আহ্বান করেছেন। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে প্রকাশ করা যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি সম্পর্কে প্রবেশ করতে পারি। তাই, শাস্ত্র পাঠকদের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিয়ার আহ্বান করে। যদি একজন ব্যক্তি সঠিকভাবে শাস্ত্রের প্রতি সাড়া না দেয়, তাহলে সে শাস্ত্রের অভিপ্রেত প্রভাবগুলি প্রকৃতভাবে বুঝতে পারে না।

শাস্ত্রের প্রতি গীত রচয়িতার প্রতিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করুন:

- তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন ঈশ্বর তাঁর নিজের বাক্যের শিক্ষা তাঁকে দেন (১২, **১৮**, **২৭**, ৩৩, ৩৪)।
- তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন (**৩৫-৩৭**, ৫, ১০)।
- তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর হৃদয় ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলে (৩২, **৮০**)।

- তিনি জানতেন যে ঈশ্বরর বাক্যে ঈশ্বরের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে বিশুদ্ধতা ঘটবে (**৯**, **১১**)।
- তিনি ঈশ্বরের বিধান পালন করার ভিত্তিতে ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ দাবি করেছিলেন (২২, **১২১**, **১৫৩**)।
- তিনি বাধ্যতার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (৮)। "আমি … করব" ক্রমাগত দেখা গেছে যা শাস্ত্রের প্রতি একটি প্রতিক্রিয়ার প্রতিজ্ঞা।
- তিনি সারাদিন (১৫, ৯৭) এবং ভোরবেলায় (১৪৭-১৪৮) শাস্ত্রে ধ্যান করার জন্য সময়ের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

এই প্রাচীন গীত লেখকের একজন বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের বাক্যের তাৎপর্যের প্রতি অনুপ্রাণিত দৃষ্টি ছিল। তার অভিজ্ঞতা অনন্য ছিল না এবং কেবল তার একার জন্য ছিল না। এটা হল সেই অভিজ্ঞতা যা আমাদের প্রত্যেকের থাকা উচিত কারণ ঈশ্বরের বাক্য তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে পরিচালনা করে।

শাস্ত্রের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া

শাস্ত্রের প্রতি সঠিকভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য এখনই শুরু করুন:

- ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্যের ভূমিকা উপলব্ধি করুন।
- আপনার অনুতাপ এখনও অসম্পূর্ণ থাকলে ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করুন।
- ঈশ্বরের বাক্যে সময় দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন। গীত **১১৯** দিয়ে শুরু করুন এবং এই পদগুলি পড়ার সময় প্রার্থনা করুন। এরপর আপনি ফিলিপীয়, তীত এবং ইফিষীয় পড়তে পারেন।
- ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের আত্মার কাজের প্রতি ক্রমাগত সাড়া দেওয়া নির্ধারণ করুন।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

পাঠে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমনভাবেই কিছু লোক বাইবেলকে মতবাদের উৎস হিসেবে, নিজেদের যুক্তি বা বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন পদের উৎস হিসেবে, নিরুৎসাহিত হলে তাদের মেজাজ ঠিক করার জন্য বা ধর্মীয় আচার পালনের একটি বই হিসেবে ব্যবহার করে।

► আপনার বাইবেলের ব্যবহার কি ঈশ্বরের সাথে আপনার জীবন্ত সম্পর্ক থেকে খুব আলাদা? এর কারণ কি এই যে আপনি শাস্ত্রকে আপনার জীবনে যেমন হওয়া উচিত সেইভাবে দেখেননি?

► শাস্ত্রকে এটির যথার্থ স্থান দেওয়ার জন্য আপনি কী করতে পারেন?

► আপনার আগামী সময়ে শাস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আপনি কোন নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাটি করতে প্রস্তুত?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমাকে শাস্ত্র দেওয়ার জন্য, আমার কাছে তোমাকে প্রকাশ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার হৃদয়ে এবং মনে তোমার পবিত্র আত্মার কাজের দ্বারা আমাকে এটি বুঝতে সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তুমি কেমন এবং তোমাকে খুশি করার জন্য আমার কেমন হওয়া উচিত তা আমাকে আরো বুঝতে সাহায্য করো। আমি যেমন পড়েছি তেমনভাবে আমার হৃদয়ে তোমার কাজের প্রতি সর্বদাই সাড়া দিতে আমাকে সাহায্য করো। তোমার বাক্য দ্বারা আমাকে ক্রমাগত তোমার প্রতিমূর্তিতে পরিবর্তিত করো।

প্রভু, আমি প্রতিদিন তোমার বাক্যের ধ্যানে সময় অতিবাহিত করার প্রতিজ্ঞা করছি। তোমার বাক্যের জন্য আমাকে একটি ভালোবাসা দান করো যা তোমার জন্য আমার ভালোবাসা থেকে আসে।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

এই সপ্তাহে গীত ১১৯ নিয়ে ধ্যান করুন। এমন কিছু জিনিসের তালিকা তৈরি করুন যা লেখক বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের বাক্যের কারণে করবেন। কাজটি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, এবং আপনার হৃদয়ে এবং জীবনে এটি পরিপূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করুন।

পাঠ ৬
আমন্ত্রণের বিস্তার

বড় আইডিয়া

"যেভাবে আমি জেনেছি, আমি সেইভাবে অন্যদেরকেও ঈশ্বরকে জানার জন্য পরিচালিত করতে চাই।"

পাঠের উদ্দেশ্য

সুসমাচার প্রচারের জন্য একটি পদ্ধতি শেখা।

ভূমিকা

► কেন আমাদের সুসমাচার প্রচার করা উচিত?

একাধিক ভালো ভালো কারণ আছে। প্রেরিত যোহন পরিত্রাণের জন্য লোকেদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যে কারণটি দিয়েছিলেন সেটি দেখা যাক।

> আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি, তাই তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি, যেন তোমরা আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা স্থাপন করতে পারো। আর আমাদের সহভাগিতা পিতা ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে। (১ যোহন ১:৩)

আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করা ও পরিত্রাণ পাওয়া, তাঁর সাথে একটি সম্পর্ক শুরু করার অর্থ কী। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর লোকেদের ভালোবাসেন (যোহন ৩:১৬), আমাদের তাদের যত্ন নেওয়া উচিত এবং চাওয়া উচিত যেন তারা ঈশ্বরকে জানতে পারে। তাদেরকে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে একটি অতুলনীয় আমন্ত্রণপত্র রয়েছে।

একটি সুসমাচার উপস্থাপনা

সুসমাচারের এই উপস্থাপনাটি সংক্ষিপ্ত এবং মনে রাখার ক্ষেত্রে সহজ। এখানে এমন ছবি ব্যবহার করা হয়েছে যা যে কেউ সেগুলি দেখলেই মনে রাখবে। এটি মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে উপস্থাপন করা যেতে পারে, অথবা শ্রোতা আগ্রহী হলে আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করার জন্য সময় বাড়ানো যেতে পারে।

এটি আবশ্যক নয় যে আপনাকে একজন দক্ষ শিল্পী হতে হবে। ছবিগুলি খুবই সহজ, এবং সেগুলির সরলতাই শ্রোতাকে এটি মনে রাখতে সাহায্য করবে।

আমরা এখন ছবিগুলি আঁকার ধাপগুলি দেখব, সাথে ছবিগুলি আঁকার প্রতিটা ধাপে কী কী বলতে হবে সেটাও শিখব।

ক্লাস লিডার যখন ক্লাসের সকলের দেখার সুবিধার জন্য খুব বড় কিছুতে এটি আঁকছেন, তখন শিক্ষার্থীদের অঙ্কনের প্রতিটি পর্যায়ে ভালো করে দেখা উচিত। ক্লাস লিডার উপস্থাপনাটিতে অতিরিক্ত কিছু যোগ করার চেষ্টা করবেন না। এটি সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা এটি সহজেই শিখে নিতে পারে। প্রথম প্রদর্শনের পর, ক্লাসের সকলে পরবর্তী বিভাগে দেওয়া ব্যাখ্যাগুলি পর্যালোচনা করবে, এবং উপস্থাপনার অনুশীলনে ফিরে যাবে।

যে কথাগুলি বলতে হবে সেগুলি অঙ্কনের প্রতিটি অংশের সাথে দেওয়া হয়েছে।

ছবিটির প্রতিটি পর্ব আঁকার সময় কী কী বলতে হবে

পর্ব ১

"ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে সহভাগিতা করার জন্য এবং একটি সুখী জীবনযাপন করার জন্য। তিনি জীবনকে সমস্যা ও কষ্টে পূর্ণ করার জন্য নকশা তৈরী করেননি।"

["ঈশ্বর' শব্দটি লিখুন এবং একজন ব্যক্তিকে আঁকুন।]

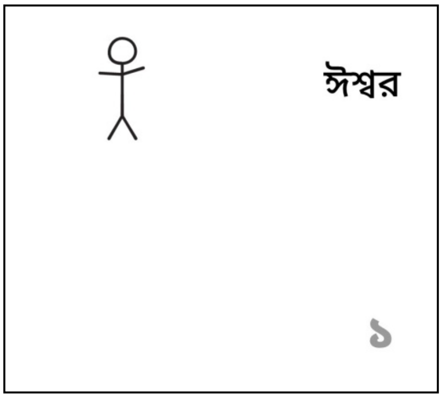

পর্ব ২

"মানুষ পাপের কারণে ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রথম মানব পাপ করেছিল, এবং তখন থেকেই প্রত্যেকটি মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে আসছে।"

[বিচ্ছিন্নতা আঁকুন এবং 'পাপ' শব্দটি লিখুন।]

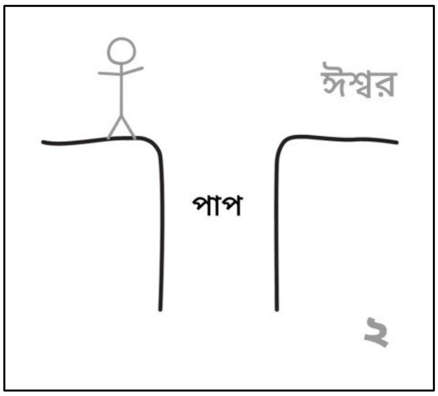

পর্ব ৩

“ঈশ্বর একজন ধার্মিক বিচারক, এবং অবিশ্বাসীরা যদি অনুগ্রহ না পায় ও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে ফিরে না আসে, তাহলে তাদেরকে একদিন অনন্তকালের জন্য নরকে ফেলে দেওয়া হবে।”

[তীর চিহ্নটি আঁকুন এবং “নরক” শব্দটি লিখুন।]

পর্ব ৪

“আমাদের করা কোনো কাজই আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারে না বা তার দ্বারা আমরা অনুগ্রহ অর্জন করতে পারি না – ভালো কাজ, মন্ডলীতে যাওয়া, ধর্মীয় নীতি পালন, টাকা-পয়সা দান করা....কোনোটিই নয়”

[এই তালিকার প্রতিটি কথা উল্লেখ করে একটি করে তীর চিহ্ন আঁকুন।]

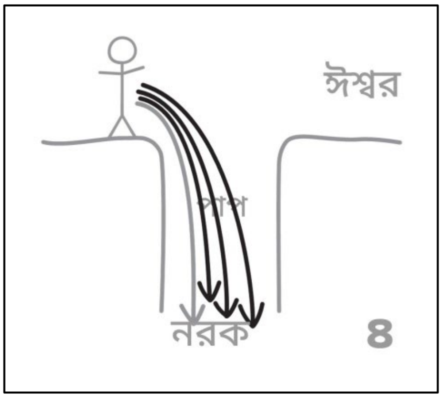

পর্ব ৫

“আমাদের পরিস্থিতি বেশ আশাহীন হত যদি না ঈশ্বর আমাদের জন্য তাঁর কাছে ফিরে আসার একটি উপায় তৈরি করতেন। ঈশ্বরের পুত্র যিশু একটি বলিদান হিসেবে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে আমরা ক্ষমা পেতে পারি। তিন দিন পর, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হন।”

[ক্রুশটি আঁকুন।]

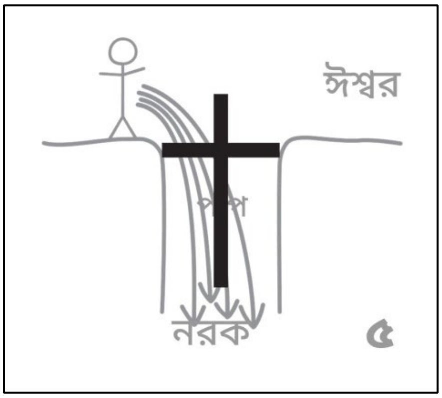

পর্ব ৬

“কিন্তু শুধু এটা জানাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরিত্রাণ পাওয়ার এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার ব্যক্তিগত চাহিদা থাকতে হবে। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই অনুতাপ করতে হবে, যার মানে হল পাপের জন্য এতটাই লজ্জিত হওয়া যাতে সে তা বন্ধ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি অনুতাপ করে, সে ঈশ্বরের কাছ প্রার্থনা করে ক্ষমা গ্রহণ করতে পারে।”

[তীর চিহ্নটি আঁকুন এবং “অনুতাপ” ও “গ্রহণ” শব্দ দুটি লিখুন।]

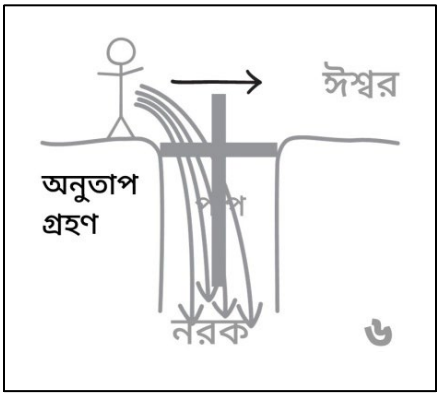

পর্ব ৭

“আপনি এই ছবিটির কোন অংশে আছেন বলে মনে হয়? আপনার জীবনে কি এমন কোনো বিশেষ সময় আছে যখন আপনি আপনার পাপের জন্য অনুতাপ করেছিলেন, ঈশ্বরের ক্ষমা গ্রহণ করেছিলেন, এবং ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করা শুরু করেছিলেন; নাকি আপনি এখনও আপনার পাপের দ্বারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন?”

[একটি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন। বহু লোকই স্বীকার করবে যে তারা এখনও ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন।]

“আপনি কি এই পদক্ষেপটির জন্য প্রস্তুত – অনুতাপ করা, ক্ষমা গ্রহণ করা, এবং ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করা? এখন আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারলে আমার ভালো লাগবে।”

[নিম্নলিখিতভাবে প্রার্থনা করতে পারেন।]

“প্রভু, আমি জানি আমি একজন পাপী এবং অনন্তকালীন শাস্তির যোগ্য। আমি আমার পাপের জন্য লজ্জিত এবং সেগুলি বন্ধ করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, এই কারণে নয় যে আমি এটার যোগ্য, বরং আসল কারণ হল যিশু আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। পরিত্রাণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এই সময় থেকে চিরকাল আমি তোমার জন্য জীবন যাপন করব।”

ক্লাস লিডার উপস্থাপনাটি প্রদর্শন করার পরে, উপস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্লাসের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাগুলি পর্যালোচনা করা উচিত।

ব্যাখ্যা

পর্ব ১

উপস্থাপনার শুরুটি শ্রোতার কাছে প্রয়োগ করার জন্য মানানসই করে নেওয়া যেতে পারে। “সমস্যা ও কষ্টে পূর্ণ জীবন”-এর পরিবর্তে, সুসমাচার প্রচারক আরও নির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ করতে পারেন যা শ্রোতার অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত।

পর্ব ২

শ্রোতার পক্ষে এটি উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে সে ব্যক্তিগতভাবে পাপের জন্য দোষী এবং ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন। আদমের পাপের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি কেবল সেটিতেই নেই।

পর্ব ৩

এটি অবিশ্বাসীদের পরিস্থিতির সবচেয়ে গুরুতর দিকটি দেখায়।

পর্ব ৪

এই অংশটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শ্রোতাকে দেখানো যে তার কখনোই পরিত্রাণের জন্য ভুল বিষয়ের উপর বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই অংশটি শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নেওয়া যেতে পারে। শ্রোতা যে বিষয়গুলির ওপর বিশ্বাস করে, সুসমাচার প্রচারক সেই জিনিসগুলির কথা উল্লেখ করার চেষ্টা করতে পারেন।

পর্ব ৫

প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপ ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল এটি বলা যে “যিশু ক্রুশে একটি বলিদান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে আমরা ক্ষমা পাই।” এই অংশের উদ্দেশ্য হল শ্রোতাকে বুঝতে সাহায্য করা যে তাকে ঈশ্বরের প্রদত্ত পরিত্রাণের উপর নির্ভর করতে হবে।

পর্ব ৬

সুসমাচার প্রচারক শ্রোতাকে সিদ্ধান্তের মুহূর্তের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। শ্রোতাকে বুঝতে হবে যে তাকে অবশ্যই একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তাকে অনুশোচনার সঠিক সংজ্ঞা জানতে হবে, যাতে সে বুঝতে

পারে যে অনুতাপ অনুশোচনার চেয়ে বেশি এবং শুধু দুঃখিত বা লজ্জিত বলার চেয়েও বেশি কিছু। তাকে জানতে হবে যে তাকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

পর্ব ৭

এই দফায়, সুসমাচার প্রচারক শ্রোতাকে তার পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করানোর চেষ্টা করেন। উপস্থাপনাটি পরিত্রাণ না পাওয়া ব্যক্তিকে এটি বুঝতে সাহায্য করার জন্য তৈরী করা হয়েছে যে সে পরিত্রাণ পায়নি। প্রশ্নটিতে শব্দগুলি খুব সচেতনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অনেক মানুষ মনে করে যে তারা পাপে জীবন যাপন করার সময় তাদের প্রতিদিন ক্ষমা চাওয়া উচিত। প্রশ্নটি এমন এক বিশেষ সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যখন এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় এবং একটি নতুন জীবন শুরু হয়। তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে যদি সে রূপান্তরের অভিজ্ঞতা না লাভ করে থাকে, তবে সে এখনও তার পাপের দ্বারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন। তারপর সুসমাচার প্রচারক তার সাথে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করার প্রস্তাব দেন।

যদি শ্রোতা তার প্রয়োজন বুঝতে না পারে বা অনুতপ্ত হতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে প্রচারক তাকে প্রার্থনা করার জন্য চাপ দেবেন না। যদি সে সত্যিকারের অনুতাপ না করে এবং রূয়াপ্নতরিত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ না করেই প্রার্থনা করে, তাহলে তার পরিত্রাণের মিথ্যা আশ্বাস থাকতে পারে বা সে বিশ্বাস করতে পারে যে তার জন্য রূপান্তর ঘটতে পারে না। ফলস্বরূপ, ভবিষ্যতে তার ঈশ্বরকে খোঁজার সম্ভাবনা কমে যেতে পারে।

ছবিগুলি খুব তাড়াতাড়ি দেখানো যায়। আপনার কাছে যদি সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ থাকে, আপনি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "আপনাকে একটা ছবি এঁকে দেখানোর জন্য মাত্র দু'মিনিট সময় দেবেন যেটা মূলত একটা বিষয়কে তুলে ধরে যেটিকে বাইবেল আপনি যে পরিত্রাণ পেয়েছেন সেটা জানার নিশ্চিত উপায় বলে থাকে?" এটা সেই ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেবে যে আপনি তার খুব একটা বেশি সময় নেবেন না। যদি সে আগ্রহী হয় এবং এই ব্যাপারে কথা বলতে চায়, তাহলে আপনি আরো কিছুটা সময় নিতেই পারেন।

সাধারণত, লোকে ছবিতে আগ্রহী হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রচারক শেষ করার পরে সেই ব্যক্তি ছবিটি রেখে দিতে চাইবে।

উপস্থাপনাটি পুনরায় বারবার অনুশীলন করুন। উপস্থাপনায় অতিরিক্ত বাখ্যা দেবেন না, কারণ যদি এটি সংক্ষিপ্ত থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা এটি সহজে শিখবে। বেশ কয়েকটি উপস্থাপনার পর, বিভিন্ন শিক্ষার্থী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গ্রুপের সামনে এটি উপস্থাপন করতে পারে, যেখানে গ্রুপের সদস্যরা তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রাখতে সাহায্য করবে। এরপর, শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হতে পরস্পরের মধ্যে এটি অনুশীলন করতে পারে।

সুসমাচার প্রচারের জন্য সুযোগ তৈরি করা

যদি দেখা যায় যে কেউ ইতিমধ্যেই আপনার সুসমাচার প্রচার শুনতে ইচ্ছুক, আপনি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "আপনাকে একটা ছবি এঁকে দেখানোর জন্য মাত্র দু'মিনিট সময় দেবেন যেটা মূলত একটা বিষয়কে তুলে ধরে যেটিকে বাইবেল আপনি যে পরিত্রাণ পেয়েছেন সেটা জানার নিশ্চিত উপায় বলে থাকে?"

সুযোগ সাধারণত কথোপকথনে প্রকাশিত হয়। এখানে সুযোগগুলি বুঝতে পারার এবং সেগুলি মানিয়ে নেওয়ার পদ্ধতির কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

যদি কোনো ব্যক্তি কোনোকিছু নিয়ে অভিযোগ করছে, কিছুক্ষণ কথা বলার পর জিজ্ঞাসা করুন, "আপনাকে একটা ছবি এঁকে দেখানোর জন্য মাত্র দু'মিনিট সময় দেবেন যেটা মূলত একটা বিষয়কে তুলে ধরে যেটিকে বাইবেল জীবন কঠিন এবং সমস্যায় পূর্ণ হওয়ার কারণ বলে থাকে?"

যদি কোনো ব্যক্তিকে খুব ধর্মপরায়ণ বলে মনে হয়, তাকে জিজ্ঞাসা করুন তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস কোনটি? তারপর জিজ্ঞাসা করুন, "আপনাকে একটা ছবি এঁকে দেখানোর জন্য মাত্র দু'মিনিট সময় দেবেন যেটা মূলত একটা বিষয়কে তুলে ধরে যেটিকে বাইবেল জানার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে থাকে?"

যদি কোনো ব্যক্তি জাতীয় সমস্যা, বিশ্বক্ষুধা বা দরিদ্রাতা, বা যুদ্ধের বিপদ নিয়ে কথা বলছে, জিজ্ঞাসা করুন, "আপনাকে একটা ছবি এঁকে দেখানোর জন্য মাত্র দু'মিনিট সময় দেবেন যেটা মূলত একটা বিষয়কে তুলে ধরে যেটিকে বাইবেল পৃথিবীর এইরকম অবস্থা হওয়ার কারণ বলে থাকে?"

দেখান যে জগতের পরিস্থিতির কারণ হল পাপীরা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন। ইঙ্গিত করার বা বোঝানোর চেষ্টা করবেন না যে পরিত্রাণ পাবার মুহূর্তের মধ্যে সব সমস্যার সমাপ্তি ঘটাবে, বরং দেখানে যে ব্যক্তিগত পরিত্রাণ ঈশ্বরের সমাধানের শুরু। একদিন নতুন আকাশ এবং নতুন পৃথিবী হবে, এবং সেই সমস্যাগুলি তাদের জন্য আর থাকবে না যারা এখন ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হয়েছে।

অঙ্গীকারের জন্য আহ্বান

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সাহায্যে অঙ্গীকারের জন্য আহ্বান জানান:

▶ আপনি কি মনে করেন যে সুসমাচার প্রচারের এই পদ্ধতিটি ব্যবহারিক?

▶ আপনার কি মনে হয় যে এটা এমনকিছু যা আপনি করতে পারেন?

▶ আপনাদের মধ্যে কতজন অন্তত একজন বিশ্বাসী এবং একজন অবিশ্বাসীকে এই ডায়াগ্রাম বা রেখাচিত্রটি দেখানোর চেষ্টা করবেন?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি আনন্দিত যে তুমি কেবল আমাকেই নয়, বরং আমার পরিবার, আমার বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদেরকে, এবং এই জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিত্রাণ দিতে চাও।

পরিত্রাণ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি রক্ষা পেতে পারে এবং এই সুন্দর সহভাগিতায় প্রবেশ করতে পারে যা আমাদের তোমার সাথে এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে রয়েছে।

তুমি সমগ্র জগতকে এত ভালোবেসেছিলে যে তুমি তাদের জন্য তোমার পুত্রকেও দান করেছিলে।

পিতা, তোমার আমন্ত্রণের বিস্তারে বিশ্বস্ত হতে আমাকে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

১। এই সপ্তাহে ডায়াগ্রাম শেয়ার জন্য আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ করার প্রস্তুতি নিন।

২। এই সপ্তাহে আপনি কথা বলতে সক্ষম হবেন আপনার পরিচিত এমন অ-পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করুন। এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলার পরিকল্পনা করুন যা সুসমাচার প্রচারের জন্য দরজা খুলে দেবে।

৩। কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের তালিকা তৈরি করুন যাদেরকে আপনি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আরো প্রস্তুত বোধ করতে সাহায্য করার লক্ষ্যে রেখাচিত্রটি দেখাতে পারেন।

পাঠ ৭

আমার আনুগত্যের প্রসারণ

বড় আইডিয়া

"আমি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি এবং অনুসরণ করি কারণ তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।"

পাঠের উদ্দেশ্য

দৈনন্দিন জীবনের দশটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনুসরণ করতে শেখা।

ভূমিকা

► যদি কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরকে বেশি ভালোবাসে তাহলে তার ফলাফল কী কী হতে পারে?

ঈশ্বরকে বেশি ভালোবাসার একটি ফলাফল ফিলিপীয় ১:৯-১১-তে বর্ণিত আছে।

> এখন, আমার প্রার্থনা এই: তোমাদের ভালোবাসা যেন জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে দিনের পর দিন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, যেন কোনটি উৎকৃষ্ট, তা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো এবং খ্রীষ্টের পুনরাগমনের দিন পর্যন্ত পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে থাকতে পারো; ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসার জন্য তোমরা ধার্মিকতার সেই ফলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠো, যা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

এই পদগুলি একজন বিশ্বাসীর জীবনে একটি অবিরাম প্রক্রিয়ার বিষয়ে বলে। তার ভালোবাসা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকা উচিত। যখন এটি ঘটে, তখন তার কোনটি শ্রেষ্ঠ তা বোঝার বিচক্ষণতা বৃদ্ধি পায়। আর সে যত বিচক্ষণ হয়, সে শ্রেষ্ঠটির প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য তার জীবনকে মানিয়ে নেয়। এটি অবশ্যই ঘটতে হবে যাতে সে খাঁটি এবং অপরাধপমুক্ত হয়ে ওঠে।

আমরা যখন প্রথম পরিত্রাণ পেয়েছি, তখন থেকেই যে সমস্ত সত্যে আমাদের জীবন যাপন করা উচিত তার সব আমরা বুঝি না। পৌল যাদের উদ্দেশ্যে উপরের পদগুলি লিখেছিলেন, তারা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সময় যাবৎ খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিল। তবুও, পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যে তারা ঈশ্বরকে আরো ভালোবাসতে থাকবে, এবং সেই প্রেম দ্বারা তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবে।

ঈশ্বর যেমন বিচক্ষণতা দেন তেমনভাবেই আমাদের জীবনকে ক্রমাগত উন্নত করার প্রত্যাশা করা উচিত। ঈশ্বর কেবল ধর্মীয় আচার পালনে নয়, বরং আমাদের জীবনের সমস্ত দিক থেকেই আমাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য চান।

আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় যে কীভাবে জীবন যাপন করতে হয় সে সম্পর্কে আমাদের যা জানা দরকার তা আমরা ইতিমধ্যেই জানি। আমাদের এটা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে আমরা আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সমন্বয় সাধন করেছি।

যে ক্ষেত্রগুলিতে একজন বিশ্বাসীর উন্নতি করা উচিত

১। **প্রভাবের সতর্কতা।** আপনি কি এমন কিছু করেন যা আপনি চান না যে অন্যরা করুক।

২। **আত্ম-সংযম।** আপনার যা করা উচিত তা করার জন্য কি আপনি আপনার অনুভূতি এবং আকাঙ্খাগুলিকে পর্যাপ্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, নাকি আপনি মাঝে মাঝে একজন অবিশ্বাসীর মতো আচরণ করেন?

৩। **স্বাস্থ্যের যত্ন।** আপনি কি ঈশ্বরের কাজের জন্য অপূরণীয় হাতিয়ার হিসেবে আপনার শরীরের যত্ন নেন? যেহেতু আপনার দেহ ঈশ্বরের, তাই এটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া উচিত নয়। আপনি এটির অযত্ন করতে পারেন না।

৪। **বিনোদনের নির্বাচন।** আপনার বিনোদন কি আপনাকে ভুল চিন্তা বা মনোভাবের কারণে প্রলোভনের সাথে লড়াই করার প্রবণতায় নিয়ে যায়? পাপকে আকর্ষণীয় বা মজার হিসেবে উপস্থাপন করে এমন যেকোনো কিছু থেকে সতর্ক থাকুন।

৫। **শিষ্টাচার।** ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে অনন্ত ভবিষ্যতে থাকা লোকেদের মতো অন্যদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করুন। আপনি যে সমাজে বাস করেন, তাদের সৌজন্য দেখানোর রীতি আছে। এমনভাবে আপনার বিনয়ী হতে শেখা উচিত যা তারা বুঝতে পারে। কেউ এর যোগ্য না হলেও তার প্রতি সদয় আচরণ করুন।

৬। **ব্যাবসায়িক নৈতিকতা।** আপনি কি সমস্ত কাজে পুরোপুরিভাবে সৎ? আপনি কি সবকিছু সঠিকভাবে বর্ণনা করেন, নাকি আপনার কথায় কেউ ভাবে যে এমন কিছু আছে যা সত্য নয়?

৭। **সময়ানুবর্তিতা।** সময় হল একটি মূল্যবান সম্পদ যা আমাদের ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করা উচিত। আপনি কি সম্ভাব্য সব সময়েই একটি সময়সূচী বজায় রেখে নিজের এবং অন্যদের সময়ের মূল্য দেন?

৮। **পোশাক।** আপনার পোশাক কি শালীনতা (শরীরকে পর্যাপ্তভাবে ঢাকা), নম্রতা (আপনি যা পরেন তার দ্বারা মনোযোগ আকর্ষণ বা প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা না করা), এবং মিতব্যায়িতার (আপনার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দামী পোশাক না কেনা) মূল্যবোধ দেখায়?

৯। **ভাষা।** আপনার কথা কি ঈশ্বর এবং অন্যদের প্রতি পবিত্র এবং সম্মানজনক? জগৎ বিস্ময় প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন কথাই ব্যবহার করে যা অশ্লীলতা থেকে বা ঈশ্বরের প্রতি অপমান হিসেবে আসে।

১০। **নির্ভরযোগ্যতা।** আপনি কি প্রতিশ্রুতি রাখেন? লোকেরা কি আশা করতে পারে যে আপনি যা বলেন তা করেন? আপনি কি আপনার প্রতিশ্রুতি ভুলে যান যদি সেগুলি সুবিধাজনক না হয়?

বহু লোকই তাদের উন্নতি করার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে নেয় না। তারা কেবল শাস্ত্রের সাধারণ আজ্ঞাগুলির প্রতি দায়বদ্ধ বোধ করে, তারা বুঝতে পারে না যে সেই আদেশগুলির অন্যান্য একাধিক প্রয়োগও রয়েছে।

আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে উন্নতি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত। আমরা এই পাঠটি যে পদগুলি দিয়ে শুরু করেছিলাম সেগুলির ওপর আমাদের গুরুত্ব সহকারে ধ্যান করা প্রয়োজন। যদি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, আমাদের বিচক্ষণতা এবং সঠিক আচরণের পছন্দও উন্নত হওয়া উচিত।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া জানতে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করুন:

► যখন ঈশ্বর আপনাকে দেখিয়েছিলেন যে আপনার কোনো একটি আচরণ, অভ্যাস, বা কাজ সঠিক ছিল না, তখন আপনি আপনার জীবনে যে পরিবর্তনটি করেছিলেন তার উদাহরণ কী?

► আপনি কি আপনার জীবনধারা সম্পর্কে এমন কিছু জানেন যা আপনার পরিবর্তন করা উচিত? আপনি কি তা করবেন?

► আপনার জীবনে কি এমন কিছু আছে যা নিয়ে আপনার সন্দেহ আছে?

► আপনি কি ঈশ্বরকে আপনাকে প্রার্থনায় এমন কোনো পরিবর্তন দেখাতে দিতে ইচ্ছুক যা আপনার করা উচিত?

বলুন, "আসুন এই সপ্তাহে একটি উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করার জন্য প্রতিজ্ঞা করি যাতে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর মূল্যবোধগুলি এবং আমাদের জীবনে তিনি যে পরিবর্তনগুলি করতে চান তা দেখাতে পারেন। আপনি কি এটি করার প্রতিজ্ঞা করবেন? পরের সপ্তাহে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করব যে আপনি করেছেন কিনা।"

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি চাই তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাক। আমি আমার জন্য তোমার ইচ্ছা আরো ভালোভাবে বুঝতে চাই।

তোমার কাছে কোনটি সবচেয়ে আনন্দদায়ক তা বুঝতে শেখার জন্য আমাকে সাহায্য করো যাতে আমি একটি বিশুদ্ধ এবং অপরাধমুক্ত জীবনযাপন করতে পারি।

আমাকে এমন অভ্যাস এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলি দেখতে সাহায্য করো যা পরিবর্তন করতে হবে এবং এমন অভ্যাস এবং মনোভাব অর্জন করতে সাহায্য করো যা তোমাকে মহিমান্বিত করে।

আমি ঈশ্বরের মহিমার ফল বহন করতে চাই।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় পড়ুন। এই অধ্যায়টি এমন একজন ব্যক্তির জীবন বর্ণনা করে যার মধ্যে সেই প্রেম আছে যা তার অন্যদের প্রতি থাকা উচিত। ঈশ্বরকে আপনাকে দেখাতে দিন যে আপনার জীবনকে প্রেমে আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে তিনি কীভাবে আপনাকে পরিবর্তন করতে চান। আপনি যে পরিবর্তনগুলি দেখতে চাইবেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ৮
ভক্তিমূলক বাইবেল অধ্যয়ন

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বরের বাক্য আমার জীবন এবং বিশ্বাসকে প্রতিদিন প্রভাবিত করে।"

পাঠের উদ্দেশ্য

ব্যক্তিগত বাইবেল অধ্যয়নের সঠিক কারণ এবং সঠিক পদ্ধতিগুলি শেখা।

ভূমিকা

► কেন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রত্যেকদিন বাইবেল পড়া উচিত?

► কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে নিয়মিত বাইবেল অধ্যয়ন কঠিন কেন?

বাইবেল অধ্যয়নের কারণসমূহ

(১) ঈশ্বরের সাথে একটি সম্পর্কের জন্য

গীত ১১৯, বাইবেলের দীর্ঘতম অধ্যায়, প্রায় প্রতিটি পদেই ঈশ্বরের বাক্য উল্লেখ করেছে। এটি বলে যে ঈশ্বরের বাক্য হল ঈশ্বরের নিজস্ব প্রকৃতির একটি প্রকাশ, তাই, শাস্ত্র হল ঈশ্বরকে জানার একটি উপায়।

বাইবেল অধ্যয়নের আরো অন্যান্য অনেক কারণ ২ তিমথি ৩:১৬ পদে দেওয়া আছে:

> সমস্ত শাস্ত্রলিপি ঈশ্বর-নিশ্বসিত এবং শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন ও ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী

এই পদটি থেকে আমরা জানতে পারি যে আমাদের বাইবেল পড়া উচিত:

(২) সত্য জানা এবং তা বিশ্বাস করার জন্য

এটাকেই বাইবেল অধ্যয়নের প্রথম কারণ হিসেবে বেশিরভাগ লোক বিশ্বাস করে। এটি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাদান সেই সত্যকে নির্দেশ করে যা আমরা বিশ্বাস করি এবং শিক্ষা দিই। বাইবেল হল আমাদের মতবাদের উৎস। বাইবেল ঈশ্বরের প্রকৃতি, মানুষের পরিস্থিতি, এবং পরিত্রাণকে প্রকাশ করে।

(৩) জীবনের নির্দেশনা পাওয়ার জন্য

তিরস্কার, সংশোধন এবং ধার্মিকতার প্রশিক্ষণ হল কীভাবে জীবন যাপন করতে হয় তা আমাদেরকে দেখানোর জন্য ঈশ্বরের বাক্যের কাজ।

(৪) কার্যকর পরিচর্যা কাজের জন্য

তিরস্কার, সংশোধন এবং ধার্মিকতার প্রশিক্ষণ কেবল ব্যক্তিগত অধ্যয়নেই সম্পন্ন হয় না, বরং তখনই সম্পন্ন হয় যখন আমরা অন্যদের মধ্যে পরিচর্যা কাজের জন্য ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করি।

> যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক ও সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিত হয়। (২ তিমথি ৩:১৭)।

(৫) আত্মিক পরিপক্কতার জন্য

> প্রকৃতপক্ষে, এতদিনে তোমাদের শিক্ষক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের প্রাথমিক সত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাদেরই একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। তোমাদের প্রয়োজন কঠিন খাবার নয়, কিন্তু দুধের। যে দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে সে এখনও শিশু, ধার্মিকতা বিষয়ের শিক্ষা সম্পর্কে তার কোনো পরিচয় নেই। (ইব্রীয় ৫:১২-১৩)।

একজন ব্যক্তি যখন ঈশ্বরের বাক্য থেকে বিচক্ষণ সত্য অনুশীলন করে, সে পরিপক্ক হয় এবং অন্যদের শেখানোর জন্য ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করার ক্ষমতা বিকাশ করে।

ভক্তিমূলক বাইবেল অধ্যয়নের কিছু অনুপযুক্ত উদ্দেশ্য

১। **নতুন নতুন ব্যাখার উদ্ভাবন করা।** কিছু কিছু লোক এমন কোনো অদ্ভুত, নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে চায় যা সেই অংশটিতে আপাত অর্থে সমর্থিত নয়। আমাদের শাস্ত্র প্রয়োগে এবং সেটির সংযোগ স্থাপনে উদ্ভাবনী হওয়া উচিত, কিন্তু এটির অর্থ ব্যাখার ক্ষেত্রে নয়। এটির অর্থ যেমনই হোক, তা সেটিই প্রকাশ করে, এবং আমাদের কখনোই এটির জন্য কোনো আলাদা ব্যাখ্যা তৈরি করা উচিত নয়।

> “শাস্ত্রের অফুরন্ততা এটির অর্থের উর্বরতায় নয়” (জন কেলভিন)।

২। **তর্কের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।** কিছু কিছু সময়ে বাইবেল বিতর্কের জন্য ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক, এবং সেই উদ্দেশ্যের জন্য অধ্যয়ন প্রয়োজনীয়। তবে, সেটি ভক্তিমূলক বাইবেল অধ্যয়নের উদ্দেশ্য নয়। যদি কোনো ব্যক্তি কেবল তর্ক-বিতর্কের জন্য বাইবেল পড়ে, তাহলে তার উদ্দেশ্য বিকৃত হবে এবং কেবল সেটাই দেখতে পাবে যা সে দেখতে চায়।

৩। **উৎসাহিত বোধ করার জন্য।** অবশ্যই, অনুপ্রেরণা এবং আনন্দ বজায় রাখার জন্য আমাদের বাইবেল প্রয়োজন, কিন্তু এমন নয় যে প্রতিটি অংশই আনন্দপূর্ণ অনুভূতি লাভের জন্য লেখা হয়েছে। শাস্ত্রের উদ্দেশ্যের মধ্যে মতবাদ, তিরস্কার, সংশোধন, এবং ধার্মিকতার নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত। যদি কোনো ব্যক্তি সর্বদা তার অনুভূতির জন্য সহায়ক পদগুলি খুঁজতে দ্রুত সেই প্যাসেজগুলির মধ্যে দিয়ে যায়, তাহলে সে বাইবেলকে সেটির সম্পূর্ণ বার্তা প্রকাশ করতে দিচ্ছে না।

যদি কোনো ব্যক্তি বাইবেল অধ্যয়ন অবজ্ঞা করে, তাহলে সেটির কারণ হতে পারে যে তার কাছে অধ্যয়নের সঠিক কারণ নেই, যা এই পাঠের প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তার কাছে অধ্যয়নের জন্য সঠিক কারণ না থাকে, তাহলে সে অনুভব করা শুরু করতে পারে যে তার অধ্যয়ন সফল হচ্ছে না বা তা সার্থক নয়।

কীভাবে ভক্তিমূলকভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করবেন

(১) প্যাসেজেটি বোঝার জন্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে শুরু করুন।

অংশটির প্রকৃত বার্তা গ্রহণ করার জন্য আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করুন। আপনি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য নয়, বরং তা পালন করার জন্যও অধ্যয়ন করছেন। আপনার শুরুর প্রার্থনা আপনাকে কেবল বোঝার জন্য নয় বরং বাধ্যতার জন্যও প্রস্তুত করে।

(২) প্যাসেজেটি ব্যাখ্যা করুন।

প্যাসেজেটি আসলে কী বলছে? ভাষান্তর করুন এবং বিবৃতিগুলির তালিকা করুন। নিশ্চিত করুন যে আপনার ব্যাখ্যা অংশটির আগের এবং পরের পদগুলির সাথে মেলে। নিশ্চিত করুন যে আপনার উপসংহার সহজ শাস্ত্রীয় শিক্ষাকে কোনোভাবেই বিরোধিতা করে না। বিবেচনা করে দেখুন প্রথম পাঠকেরা কীভাবে প্যাসেজেটি বুঝেছিল।

(৩) বক্তিগতভাবে অংশটি প্রয়োগ করুন।

এখানে কি এমন কোনো

- পাপ আছে যা স্বীকার বা বর্জন করতে হবে?
- প্রতিশ্রুতি আছে যা দাবি করতে হবে?
- আচরণ আছে যা পরিবর্তন করতে হবে?
- আদেশ আছে যা মানতে হবে?
- উদাহরণ আছে যা অনুসরণ করতে হবে?
- প্রার্থনা আছে যা করতে হবে?
- ভুল আছে যা বর্জন করতে হবে?
- প্রলোভন আছে যা এড়িয়ে চলতে হবে?
- কিছু আছে যার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হবে?

একটি অংশে এরকম অনেক কিছুই থাকতে পারে।

(৪) আপনার মধ্যে সত্যের পরিপূর্ণতার জন্য প্রার্থনা করুন।

প্রার্থনা করুন যাতে ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে এবং জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি সাধন করেন।

(৫) এই প্রয়োগটির কারণে আপনি কী পরিবর্তন করবেন তা প্রার্থনার মাধ্যমে নির্ধারণ করুন।

নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলি হওয়া উচিত:

- **ব্যক্তিগত** – এমনকিছু যা আপনার নিজের করা প্রয়োজন।
- **ব্যবহারিক** – শুধু তাত্ত্বিক নয়, বাস্তবে কিছু করতে হবে।
- **দায়বদ্ধ** – একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ করতে হবে।

উদাহরণ: ‘‘আমার আরো প্রার্থনা করা প্রয়োজন’’–তা নয়, বরং ‘‘আমি প্রতিদিন সকাল ৮টায় প্রার্থনা করব।’’ ‘‘আমার লোকজনকে অনুপ্রাণিত করা উচিত’’–তা নয়, বরং, ‘‘আমি আজকে আমার ভাই বা বোনকে অনুপ্রাণিত এবং সাহায্য করব যে একটি কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে।’’

কিছু কিছু সময়ে আমরা একেবারে নির্দিষ্ট প্রয়োগগুলি করতে সক্ষম হব না, কিন্তু আমাদের সবসময়েই আমাদের কাজে এবং আচরণে ঈশ্বরের সত্য প্রয়োগের উপায় খুঁজতে থাকা উচিত।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► আমরা ভক্তিমূলক অধ্যয়নের কিছু উপকারিতা নিয়ে কথা বলেছি। এগুলির মধ্যে কি এমন কয়েকটি আছে যেগুলিকে বাইবেল অধ্যয়নের কারণ হিসেবে আপনি সত্যিই চিন্তা করেননি?

► বাইবেল অধ্যয়নের কোন কারণটি আপনার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে?

যদি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রয়োগগুলি দেখে, যেমন ধাপ ৩-এ যেগুলি বর্ণনা করা আছে, এবং ধাপ ৫-এ যেমন বর্ণনা করা আছে তেমন নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন করতে প্রতিশ্রুত হয়, তাহলে তার জীবন অসাধারণ উন্নতি প্রকাশ করা শুরু করবে।

► যদি আপনি এইভাবে প্রত্যেকদিন আপনার জীবনে বাইবেল প্রয়োগ করা শুরু করে থাকেন, তাহলে কীভাবে এটি আপনাকে প্রভাবিত করবে বলে আপনার মনে হয়?

সদস্যদেরকে অন্তত এক সপ্তাহের জন্য প্রত্যেকদিন বাইবেল অধ্যয়নের জন্য এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার প্রতিজ্ঞা করতে, তারপর রিপোর্ট করতে বলুন। তাদের ফলাফল জিজ্ঞাসা করার কথা মনে রাখতে একটি নোট লিখে রাখুন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

শাস্ত্রে তুমি আমাদেরকে যে ঐশ্বর্য্যধন দিয়েছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

কীভাবে তোমাকে জানতে হয়, কীভাবে জীবন যাপন করতে হয়, এবং কীভাবে অন্যদের সাহায্য করতে হয় সেই সম্পর্কে আমাদের কাছে সত্য প্রকাশ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

সযত্নে তোমার বাক্য অধ্যয়ন করতে আমাকে সাহায্য করো। তুমি যে সত্য প্রকাশ করেছ তার বোধগম্যতা আমাকে দান করো। এটির দ্বারা আমাকে বিশ্বস্তভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

এই পাঠে তালিকাভুক্ত ভক্তিমূলক বাইবেল অধ্যয়নের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে ১ থিষলনীকীয় ৫ অধ্যায় অধ্যয়ন করুন। কিছু ব্যক্তিগত প্রয়োগ বর্ণনা করুন যা আপনি খুঁজে পেয়েছেন।

পাঠ ৯

দায়ূদের মতো প্রার্থনা করা

বড় আইডিয়া

“ঈশ্বরের সাথে কথা বলা আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক অর্থ প্রদান করে।”

পাঠের উদ্দেশ্য

এটি জানা যে প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে আমাদের সমস্ত ঘটনা এবং অনুভূতি ভাগ করা এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা।

প্রার্থনা: ঈশ্বরের সাথে কথা বলা

গীতের বেশিরভাগই হল প্রার্থনা। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই দায়ূদের লেখা।

► আপনি কি জানতেন যে একটি গীতে লেখক ঈশ্বরের কাছে কারোর দাঁত ভেঙে দেওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন? আপনি কি কখনো গীতে এমন কোনো জিনিস লক্ষ্য করেছেন যেগুলি বোঝা কঠিন?

গীত আমাদেরকে প্রার্থনা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানায়।

প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে কথা বলা, এবং কথা বলার তাৎপর্য রয়েছে। মূল বিষয় হল যে এই কথোপকথন চলতে থাকাই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু লোকের একে অপরের সাথে কথা না বলাও দেখায় যে কথা বলার তাৎপর্য রয়েছে।

একজন নেতা একটি আলোচনার আগে একটি কথা বলেছিলেন যেটির উদ্দেশ্য ছিল একটি যুদ্ধকে প্রতিরোধ করা, “মানুষের যখন শব্দ ফুরিয়ে যায়, তখন তারা তাদের তলোয়ারের কাজ শুরু করে; আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন আমরা তাদের মধ্যে কথা বলা অব্যাহত রাখতে পারি।” তিনি জানতেন যে আলোচকরা যখন কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে, তখন এর অর্থ হল তারা চুক্তিতে আসা ছেড়ে দিয়েছে।

যখন আপনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন বা কিছু কিছু বিষয়ে আর কথা বলতে চান না, এটির কারণ হতে পারে যে আপনি মনে করেন আপনি সেই বিষয়গুলিতে তাঁর সাথে সহমত হতে পারবেন না।

গীত সর্বদাই ব্যক্তিগত উপাসনায় ব্যবহারের জন্য জনপ্রিয়, তবে সেখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা বোঝা কঠিন। যে পদটিতে ঈশ্বরের কাছে কারোর হাত ভেঙে দেওয়ার (গীত ১০:১৫) বা যে পদটিতে ঈশ্বরের কাছে কারোর দাঁত উপড়ে নেওয়ার (গীত ৫৮:৬) প্রার্থনা করা হয়েছে, সেই পদগুলি নিয়ে আমরা কী ভাবতে পারি?

গীত দেখায় যে আমাদের ঈশ্বরের সাথে আমাদের জীবনের সবকিছু নিয়ে এবং আমরা সমস্ত অনুভূতি নিয়ে কথা বলা উচিত। গীতে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলিকে ধর্মীয় বিষয়বস্তু বিষয়ক সাধারণত প্রার্থনা হিসেবে দেখলে অদ্ভুত লাগতে পারে। কিন্তু, যদি আমরা মনে রাখি যে আমাদের ঈশ্বরের সাথে সবকিছু নিয়ে কথা বলা উচিত, তবেই আমরা সেই বিষয়গুলিকে সেখানে দেখার প্রত্যাশা রাখতে পারি।

কেন আমাদের সবকিছু নিয়ে ঈশ্বরের সাথে কথা বলা উচিত? কারণ আপনি যা নিয়ে কথা বলেন তা আপনার সম্পর্কের পরিধিকে তুলে ধরে।

একটি সম্পর্ক হল জীবন ভাগ করে নেওয়া। আমাদের সকলেরই কিছু সীমিত মানবিক সম্পর্ক রয়েছে। এমন কিছু লোক আছে যাদের সাথে আপনি কাজ করেন এবং তাদের সাথে আপনি হয়তো জীবনের একটি মাত্র দিক সম্পর্কে কথা বলেন। এই কারণে, এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে আপনি কথা বলেন না।

► কেউ কি সম্প্রতি কোনো ডাক্তার বা ডেন্টিস্টের কাছে গেছেন? আপনি কি তাঁর সাথে আপনার আর্থিক উদ্বেগ নিয়ে কথা বলেছিলেন? আপনি কি আপনার পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলেন? আপনি কি তাঁর আর্থিক উদ্বেগ বা পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলেন?

আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি জীবনের একটি দিক ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং সেটি নিয়েই কথা বলেছিলেন। আপনার শারীরিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কোনো বিষয় নিয়ে আপনার ডাক্তারের সাথে একটি ভীষণ ব্যক্তিগত আলোচনা খুবই অস্বাভাবিক। এটির কারণ হল আপনার সাথে তার সম্পর্ক সীমিত; এটি আপনার জীবনের কেবল একটি দিকের সাথেই সম্পর্কিত।

আপনি ঈশ্বরের সাথে কী নিয়ে কথা বলেন? সেখানে কি কেবল কয়েকটি ধরণের বিষয়ই রয়েছে? আপনি কি ঈশ্বরকে একজন পেশাদার (যেমন একজন ডাক্তার, মেকানিক, বা মিস্ত্রি) হিসেবে দেখেন যার কাছে আপনি কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরণের সমস্যাই নিয়ে যান? আপনি কি ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ককে একটি ছোটো অংশেই আবদ্ধ রাখেন যেটিকে "ধর্মীয় ক্ষেত্র" বলা হয়? কেন আপনি আপনার জীবনের অন্য দিকগুলি ঈশ্বরের সাথে ভাগ করে নেন না?

যদি আপনার কাছে ঈশ্বরের সাথে কথা বলার মতো বেশি কিছু না থাকে, তাহলে তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক সংকীর্ণ এবং অগভীর। কিছু লোক ঈশ্বরের কাছে "ঈশ্বর-জাতীয়" সমস্যা নিয়ে যাওয়ার না থাকলে তাঁর সাথে কথা বলে না।

বেশিরভাগ তরুণ যারা মনে করে যে তারা প্রেমে পড়েছে, তারা মনে করে কথা বলার জন্য তাদের অনেকটা সময় প্রয়োজন। তারা অনেক বিষয় নিয়ে এবং একে অপরের সম্পর্কেও কথা বলে। যেকোনো বিষয়ে কথা বলার সময়ে, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা করে এবং একে অন্যের সম্পর্কেও আরো শেখে।

কিছু কিছু সময়ে একটা সম্পর্কে এমন কিছু ঘটে যা সেটিকে সীমিত করে দেয়। কোনো কোনো সময়ে একটি বিবাহিত সম্পর্কে, স্বামী এবং স্ত্রী বেশি কথোপকথন করে না। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলে না। তাদের সম্পর্ক সীমিত হয়ে গেছে।

ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্কটি কেমন? যদি সেখানে বেশি কিছু বলার না থাকে তাহলে সেটি অগভীর। এর অর্থ হতে পারে যে আপনি আপনার জীবনের বেশিরভাগ দিকগুলিকে আপনার জীবনে ঈশ্বরের অবস্থানের সাথে সংযোগহীন হিসেবে দেখেন।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কখনো কখনো নির্দিষ্ট বিষয়গুলি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এটা হতে পারে যে আপনি চান যে সেই ব্যক্তি কিছু করুক বা কিছু করা বন্ধ করুক এবং সেই ব্যক্তি তা করতে অনিচ্ছুক থাকে। এরপর বহুবার আলোচনা হওয়ার পরে, সেই বিষয়টি একটি সংবেদনশীল বিষয় হয়ে ওঠে, এবং কোনো পক্ষই একটি তর্ক শুরু করা ছাড়া এটিকে সামনে আনে না।

কখনো কখনো একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে চায় না, কারণ সে ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানে এবং সেটি গ্রহণ করে না। ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন হবে যদি আপনি এমন কিছু করতে অস্বীকার করেন যা ঈশ্বর আপনাকে দিয়ে করাতে চান?

► কোনটি একটি সম্পর্ককে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে?

একটি সম্পর্ক তখনই বৃদ্ধি পায় যখন মানুষ একে অপরের সম্পর্কে বেশি করে জানতে থাকে এবং প্রত্যেকে মানিয়ে নেয়। একটি সম্পর্ক তখনই বৃদ্ধি পাওয়া থেমে যায় যখন সেখানে অপর ব্যক্তিটির ব্যাপারে জানার আর কিছুই থাকে না বা যখন লোকেরা মানিয়ে নেওয়া বন্ধ করে দেয়। আমরা ঈশ্বরের সাথে আরো বেশি করে পরিচিত হতে পারি, কিন্তু তাঁর পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক দ্বারা পরিবর্তিত হতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত।

গীত দেখায় যে জীবনের প্রতিটি অংশই ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত, কারণ গীত রচয়িতারা তাদের জীবনে যা কিছু ঘটত সেই সম্পর্কিত সবকিছু অনুভূতিই প্রার্থনায় প্রকাশ করতেন।

লোকেরা সাধারণত যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রার্থনা করে সেগুলি ছাড়াও, গীতে কিছু উদ্বেগ রয়েছে যা প্রার্থনার জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে হতে পারে।

মানুষের বিরুদ্ধে রাগ এবং বিচারের আকাঙ্খা সম্পর্কিত বিষয়টি কী? এই প্রার্থনাগুলি ঈশ্বরের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যেন তিনি দেখান যে তিনি ন্যায়বিচারের ঈশ্বর। আমরা গীতে যে সকল অনুভূতি দেখেছি তা কি একজন ব্যক্তির জন্য সঠিক? হয়ত না, কিন্তু একজন ব্যক্তি যদি এমন মনে করেন তাহলে কী হবে? তার কী করা উচিত? এটি সম্পর্কে ঈশ্বরের সাথে কথা বলা কি সর্বোত্তম কাজ হবে না? তার উচিত ঈশ্বরকে তার অনুভূতির প্রতি সাড়া দেওয়ার সুযোগ দেওয়া। এটি কিছু হঠকারী পদক্ষেপ নিয়ে ফেলার চেয়ে ভালো হবে।

যখন এটা মনে হয় যে ঈশ্বরের আপনাকে যে সাহায্য করা উচিত তা তিনি করছেন না, তখন কী করা উচিত? কিছু গীত ঈশ্বরকে প্রশ্ন করে, "কেন তুমি এত দূরে দাঁড়িয়ে আছ; আমার যখন তোমাকে দরকার তখন তুমি আমার কাছ থেকে লুকাচ্ছ কেন?"[3] ঈশ্বর কি সত্যিই তা করেন? আমরা জানি যে ঈশ্বর বিশ্বস্ত, কিন্তু কখনো কখনো আমরা বুঝতে পারি না কেন তিনি এমন কিছু করেন না যা তাঁর করা উচিত বলে আমরা মনে করি। এটা ভাবা ভুল যে ঈশ্বর বিশ্বস্ত হচ্ছেন না; কিন্তু আপনি যদি এই ভাবে অনুভব করেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো জিনিস কী? এটা নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলুন। তাঁকে তা ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিন। তিনি আপনাকে জিনিসগুলিকে বুঝতে সাহায্য করবেন। এটি কোনোকিছু তিক্ত হয়ে ওঠার চেয়ে অনেক ভালো।

যখন অন্যেরা আপনার সাথে অন্যায় করে, তখন কি বিচারের জন্য প্রার্থনা করা সঠিক? আপনার বিশ্বস্ততার জন্য পুরষ্কার চাওয়া কি ঠিক যখন আপনি মনে করেন যে আপনি যা পাচ্ছেন তার চেয়ে আরো ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য? সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা কি ঠিক যখন আপনি জানেন যে আপনি যে পরিস্থিতিতে পড়েছেন আপনি সেটারই যোগ্য? এই সমস্ত প্রার্থনা গীতের মধ্যে আছে। গীত আমাদের দেখায় যে আমাদের সবকিছু নিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া উচিত।

যদি আমরা ঈশ্বরের সাথে এমন একটি সম্পর্কের মধ্যে থাকি যার কোনো সীমা নেই, তবে তিনি আমাদের জীবনের প্রতিটি অংশ ভাগ করে নেন; সবকিছুই তাঁর কাছে উৎসর্গিত। এর মানে হল যে আমাদের জীবনের সবকিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর আসল অর্থ লাভ করে। সেই সম্পর্কের আলোয় আমাদের জীবনে যা সম্পন্ন হয় তা আমাদের বোঝা উচিত।

সবকিছু সমন্বয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে আনার মাধ্যমে তার যথাযথ স্থান এবং মূল্য লাভ করে। আপনি যদি সবকিছু নিয়ে প্রার্থনা না করেন, তবে শীঘ্রই অনেক কিছুর কোন মানে থাকবে না। অনুভূতিগুলি অনুপাতের হার ছাড়িয়ে যাবে। সিদ্ধান্তগুলি বিপথগামী হবে। মনোভাব অসংলগ্ন হবে। আপনার মধ্যে থেকে নিরুৎসাহিতা এবং তিক্ততা উৎপন্ন হওয়া শুরু হবে।

---

3 গীতসংহিতা ১৩:১ পদের ভাষান্তর।

যে ব্যক্তি বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, হতাশ, অন্যের প্রতি তিক্ত, বা এমনকি সমৃদ্ধ এবং ভুল দিকে মনোযোগী, সে ঈশ্বরের সাথে সবকিছু নিয়ে কথা বলছে না যা তার করা উচিত। যে ব্যক্তি অনেক চিন্তিত, সে বেশি প্রার্থনা করে না; যে ব্যক্তি প্রচুর প্রার্থনা করে, সে খুব বেশি চিন্তা করে না।

একটি গিটারকে মাঝে মাঝেই টিউন করতে হয়, বিশেষ করে যখন সেটিকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, এটি ধাক্কা খায়, পড়ে যায়, চোট লাগে, বা কোনো আঘাত লাগে। আমরাও গিটারের মতো। আমাদের সেই ক্রমাগত টিউনিং প্রয়োজন যা ঈশ্বর আমাদেরকে প্রদান করেন যখন আমরা নিজেদেরকে তাঁর কাছে উপস্থাপন করি।

সদাপ্রভু ভগ্নচিত্ত হৃদয়ের লোকদের নিকটবর্তী (গীত ৩৪:১৮)। আমাদেরকে অবশ্যই নম্র এবং অনুগত হতে হবে, ঈশ্বরের কাছে সবকিছু উপস্থাপন করতে হবে এবং আমরা যেন অবশ্যই তাঁকে তাঁর মতো করে উত্তর দিতে দিই। যখন আমরা সবকিছুকে ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়ার জন্য উপস্থাপন করি, তখন আমরা সেগুলিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি।

▶ আপনি কী নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন? তাঁর সাথে আপনার কথা বলার বিষয়গুলি কী কী?

গ্রুপে আলোচনার জন্য

আলোচনাকে উৎসাহিত করার জন্য নিচের কিছু প্রশ্ন ব্যবহার করুন:

▶ আপনি কখনো ঈশ্বরের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রলোভিত হয়েছেন?

▶ আপনার কখনো মনে হয়েছে যে ঈশ্বরের কোনোকিছু একটু আলাদাভাবে করা উচিত?

▶ আপনি কখনো কোনোকিছু নিয়ে প্রার্থনা করার সময়ে সেটির বিষয়ে আপনার মনোভাব পরিবর্তন করেছেন?

▶ আপনার জীবনে কি এমন কোনো ক্ষেত্র আছে যেগুলি নিয়ে আপনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলা এড়িয়ে চলেন? কেন?

▶ আপনার জীবনে এমন কোনো ক্ষেত্র আছে যেটি নিয়ে আপনি সত্যিই প্রার্থনা করার কথা বিবেচনা করেন না?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি চাই আমার সবকিছুতে তুমি যথার্থ মূল্য এবং আমার জীবনে যা কিছু ঘটে, সেই সবকিছুতে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করো। আমি তোমার সামঞ্জস্যতার জন্য তোমার কাছে আমার সমস্ত অনুভূতি নিয়ে আসতে চাই।

আমার জীবনের সমস্ত কিছু তোমার কাছে উন্মুক্ত করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হতে চাই। আমি চাই তোমার সাথে আমার সম্পর্কে আমার সবকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকুক।

তোমাকে আরো ভালো করে জানার মাধ্যমে আমাকে ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

গীত ৩৪ অধ্যায় পড়ুন। সবকিছু ঈশ্বরের কাছে আনা যায় – এই বিষয়ে দায়ূদের আত্মবিশ্বাসের উপর একটি প্যারাগ্রাফ লিখুন। ১৫ এবং ১৮ পদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন।

পাঠ ১০
বিশ্বাসের পরিশোধন

বড় আইডিয়া

“আমার বিশ্বাস পরীক্ষা সহ্য করার ফলে আমি আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পাই।”

পাঠের উদ্দেশ্য

কীভাবে সাত ধরণের পরীক্ষা আমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করে এবং বৃদ্ধি করে তা দেখা।

বিশ্বাসের পরীক্ষা

► কেউ কি এর মধ্যে কোনো কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন?

► কেউ কি কখনো ভেবে দেখেছনে কেন কঠিন সময় আসে?

আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো কঠিন সময় এসেছে, এবং আপনার জীবনে এমন কোনো আসবে যখন আপনাকে খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

কেন কঠিন সময়গুলি গুরুত্বপূর্ণ তার একটি বর্ণনা ১ পিতর ১:৬-৭-এ দেওয়া হয়েছে।

> এই কারণে তোমরা মহা উল্লসিত হয়েছ, যদিও বর্তমানে কিছু সময়ের জন্য সমস্ত রকম পরীক্ষায় তোমাদের দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। সোনা আগুনের দ্বারা পরিশোধিত হলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তার থেকেও বহুমূল্য তোমাদের বিশ্বাস তেমনি আগুনের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়েছে যেন যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে তা প্রশংসা, গৌরব ও মর্যাদা লাভ করতে পারে।

সোনাকে তার মূল্যের কারণে পরিশোধন করার একটি তীব্র প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কয়লা টন দ্বারা ওজন করা হয়; সোনার ওজন আউন্স বা গ্রাম দিয়ে করা হয়।

বিশ্বাস আরো বেশি মূল্যবান, তাই, অধিক পরিশোধনেরও যোগ্য।

► বিশ্বাস কী?

মাঝে মাঝে লোকেরা বিশ্বাসের একটি সংজ্ঞা হিসেবে ইব্রীয় ১১:১-এর উল্লেখ করে: “এখন বিশ্বাস হল, যা আমরা আশা করি, সে বিষয়ের নিশ্চয়তা এবং যা আমরা দেখতে পাই না, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া।”

বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস থাকতে পারে। কিন্তু, একটি ধরণ আছে যা অন্য সবকিছুর ভিত্তি, এবং এটি ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয়।

এই পদটির পরে ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে আরেকটি পদ আছে যেটি বিশ্বাস সম্পর্কে অন্য একটি সংজ্ঞা দেয়:

> কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। কারণ যে ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আসে, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি আছেন এবং যারা আন্তরিকভাবে তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দেন। (হিব্রীয় ১১:৬)।

সবচেয়ে প্রাথমিক বিশ্বাস হল যে ঈশ্বর তাদেরকে সাড়া দেন যারা সঠিকভাবে তাঁর অনুসন্ধান করে। এটি হল বিশ্বাস করা যে ঈশ্বরের প্রতিদান অর্জনযোগ্য এবং যেকোনো কিছুর চেয়ে মূল্যবান।

এই বিশ্বাস বিভিন্ন পরীক্ষার সময়ে পরখ করা হয়। পরীক্ষার সময়ে, আমরা সন্দেহ করতে প্রলুব্ধ হই যে ঈশ্বর কি সত্যিই আমাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা দেবেন। আমরা ভাবতে প্রলুব্ধ হই যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে কিছু কাজ আমাদের দিকে থেকেও করা প্রয়োজন।

অবাধ্যতা হল নিরলস ভাবে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাওয়ার বিপরীত। একজন ব্যক্তি বিশ্বাসের অভাবের কারণে ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যখন কোনো ব্যক্তির ঈশ্বরের বিরুদ্ধে খারাপ মনোভাব থাকে, তখন সেটাও বিশ্বাসের অভাব, কারণ এটি হল ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করা।

প্রতিটি পরীক্ষা হল বিশ্বাসের পরীক্ষা। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার পরিবর্তে আপনার বিশ্বাসের হাল ছেড়ে দেওয়া এবং কোনো ভুল কাজ করা বা কোনো ভুল মনোভাবকে গ্রহণ করা হল একটি প্রলোভন। বিশ্বাস হল প্রতিটি পরীক্ষার উপর বিজয়, কারণ বিশ্বাস দ্বারাই আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস বা ভরসা করি এবং প্রার্থনা ও বাধ্যতা দ্বারা তাঁর ইচ্ছার অনুসন্ধান করতে থাকি।

> কারণ ঈশ্বর থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তি জগৎকে জয় করে। আমাদের জয় এই যে, আমাদের বিশ্বাসই জগতকে পরাস্ত করেছে। (১ যোহন ৫:৪)।

জগতের নির্দেশনা হল ঈশ্বর বিরোধী। জগত বাস্তবতা থেকে সবকিছুকে আলাদাভাবে দেখানোর চেষ্টা করে, ভুলকে স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা করে। বিশ্বাস দ্বারা, আমরা মনে রাখি যে যারা সযত্নে তাঁর অনুসন্ধান করে ঈশ্বর হলেন তাদের পুরস্কারদাতা। তাই, প্রত্যেকটি পরীক্ষাই হল একটি বিশ্বাসের পরীক্ষা; বিশ্বাস হল প্রতিটি পরীক্ষার উপর বিজয়।

বিশ্বাসের পরীক্ষাগুলি আমাদের ধ্বংস করে দেয় যদি আমরা আমাদের বিশ্বাস ছেড়ে দিই, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সহনশীল হলে সেগুলি আমাদের উপকার করে। পরীক্ষায় বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং আরো শক্তিশালী হয়। এটির একটি কারণ হল ঈশ্বর আমাদের কাছে পরীক্ষা আসার অনুমতি দেন। সেগুলি এমন একটি প্রক্রিয়া করে দেয় যা আমাদের প্রয়োজন।

> হে আমার ভাইবোনেরা, যখনই তোমরা বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষার সম্মুখীন হও, সেগুলিকে নির্মল আনন্দের বিষয় বলে মনে করো, কারণ তোমরা জানো যে, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা ধৈর্য উৎপন্ন করে। ধৈর্যকে অবশ্যই তার কাজ শেষ করতে হবে, যেন তোমরা পরিপক্ব ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারো, কোনো বিষয়ের অভাব তোমাদের না থাকে (যাকোব ১:২-৪)।

বিশ্বাসের পরীক্ষাগুলি ধৈর্য্যের বিকাশ ঘটায়। ধৈর্য্য মানে কেবল স্বেচ্ছায় অপেক্ষা করা নয়। ধৈর্য্য ধরার মানে হল বিশ্বাসে সহ্য করা। যাকোব পুনরায় বলেছেন, "তোমরা ইয়োবের নিষ্ঠার কথা শুনেছ এবং দেখেছ…" (যাকোব ৫:১১)। ইয়োব কিছু কিছু বিষয় নিয়ে বিভ্রান্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি মারাত্মক দুঃখ এবং পরিস্থিতি সত্ত্বেও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাসে স্থির ছিলেন (ইয়োব ২:৯-১০, ৪২:৭)।

ধৈর্য্য অন্যান্য সমস্ত খ্রিষ্টীয় গুণাবলী নিয়ে আসে। বিশ্বাসের সহ্যশক্তি আমাদেরকে সম্পূর্ণ করে এবং আত্মিকভাবে আমাদের সুসজ্জিত করে। যদি কোনো ব্যক্তি অবিশ্বাসের কাছে হার স্বীকার করতে থাকে, সে বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাবে না। সে

যে কেবল ধৈর্য্যে বৃদ্ধি পাবে না তা-ই নয়, সে প্রেম, সততা, আত্ম-সংযম, এবং অন্যান্য খ্রিষ্টীয় গুণাবলীতেও বৃদ্ধি পাবে না। এটি বিশ্বাসের সহ্যশক্তি দ্বারা ধৈর্য্যের কাজের মাধ্যমে হয়, যার ফলে একজন বিশ্বাসী কোনো কিছুতে অপূর্ণ না থেকে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পরীক্ষার ধরণ

পরীক্ষাসমূহকে অন্তত সাতটি ধরণে ভাগ করা যেতে পারে।

১। **কঠিন পরিস্থিতি।** বিশ্বাসের পরীক্ষা হল

- হতাশা বা ক্রোধের কাছে সমর্পিত হওয়ার প্রলোভন, ভুল মনোভাব গ্রহণ করা
- পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য হঠকারী কাজ করার প্রলোভন
- আপনার নিজের মতো করে সমস্যা সমাধানের জন্য ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার প্রলোভন

২। **অন্যায় ও দুর্ব্যবহার।** বিশ্বাসের পরীক্ষা হল

- অন্যরা দুর্ব্যবহার করেছিল বলে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করার জন্য প্রলোভন
- ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে অনিচ্ছুক হওয়ার প্রলোভন
- খ্রিষ্ট যেমন ক্ষমা করেছেন এবং ভালোবেসেছেন তা করতে অস্বীকার করার প্রলোভন

৩। **শারীরিক কষ্ট।** বিশ্বাস প্রাণহীন মনে হতে পারে; উদ্যম দুর্বল হতে পারে। বিশ্বাসের পরীক্ষা হল

- হতাশার কাছে সমর্পণের প্রলোভন
- ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে আনন্দ বা বিনোদন খোঁজার প্রলোভন

৪। **দুঃখজনক ঘটনা।** দুঃখজনক ঘটনা হল সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি যেগুলি আমাদের ধ্বংস করে দিতে পারে। বিশ্বাসের পরীক্ষা হল

- ঈশ্বরের প্রেম এবং উত্তমতাকে সন্দেহ করার প্রলোভন
- ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণকে সন্দেহ করার প্রলোভন

৫। **বিভ্রান্তি।** বিশ্বাসের পরীক্ষা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা জেনেও তার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের বোধগম্যতার কাছে সমর্পণ করার প্রলোভন।

৬। **নির্যাতন।** নির্যাতন হল এমন একটা সময় যখন মনে হয় যে জাগতিক, মন্দ শক্তিরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্বাসের পরীক্ষা হল কষ্টভোগ এড়িয়ে চলতে চাওয়ার প্রলোভন।

৭। **পাপের প্রলোভন।** পাপের প্রলোভন এমন একটি সময় যখন জগতের প্রস্তাবিত বিষয়টিকে আত্মিক আনন্দ এবং চিরন্তন পুরস্কারের চেয়ে ভালো বলে মনে হয়। বিশ্বাসের পরীক্ষা হল পাপের আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণের প্রলোভন।

এগুলির প্রত্যেকটিই সন্দেহের প্রলোভন নিয়ে আসে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করা, ঈশ্বরের পুরস্কারের অনুসন্ধান করাই হল সর্বোত্তম উপায়। তাই এটিকে বিশ্বাসের পরীক্ষা বলা হয়। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী যদি পরিস্থিতি নির্বিশেষে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ বিশ্বাস রাখে, তাহলে তার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে কারণ এটিই সঠিক বলে প্রমাণিত।

ঈশ্বর আমাদের সীমা জানেন। যখন কোনো ব্যক্তি হাল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার কারণ এই নয় যে সে যা করেছে তা সত্যিই খুব বেশি ছিল, বরং সেটির কারণ হল সে মনে করে যে, যা আসছে তা সে সহ্য করতে পারবে না। এই কারণেই একজন ব্যক্তি বলে, "আমি আর নিতে পারছি না," বা "আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়"। সে যা আসছে বলে মনে করে তা থেকে বাঁচার জন্য হাল ছেড়ে দেয়। আমরা যদি আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তাঁর সক্ষম অনুগ্রহে বিশ্বাস করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের বিজয় দেবেন তা জেনে আমরা যা কিছু আসে তার মোকাবিলা করতে পারি।

> মানুষের কাছে সাধারণভাবে যেমন ঘটে থাকে, তা ছাড়া অন্য কোনো প্রলোভন তোমাদের প্রতি ঘটেনি। আর ঈশ্বর বিশ্বস্ত। তোমরা যা সহ্য করতে পারো, তার অতিরিক্ত কোনো প্রলোভনে তিনি তোমাদের পড়তে দেবেন না। কিন্তু তোমরা যখন প্রলোভিত হও, তিনিই তোমাদের রক্ষা পাওয়ার পথও করে দেবেন, যেন তার মধ্যেও তোমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারো। (১ করিন্থীয় ১০:১৩)।

আপনার সাথে একই ধরণের পরীক্ষা বহুবার ঘটতে পারে। তাই, সাময়িক আত্মসমর্পণ আপনাকে এটি থেকে বেরিয়ে আসতে দেবে না। আমাদের কিছু কিছু পরীক্ষাকে অনন্য ভাবার প্রবণতা আছে যে সেটি আর কখনো ঘটবে না। সত্যিই কোনো পরীক্ষা অনন্য নয়, এবং এটি অন্য কোনোভাবে পুনরায় আসবে। বিশ্বাসের ব্যর্থতা আপনাকে দুর্বল করে দেয় এবং আপনার পুনরায় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একটি পরীক্ষাকে জয় করা আপনাকে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য দৃঢ় করে তুলবে।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

কিছুজনকে তাদের সাম্প্রতিককালে সম্মুখীন হওয়া কোনো পরীক্ষার কথা এবং এটির ফলাফল কি ছিল সে সম্পর্কে বলতে বলুন। তাদের কাছে জানতে চান যে কীভাবে এটি একটি বিশ্বাসের পরীক্ষা ছিল। কেউ কেউ এমন কোনো বিশ্বাসের পরীক্ষার কথা বলতে ইচ্ছুক হতে পারে যা তারা এখন মোকাবিলা করছে। তাদের বলা হয়ে গেলে, জিজ্ঞাসা করুন:

► আপনি যাতে এই বিশ্বাসের পরীক্ষাটি সহ্য করতে পারেন তার জন্য আপনার কোন বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার সাথে সবসময়ে থেকে প্রত্যেক পরীক্ষায় আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাসকে আরো শক্তিশালী করতে আমাকে সাহায্য করো। আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে কঠিন সময় হল বিশ্বাসের একটি চ্যালেঞ্জ, এবং সেইজন্য আমার বিশ্বাসকে অবশ্যই ধৈর্য্যশীল হতে হবে।

আমি পরিস্থিতি নির্বিশেষে তোমাকে বিশ্বাস করে যেতে চাই। আমি সবসময়ে তোমার প্রতি অনুগত থেকে আমার বিশ্বাস প্রকাশ করব।

বিশ্বাসের উন্নতির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যা তুমি আমাকে পরীক্ষায় বিজয়ী করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

যাকোব ৫:৭-**১১** পড়ুন। বিশ্বাসে ধৈর্য্যশীল থাকার জন্য আমাদেরকে যে কারণগুলি দেওয়া হয়েছে তা লক্ষ্য করুন। উদাহরণ হিসেবে ভাববাদীদের উল্লেখ রয়েছে। আপনি এমন লোকেদের জানেন যারা বিশ্বাস দ্বারা কষ্ট সহ্য করেছিল? তারা তা না করলে কী হত?

পাঠ ১১

আত্মিক শৃঙ্খলাসমূহ প্রতিষ্ঠা

বড় আইডিয়া

“আমি ঈশ্বরের সাথে আমার সম্পর্কের উন্নতির জন্য সময় এবং প্রয়াসের প্রতিজ্ঞা করি।”

পাঠের উদ্দেশ্য

কীভাবে দশটি পরিকল্পিত অনুশীলন আমাদের আত্মিকভাবে সাহায্য করে তা দেখা।

ভূমিকা

► কীভাবে একজন খেলোয়াড় তার অগ্রাধিকারগুলি প্রকাশ করে? একজন সঙ্গীতবিৎ? একজন শিক্ষার্থী?

এদের প্রত্যেকের জন্যই উত্তরটা সমান। যেহেতু তারা তাদের অগ্রাধিকারগুলি নিয়ে সচেতন, তারা উন্নতি এবং সাফল্যের জন্য নিজেদেরকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করে।

► আত্মিক অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি সম্বন্ধে কী বলা যায়? ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের কি উদ্দেশ্যমূলক শৃঙ্খলা প্রয়োজন?

আত্মিক শৃঙ্খলা হল স্বেচ্ছাকৃত অনুশীলন যা আত্মিক অগ্রাধিকারগুলি মেনে চলার এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হয় এবং বজায় রাখা হয়। উদাহরণগুলি হল নিয়মিত প্রার্থনা করা, বাইবেল পড়া এবং মন্ডলীতে উপস্থিতি। এগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে বলে অনুমান না করে আমাদের অবশ্যই এগুলি পালন করার পরিকল্পনা করতে হবে, এগুলির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে এবং এগুলির জন্য সময়সূচী তৈরি করতে হবে। যে কোনো সার্থক লক্ষ্যের জন্য শৃঙ্খলা প্রয়োজন।

এই অনুশীলনগুলিকে “অনুগ্রহের উপায়” এই অর্থে বলা যেতে পারে যে ঈশ্বর এগুলিকে এমন মাধ্যম হিসেবে পরিকল্পনা করেছেন যেগুলির দ্বারা তিনি আমাদের বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনুগ্রহ প্রদান করেন৷ এগুলি যান্ত্রিক অর্থে অনুগ্রহ লাভ করা নয়–যেন কুড়ি মিনিটের প্রার্থনা কুড়ি কেজি অনুগ্রহ তৈরি করে। পরিবর্তে, এগুলি কেবল তখনই কার্যকর হয় যখন বিশ্বাসীর বিশ্বাস এগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি এগুলিকে নিছক আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে পালন করে, তবে সে এগুলি থেকে খুব বেশি কিছু লাভ করবে না।

আত্মিক শৃঙ্খলা ঈশ্বরের কাছে আমাদেরকে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্য সাধন করে না। আমরা অনুগ্রহ দ্বারা গৃহিত। যদি কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্ষমার বিষয়ে নিশ্চিত না হয়, তাহলে সে আত্মিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে ক্ষমা পেতে পারে না।

আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি সম্পর্কে কিছু বিবেচনা

- এগুলি একটি লক্ষ্যের মাধ্যম, এগুলি নিজেরা লক্ষ্য নয়।
- এগুলি আত্মিক অবস্থার সুনির্দিষ্ট পরিমাপ নয়।
- এগুলি ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার বিকল্প নয়।
- উত্তম ফলাফলের জন্য এগুলিকে অবশ্যই স্বেচ্ছাকৃত হতে হবে।

► কেন উত্তম ফলাফলের জন্য আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি স্বেচ্ছাকৃত হওয়া আবশ্যক?

যে কারণগুলির জন্য এগুলি স্বেচ্ছাকৃত হওয়া আবশ্যক:

- কারণ প্রকৃত ব্যক্তিগত অগ্রাধিকারগুলি স্বেচ্ছায় নির্ধারিত হয়। যদি কেউ আপনাকে এটি করতে জোর করে, এটি সেক্ষেত্রে আপনার পরিবর্তে তার অগ্রাধিকার হয়ে যায়।
- কারণ একটি সম্পর্ক কেবল স্বেচ্ছায় প্রেমের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।
- কারণ অনুগ্রহ কেবল তখনই প্রদত্ত হয় যদি শৃঙ্খলা ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রকাশ করে।

আত্মিক শৃঙ্খলা প্রসারিত করার জন্য, একজন লিডার লোকেদেরকে সেগুলি পালন করতে জোর করার চেষ্টা করার পরিবর্তে সেগুলির উপকারিতাগুলি বর্ণনা করবেন।

আত্মিক শৃঙ্খলাসমূহের একটি তালিকা

এই বিভাগে দেওয়া সবকটি রেফারেন্স দেখা জরুরী নয়। পরে, স্টাডি অ্যাসাইনমেন্টে শিক্ষার্থীদের সেগুলি করতে বলা হয়েছে। আপনি পাঠটি চলাকালীন সময় অনুযায়ী কয়েকটি বেছে নিতে পারেন।

১। **প্রার্থনা।** প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রার্থনার জন্য দৈনন্দিন একটি নির্ধারিত সময় থাকা উচিত।

২। **বাইবেল অধ্যয়ন।** গীত ১১৯ একজন আরাধনাকারীর জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের কাজ দেখায়।

৩। **উপবাস।** ইতিহাস জুড়ে মহান খ্রিষ্টীয় দৃষ্টান্তগুলি নির্ধারিত উপবাসের একটি উদাহরণ স্থির করেছে। বাইবেলে উপবাসের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়ার একাধিক উদাহরণ রয়েছে। যিশু চেয়েছিলেন যে তাঁর শিষ্যরা তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজ শেষ হওয়ার পর উপবাস করবে (মথি ৯:১৫, মথি ৬:১৬-১৮)।

৪। **মন্ডলীতে উপস্থিতি।** বিশ্বাসীদের আরাধনা, প্রার্থনা, সংশোধন, এবং শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য একত্রিত হওয়া উচিত (ইব্রীয় ১০:২৫)।

৫। **প্রভুর ভোজ।** ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬ এই রীতির বিষয়ে খ্রিষ্টের প্রতিষ্ঠানকে বর্ণনা করে এবং দেখায় যে মন্ডলী আক্ষরিক অর্থে তা অনুশীলন করত।

৬। **আত্মিক দায়বদ্ধতা।** আমাদের একজন পরামর্শদাতার আত্মিক নির্দেশনার অধীনে থাকা প্রয়োজন (ইব্রীয় ১৩:১৭)। আমাদের ব্যক্তিগত আত্মিক প্রয়োজন সম্পর্কে একসাথে প্রার্থনা করতে হবে (যাকোব ৫:১৬)। আমাদের কাছের খ্রিষ্টীয় বন্ধুদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন যাতে আমরা তাদের ভারবহন করতে পারি (গালাতীয় ৬:২)।

৭। **দান।** ইব্রীয় ১৩:১৬ আমাদেরকে উত্তম কাজ এবং দান করার কথা মনে রাখতে বলে। ১ করিন্থীয় ১৬:২ একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য মন্ডলীর সাপ্তাহিক দান প্রদান করার কথা বর্ণনা করে। দশমাংশের নীতি হল সেই উপায় যা ঈশ্বর পূর্ণ-সময়ের পরিচর্যায় সাহায্য করার জন্য পরিকল্পনা করেছেন।

৮। **পরিচর্যা কাজ।** ঈশ্বর পরস্পরের উপকারে ব্যবহার করার জন্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বিভিন্ন আত্মিক বরদান প্রদান করেছেন (১ করিন্থীয় ১২)। প্রত্যেক ব্যক্তির একটি পরিচর্যার ভূমিকা রয়েছে। তাকে তার আহ্বান খুঁজে নিতে হবে এবং এটি পরিপূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে হবে।

৯। **একটি আত্মিক ডায়েরি।** এই শৃঙ্খলাটির কথা শাস্ত্রে নির্দিষ্টভাবে বলা নেই, কিন্তু ঈশ্বরের কাজ মনে রাখার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ (গীত ৭৮:১১)। একটি আত্মিক ডায়েরি কষ্টভোগ, বিজয়, প্রার্থনার উত্তর, পরিচর্যা কাজ, এবং আত্মিক শিক্ষার একটি রেকর্ড হতে পারে। উদ্দেশ্য সহ প্রার্থনা করার জন্য এটি প্রার্থনা সংক্রান্ত উদ্বেগের তালিকা বজায় রাখার একটি উপায়ও হতে পারে।

১০। **ভক্তিমূলক অধ্যয়ন।** একজন বিশ্বাসীর প্রার্থনা, মতবাদ, এবং আত্মিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পড়া উচিত।

কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার শৃঙ্খলা নিয়ে গর্বিত হওয়া ভালো নয়। তবে, অহংকার এড়িয়ে চলার জন্য কারোর আত্মিক শৃঙ্খলাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, ঠিক যেমন একজন মিউজিশিয়ানের অনুশীলন বন্ধ করা উচিত নয়।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

এবার, এই আত্মিক শৃঙ্খলাগুলির প্রতি নির্দিষ্ট অঙ্গীকার করার জন্য এই পাঠের শেষে দেওয়া ফর্মটি ব্যবহার করুন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার জীবনে এই আত্মিক শৃঙ্খলাগুলির জন্য একটি অবস্থান তৈরির মাধ্যমে আত্মিক অগ্রাধিকারগুলির উপর আমার মনোযোগ বজায় রাখার জন্য আমাকে সাহায্য করো। আমি তোমাকে তোমার যোগ্য সময় দিতে চাই।

আমাকে আমার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বস্ত থাকতে সাহায্য করো। আমার আত্মিক উন্নতিতে অহংকার থেকে রক্ষা করো।

আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে আমার আত্মিক শৃঙ্খলাগুলির উদ্দেশ্য হল তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা এবং তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস প্রকাশ করা।

তোমার অনুগ্রহের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যা আমি যা করতে পারি তার বাইরে গিয়ে আমার মধ্যে কাজ করে।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

আত্মিক শৃঙ্খলাগুলির যে তালিকায় যে রেফারেন্সগুলি দেওয়া হয়েছে তা দেখুন। লক্ষ্য করুন এই শৃঙ্খলাগুলিকে কীভাবে খ্রিষ্টীয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বলা হয়েছে। (গীত ১১৯ আগে অধ্যয়ন করা হয়েছে, তাই এই সপ্তাহে পুরো অধ্যায়টি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন নেই।)

ব্যক্তিগত আত্মিক শৃঙ্খলাগুলির অঙ্গীকার

১। **প্রার্থনা।** আমি প্রতিদিন ___________-র সময়ে _____ মিনিট ধরে প্রার্থনা করব।

২। **বাইবেল অধ্যয়ন।** আমি প্রত্যেকদিন ___________-র সময়ে বাইবেল অধ্যয়ন করব। আমি _________________________________-র দ্বারা আমার অধ্যয়ন পরিমাপ করব (সময় বা অন্যান্য কিছু)।

৩। **উপবাস।** আমি প্রত্যেক সপ্তাহে _____________ (কোন দিন) ___________ (কতক্ষণ)-এর জন্য উপবাস করব।

৪। **মন্ডলীতে উপস্থিতি।** আমি নিয়মিত নিম্নলিখিত মন্ডলী সভা এবং বাইবেল স্টাডিগুলিতে অংশগ্রহণ করব:

দিন _____________ সময় _____________

দিন _____________ সময় _____________

দিন _____________ সময় _____________

৫। **প্রভুর ভোজ।** আমি আমার মন্ডলীতে দেওয়া প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করব, যা প্রত্যেক______________ (কতদিন অন্তর) দেওয়া হয় ।

৬। **আত্মিক দায়বদ্ধতা।** আমি প্রত্যেক ______________ (সময়) _______________ (নির্দিষ্ট আত্মিক পরামর্শদাতা)-এর কাছে আমার আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে জানাব এবং তার থেকে আত্মিক নির্দেশনা গ্রহণ করব।

৭। **দান।** আমি _________________________________ (নির্দিষ্ট মন্ডলী)-তে দশমাংশ দেব।

৮। **পরিচর্যা কাজ।** আমি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিয়মিত পরিচর্যা কাজ করব:

৯। **একটি আত্মিক ডায়েরি।** আমি একটি জার্নাল বা ডায়েরি বজায় রাখব যেটি আমি প্রতি সপ্তাহে ______ বার (কতবার) আপডেট করব।

১০। **ভক্তিমূলক অধ্যয়ন।** আমি নিম্নলিখিত ভক্তিমূলক অধ্যয়ন করব:

অঙ্গীকারের তারিখ: _________________________________

যে দিন অবধি মেনে চলা হবে:_________________________

নাম:____

পাঠ ১২

আত্মিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ

বড় আইডিয়া

“ঈশ্বর আমাকে একটি নিবিড় আত্মিক সমাজের মাঝে বৃদ্ধিদান করেন।”

পাঠের উদ্দেশ্য

আত্মিক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সাথে পারস্পরিক আলোচনার প্রয়োজনীতা দেখা।

ভূমিকা

গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারোর দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। যখন আমরা কাজ করি, আমরা জানি যে আমরা যার জন্য কাজ করি তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। যখন আমরা মানুষের সাথে কাজ করি, তখন আমরা চাই তারা ভাবুক যে আমরা ভালো কাজ করি। আমরা আমাদের কাজ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের মতামতকে সম্মান করি।

সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মানুষের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের আচার-আচরণকে সামঞ্জস্য করতে শিখি। অন্যদের প্রতিক্রিয়া আমাদের দেখায় যে কখন তারা সন্তুষ্ট এবং কখন নয়।

এমনকি আমরা যখন কোনো খেলা খেলি, তখনও আমাদের মূল্যায়ন করা হয়। কিছু নিয়ম আছে যা অনুসরণ করতে হয়। অন্যান্য খেলোয়াড় এবং দর্শকরা মন্তব্য করেন। পয়েন্ট গণনা করা হয়। কৃতিত্বগুলি নিয়ে উল্লাস করা হয়, এবং ভুলগুলির সমালোচনা করা হয়।

► যদি কোনো ব্যক্তি তার ভালো কাজ নিয়ে তার সহকর্মীর মতামত নিয়ে চিন্তা না করে তাহলে কী হবে?

► অন্যেরা রূঢ় মনে করলেও যে ব্যক্তির কিছু এসে যায় না, তার ক্ষেত্রে কী ঘটে?

► আপনার কোন খেলাটি খেলতে ভালো লাগে? সেই খেলার নিয়মগুলি কীভাবে আপনার খেলার ধরণকে প্রভাবিত করে?

আমাদের আত্মিক জীবন সম্বন্ধে কী বলা যায়? অন্যদের মূল্যায়ন কি গুরুত্বপূর্ণ? অন্যেরা আপনার আত্মিক অবস্থা নিয়ে কী ভাবে, তা কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ? আপনি কি জানেন আপনার কাছের বন্ধুরা আপনার আত্মিক অবস্থা নিয়ে কী ভাবে? আপনি কি মূল্যায়িত হতে ইচ্ছুক এবং আপনি যা শুনছেন সেই অনুযায়ী মানিয়ে নিতে চান? সঠিক মূল্যায়ন কোথায় হবে তা কি আপনি জানেন?

আমাদের আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রয়োজন।

আত্মিক দায়বদ্ধতা আমাদেরকে সেই ব্যক্তিদের থেকে যথার্থ মূল্যায়ন প্রদান করে যারা আমাদেরকে আত্মিকভাবে মানিয়ে নিতে এবং বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে।

আত্মিক দায়বদ্ধতা থাকার অর্থ হল এমন কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করা যে আপনাকে আত্মিক নির্দেশনা প্রদান করে।

আত্মিক দায়বদ্ধতাযুক্ত একজন ব্যক্তি

- তার আত্মিক অবস্থার কথা জানায়
- আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি পালনের ক্ষেত্রে তার সাফল্য এবং ব্যর্থতার কথা জানায়
- ভবিষ্যতের জন্য তার অঙ্গীকারের কথা জানায়

কেন আমাদের আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রয়োজন

আত্মিক দায়বদ্ধতা ছাড়া, আমরা শাস্ত্রের সমস্ত আজ্ঞা পূরণ করতে পারব না; এবং আমরা সেই উপায়টি অবহেলা করব যা ঈশ্বর আমাদের বিজয় এবং আত্মিক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ দানের জন্য পরিকল্পনা করেছেন।

> … তোমরা পরস্পরের কাছে পাপস্বীকার করো ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করো, যেন তোমরা আরোগ্য লাভ করতে পারো।… (যাকোব ৫:১৬)।

একজন ব্যক্তি এমন সম্পর্ক ছাড়া ব্যক্তিগত ব্যর্থতাগুলি স্বীকার করবে না যা সেটিকে সহজ করে তোলে। যদি সে এমন একজনের কাছে স্বীকার না করে যে তার দোষের জন্য প্রার্থনা করবে, তাহলে সে সেই চাহিদাগুলি পূরণের জন্য ঈশ্বরের তৈরি করা উপায়গুলিকে অবহেলা করছে। এই পদে উল্লিখিত নির্দেশটির পরে একটি প্রতিজ্ঞা আছে, “ধার্মিকদের প্রার্থনা শক্তিশালী ও কার্যকরী।”

> প্রত্যেকে একে অপরের ভারবহন করো, এভাবে তোমরা খ্রীষ্টের বিধান পূর্ণ করবে। (গালাতীয় ৬:২)।

যদি আমরা কাউকে খুব ভালোভাবে না জানি, তাহলে আমরা তার গুরুতর ভারগুলি সম্পর্কে জানতে পারব না। বেশিরভাগ লোকই একটি বড় সভায় তাদের গুরুতর বোঝাগুলি নিয়ে কথা বলবে না। এটি সম্ভব করে এমন একটি সম্পর্কের মধ্যে না থাকলে আমরা এই শাস্ত্রীয় আদেশটি পূরণ করতে পারি না।

> আবার এসো, আমরা এও বিবেচনা করে দেখি, কীভাবে আমরা পরস্পরকে প্রেমে ও সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। (ইব্রীয় ১০:২৪)।

কোন অনুপ্রেরণা এবং তিরস্কারের প্রয়োজন, তা দেখার জন্য আমাদের প্রেমের উদ্দেশ্য নিয়ে একে অপরকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করতে হবে। উৎসাহগুলি অগভীর হবে, এবং তিরস্কার প্রতিরোধ করা হবে যদি না অন্য ব্যক্তির সাথে আমাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকে।

> তোমাদের নেতাদের নির্দেশ মেনে চলো ও তাদের কর্তৃত্বের বশ্যতাধীন হও। যাদের জবাবদিহি করতে হবে, এমন মানুষের মতো তাঁরা তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।… (ইব্রীয় ১৩:১৭)।

বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী যেকোনো আত্মিক কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন থাকতে চায়। তারা তাদের পাস্টার এবং অন্যদের থেকে যেকোনো নির্দেশ সহজে প্রত্যাখান করে। ঈশ্বর চান আমরা যেন আত্মিক কর্তৃত্বের অধীনে থাকি। অন্যদের আত্মার জন্য দায়বদ্ধ থাকার উদ্দেশ্য ঈশ্বর পরিপক্ক এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন।

আপনার জীবনে আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে নিজেকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করুন।

আমার কি কোন সম্পর্ক আছে যা অনুমতি দেয় যে:

- কেউ আমাকে আমার সবচেয়ে গুরুতর বোঝা বহন করতে সাহায্য করবে?
- আমি কারোর কাছে আমার দোষ স্বীকার করব?

- আমি কাউকে তার বোঝা বহন করতে সাহায্য করব?
- কেউ আমার বর্তমান আত্মিক অবস্থায় সাহায্য করবে?

এমন কি সময় আছে যে যখন এই ধরণের সম্পর্কের অভাব বোধ করি:

- যখন কেউ থাকে না তখনও কি আমি ভরসা রাখতে পারি?
- আমি যখন খুশি যে আমার অবস্থা কেউ জানে না?
- যখন আমি আমার আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি সম্পর্কে জানাতে চাই না?

এমন কি কেউ আছে যার আত্মিক কর্তৃত্ব আমি গ্রহণ করেছি?

- কখন আমি তার নির্দেশনা মেনে নিয়েছি?
- আত্মিক বিপদসমূহ নিয়ে তার সর্তকতাগুলি কি আমার প্রয়োজন?

আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করবে এমন সম্পর্ক কীভাবে গড়ে তুলতে হয় তা দেখা যাক।

আত্মিক দায়বদ্ধতা কার্যকরী হয় যখন সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকে…

১। **গোপনীয়তা।** আপনি আপনার ব্যক্তিগত কথা অন্যদের সাথে শেয়ার করা না হোক।

২। **নিশ্চয়তা যে অন্যেরা আপনাকে গ্রহণ করে এবং আপনার বিষয়ে খেয়াল রাখে।** আপনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চান না যারা আপনার দুর্বলতাগুলিকে আপনার বিরুদ্ধেই কাজে লাগাতে পারে।

৩। **আলোচনার জন্য একটি নির্ধারিত সময়।** এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাও ঘটতে পারে, মাঝে মাঝে হতে পারে যখন আপনারা একসাথে থাকেন।

এই ধরণের আত্মিক দায়বদ্ধতা ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের মধ্যে বা একটি ছোটো গ্রুপে সম্পন্ন করতে পারে।

কাউকে আত্মিকভাবে দায়বদ্ধতায় ধরে রাখার অর্থ হল যে আপনি তাকে নিয়মিত জিজ্ঞাসা করবেন…

- আপনার আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি কেমনভাবে পালন করছেন?
- আপনি কি আত্মিক বিজয় লাভ করেছেন?
- আপনি সাম্প্রতিক যে অঙ্গীকারগুলি করেছেন সেগুলি কি অনুসরণ করছেন?
- আপনি সম্প্রতি যে সত্য শিখেছেন তার জন্য কোন নির্দিষ্ট অঙ্গীকারটি আপনার করা প্রয়োজন?

জন ওয়েসলি আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ছোটো ছোটো গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারা তাদের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছিলেন:

> আমাদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের এই আজ্ঞাটি মেনে চলা, "তোমরা পরস্পরের কাছে পাপস্বীকার করো ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করো, যেন তোমরা আরোগ্য লাভ করতে পারো।"
>
> এই উদ্দেশ্য সাধনে, আমাদের অভিপ্রায় হল
>
> ১। সপ্তাহে অন্তত একবার সাক্ষাৎ করা।
>
> ২। কোনো বিশেষ পরিস্থিতি না ঘটলে, নির্ধারিত সময়ে চলে আসা।

৩। একদম সঠিক সময়ে গান বা প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু করা।

৪। চিন্তা, কথা বা কাজে আমরা যে ত্রুটিগুলি করেছি এবং আমাদের শেষ সাক্ষাতের পর থেকে আমরা যে প্রলোভনগুলি অনুভব করেছি সেগুলি সহ প্রত্যেকের কাছে আমাদের আত্মার প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টভাবে এবং নির্দ্বিধায় বর্ণনা করা।

৫। উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রার্থনা সহ প্রতিটি মিটিং শেষ করা।

৬। কোনো ব্যক্তি তার নিজের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য যেন সেখানে উপস্থিত থাকে। তারপর, তাদের অবস্থা, পাপ, এবং প্রলোভন বিবেচনা করে, যতগুলি অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন প্রয়োজন, তা এক এক করে জানতে চাওয়া।

অনেক ছোটো গ্রুপের কাছেই প্রতিটি সদস্যকে ব্যক্তিগত আত্মিক শৃঙ্খলার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা, তারপর সেই লক্ষ্যগুলি পূরণে তার সাফল্যের বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে এটি উপকারী হয়ে উঠেছে।

কিছু কিছু গ্রুপ একটি চুক্তিপত্র (covenant) তৈরি করেছে যেখানে প্রত্যেক সদস্যকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। একটি গ্রুপের চুক্তিপত্রের উদাহরণ দেওয়া হল:

> আমি প্রতি সপ্তাহে, যখনই সম্ভব এই গ্রুপের সাথে দেখা করার প্রতিজ্ঞা করছি। আমি আমার জীবনের আত্মিক ঘটনা এবং অবস্থা সততার সাথে জানাবো। আমি আমার সহকর্মী গ্রুপ সদস্যদের উৎসাহ, দিকনির্দেশনা এবং দায়বদ্ধতা প্রদান করার চেষ্টা করব। আমি ঈশ্বরের বাক্যের জীবন-পরিবর্তনকারী সত্যের জন্য আমার হৃদয় খুলে দেব। আমি এই সভাগুলিতে আলোচিত ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি সম্পূর্ণ গোপন রাখব। আমি প্রতিদিন আমার গ্রুপের প্রতিটি সদস্যের জন্য প্রার্থনা করব। আমি আত্মিক শৃঙ্খলার জন্য দায়বদ্ধতার কাছে সমর্পিত হব।

একজন বিশ্বাসীর আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রয়োজন, যা আত্মিকভাবে পরিপক্ক ব্যক্তি বা একটি গ্রুপের মাধ্যমে প্রদত্ত হতে পারে। এটি হল একটি অন্যতম উপায় যেটি ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহ প্রদান করার জন্য ব্যবহার করেন।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

গ্রুপের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করুন:

► আপনি কি আত্মিক দায়বদ্ধতার জন্য কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন দেখতে পান?

এই পাঠের কিছু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন যেগুলি একজন ব্যক্তিকে তার দায়বদ্ধতার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

জানতে চান যে তারা পরস্পরের জন্য আত্মিক যত্নের বিষয়ে শাস্ত্রীয় আজ্ঞা পূরণ করছে কিনা।

পাঠ ৮-এ ব্যক্তিগত শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে পৃথক লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য একটি ফর্ম দেওয়া রয়েছে। কীভাবে রিপোর্ট করতে হবে তা নিয়ে গ্রুপে আলোচনা করতে হবে। একটি খুব ছোটো গ্রুপে, সদস্যরা গ্রুপেই রিপোর্ট করতে পারে। একটি বড় গ্রুপের ক্ষেত্রে, এই রিপোর্টটি করার জন্য গ্রুপটি তিনটি ছোটো দলে বিভক্ত হতে পারে। যদি নতুন সদস্যরা গ্রুপে যোগদান করে, তাহলে তাদের অবিলম্বে রিপোর্ট করার প্রয়োজন নেই। গ্রুপে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য তাদের পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি তোমার বাক্যের সমস্ত আদেশ পালন করার জন্য বিশ্বস্ত হতে চাই। আমি আমার ভাই-বোনেদেরকে তাদের বোঝা বহন করতে সাহায্য করতে চাই; আমি তাদের উৎসাহিত করতে চাই; আমি তাদের কাছে আমার ব্যর্থতা স্বীকার করতে চাই যাতে তারা আমার জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

আমি আত্মিক লিডারদের গ্রহণ করতে চাই যাদেরকে তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য আহ্বান করেছ।

আমার দোষ স্বীকার করার জন্য যে নম্রতা দরকার এবং অন্যদেরকে তাদের দোষগুলি সংশোধনের ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য যে ভালোবাসা দরকার তা আমাকে দাও। যখন আমি সংশোধিত হই বা অন্যকে সংশোধন করতে সাহায্য করি তখন আমাকে সাহায্য করো যেন আমি রাগ না করি।

আমাকে আত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য যে আত্মিক পরিবার তুমি আমাকে দিয়েছ, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

যাকোব ৫:১৬; গালাতীয় ৬:২; ইব্রীয় ১০:২৪, ইব্রীয় ১৩:১৭ দেখুন। এই পদগুলির সাথে সংযুক্ত অংশটি পড়ুন। আপনি সম্প্রতি সেই নির্দেশাবলী পালন করেছেন এমন নির্দিষ্ট উপায়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করার চেষ্টা করুন। সেগুলিকে আরো ভালোভাবে মেনে চলার জন্য আপনি কোন কোন কাজ শুরু করতে পারেন?

পাঠ ১৩
প্রার্থনার উপকারিতাসমূহ

বড় আইডিয়া

“প্রার্থনা হল ঈশ্বরের আশীর্বাদের একটি মাধ্যম।”

পাঠের উদ্দেশ্য

ঈশ্বরের কাছ থেকে এগারোটি শ্রেণীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে শেখা।

ভূমিকা

► প্রার্থনা করার বিষয়গুলির একটি তালিকা থাকার কি কোনো মূল্য আছে?

► কেউ কি বর্ণনা করবেন যে কীভাবে আপনি আপনার প্রার্থনার একটি তালিকা ব্যবহার করেন?

একটি প্রার্থনার তালিকা সাহায্যকারী কারণ এটি আপনাকে আপনার যা যা নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত, সেই নির্দিষ্ট জিনিসগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। বহু মানুষেরই নির্দিষ্ট ধরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রার্থনা করার প্রবণতা আছে কিন্তু অন্যদের বিষয়ে নয়, যা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই পাঠে আমরা প্রার্থনার উপকারিতার একটি তালিকা দেখব। প্রার্থনার উপকারিতাগুলি তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে, আমরা কিছু কিছু জিনিস দেখব যা নিয়ে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত।

যে যে কারণে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত

আমাদের প্রার্থনা করা উচিত:

১। **ঈশ্বরকে জানার জন্য।** এমন একজন বন্ধুর কথা মনে করুন যে আপনার কাছ থেকে কিছু চাওয়ার দরকার না হলে আপনার সাথে কথা বলে না। এই সম্পর্কটাই বহু লোকের ঈশ্বরের সাথে রয়েছে। তারা তাকে সত্যিকারের জানার জন্য আগ্রহ দেখায় না। অনন্ত ঈশ্বরের সাথে সারা জীবন সুসম্পর্কে থাকা ক্রমাগত অসাধারণ বিষয় উন্মুক্ত করতে থাকবে।

২। **খ্রিষ্টসাদৃশ্যয়/পবিত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য।** ঈশ্বরকে আমরা যত ভালোভাবে জানব, আমরা তত বেশি তার মত হতে চাওয়া উচিত। পাপময় চরিত্র বা অবিশুদ্ধতার বিষয়ে অসচেতন থেকে আমরা প্রকৃতভাবে তাঁর আরাধনা (যার মানে হল তিনি যা তার জন্য তাঁকে সম্মানিত করা) করতে পারি না। যদি আমরা তাঁকে প্রেমময়, ন্যায়পরায়ণ, দয়াময়, ধীর এবং পবিত্র হওয়ার জন্য সমাদর করি, তাহলে আমাদের নিজেদের মধ্যে সেই চরিত্রগুলি বৃদ্ধি পেতে দেখার জন্য আকাঙ্খিত হওয়া উচিত।

৩। **পারিবারিক পরিত্রাণ এবং আশীর্বাদের জন্য।** এই তালিকার আশীর্বাদগুলি আপনার কাছে আসবে, কিন্তু সেইসাথে আপনার পরিজনদের কাছেও প্রবাহিত হবে। একজন ধনী কাকা থাকার চেয়ে, যদি আপনার পরিবারে একটি ধনী প্রার্থনার জীবনসম্পন্ন একজন সদস্য থাকে, তাহলে যে সেই প্রার্থনাগুলির মাধ্যমে যে উপকারগুলি তাদের কাছে

আসবে তা অপরিমেয়। আপনার পরিবারের জন্য সেই ব্যক্তি হন—সেই মাধ্যম হন যার মাধ্যমে প্রার্থনার ফলস্বরূপ ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলি প্রবাহিত হয়। এমনকি সেগুলি ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছেও পৌঁছাবে।

৪। **ব্যক্তিগত অভিষেক এবং পরিচর্যা কাজের বৃদ্ধির জন্য।** প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর একটি মিনিস্ট্রি আছে। কেবল পাস্টার এবং শিক্ষক হিসেবে নয় কিন্তু অভিভাবক, স্বামী/স্ত্রী, বন্ধু, সহবিশ্বাসী, সাক্ষী, সহকর্মী, এবং নাগরিক হিসেবে আমাদের অন্যদের জীবনকে আশীর্বাদ করার ক্ষমতায় আছে। আমাদের পরিচর্যায় পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে আশীর্বাদ আসে। আপনার বিশেষ বরদান ততক্ষণ কোনো ব্যবহারযোগ্যতা থাকবে না যতক্ষণ না সেটি ঈশ্বরের নির্দেশনার কাছে সমর্পিত, তাঁর আত্মা দ্বারা শক্তিযুক্ত, এবং তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি চান এবং ক্রমাগত প্রার্থনা দ্বারা এটি বৃদ্ধি করুন।

৫। **প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং নির্দেশনার জন্য।** দুর্বলতার কারণে, আমরা এমনকি জানি না যে আমাদের কীভাবে প্রার্থনা করা উচিত, কিন্তু পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এটি একই। যদি আমরা ঈশ্বরের বিচক্ষণতার অন্বেষণ করতাম, তাহলে কোন কোন ভুলগুলি আমরা এড়াতে পারতাম? তার মানে এই নয় যে আমাদের অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি খোঁজা উচিত বা আবেগপ্রবণভাবে অযৌক্তিক ধারণাগুলি অনুসরণ করা উচিত, বরং ঈশ্বর যেভাবে পরিস্থিতিগুলিকে দেখেন সেইভাবে তাঁকে আমাদের বোধগম্যতা দিতে দেওয়া উচিত।

৬। **বাইবেল বোঝার জন্য।** একই পবিত্র আত্মা যিনি বাইবেলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি এখন আমাদের বোঝার জন্য এটিকে আলোকিত করেন। প্রার্থনায় আমরা নতুন বিষয় উদ্ঘাটনের জন্য নয় বরং বাইবেলে প্রকাশিত ঈশ্বরকে এবং তাঁর ইচ্ছাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে চাই। আমরা কেবল আশীর্বাদ অনুভব করতে বা উৎসাহিত হওয়ার জন্য পড়ি না, তবে সেই অংশটিকে আমাদের জীবনে সেটির বার্তা প্রকাশ করতে দেওয়ার জন্য পড়ি।

৭। **আর্থিক প্রয়োজনীয়তার জন্য।** আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রয়োজনসকল নিয়ে আসি, কারণ তিনি আমাদের পিতা। যিশু যেমন প্রভুর প্রার্থনায় শিখিয়েছিলেন, সেইভাবে আমাদের ঈশ্বরের কাছে দৈনন্দিন যোগানের জন্য চাওয়া উচিত। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা নিয়ে, এবং এমনকি আমরা যা চাই তা নিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে পারি, যতক্ষণ আমরা মনে রাখি যে আমাদের জন্য কী ভালো তা তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।

৮। **আনন্দ এবং পরিপূর্ণতার জন্য।** প্রভুতে আনন্দ হল শক্তি। হতাশা এবং মনোভঙ্গ বিশ্বাসের অভাব থেকে আসে। বিশ্বাস ছাড়া, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে মহান বিষয়গুলি আশা করতে পারি না। হতাশার কাছে মাথা নত করবেন না। অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্কে আনন্দ খুঁজুন।

৯। **আমাদের জীবনে উদ্দেশ্য এবং শৃঙ্খলার জন্য।** আমরা প্রার্থনার দ্বারা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অগ্রাধিকারের সবচেয়ে ভালো প্রকাশ করি। যখন আমরা প্রার্থনাকে প্রথমে রেখে তাঁকে প্রথম স্থানে রাখি, জীবনের সমস্ত কিছু নতুন অর্থ এবং ক্রম লাভ করে। আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য পূরণ করার একটা বোধ আমাদের আছে।

১০। **নির্দিষ্ট উত্তর এবং অলৌকিক কাজের জন্য।** আমাদের প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া সবই অলৌকিক হস্তক্ষেপ, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে কয়েকটিকে অন্যগুলির চেয়ে বেশি ভালো হিসেবে দেখতে পাই। সেগুলি যা হতে পারত তা থেকে তিনি কিছুটা পরিবর্তন করেন। এমন সময় থাকা উচিত যখন আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর চান যে আমরা নির্দিষ্ট সাহায্যের জন্য তাঁকে বিশ্বাস করি। যখন আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারি এবং তাকে বিশ্বাস করি, তখন তিনি আমাদের জন্য অলৌকিক কাজ করেন।

১১। **মিশনের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য।** ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রগতি হয় যখন একজন পাপী অনুতপ্ত হয়, অনুগ্রহ লাভ করে এবং ঈশ্বরের উপাসক হয়ে ওঠে। সুসমাচারের কার্যকর বিস্তারের জন্য প্রার্থনা করুন, কেবল আপনার নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষ করে যেখানে আপনি জানেন যে একজন মিশনারি কাজ করছেন।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► এগুলোর মধ্যে এমন কি কোনো কিছু আছে যা নিয়ে আপনি প্রার্থনা করেননি?

► আপনি কি বোঝেন যে কেন এই চাহিদাগুলি নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত?

সদস্যদের পরবর্তী সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন উপরোক্ত তালিকার মাধ্যমে প্রার্থনা করতে অঙ্গীকার করতে বলুন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

তুমি আমাকে এমনভাবে আশীর্বাদ করতে চাও যা আমি আগে ভাবিনি, তা আমাকে দেখতে সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমার পরিবার এবং আমার চারপাশের অন্যদের জন্য তোমার আশীর্বাদের একটি মাধ্যম হতে আমার প্রার্থনাকে সাহায্য করো। সর্বোপরি, আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই যাতে আমি তোমাকে আরো ভালোভাবে জানতে পারি।

ধন্যবাদ, পিতা, প্রার্থনার বিশেষাধিকারের জন্য।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

গীত **১৪১-১৪৬** পড়ুন। এই গীতগুলির সমস্তই প্রার্থনা। সেখানে প্রার্থনা করা বিষয়গুলি দেখুন। প্রার্থনার কারণ হিসেবে ঈশ্বর সম্পর্কে উদ্ধৃত বিবৃতিগুলি দেখুন।

পাঠ ১৪
যিশুর মতো প্রার্থনা করুন

বড় আইডিয়া

"আমি সবচেয়ে ভালো প্রার্থনা করি যখন দেখি ঈশ্বর কী করতে চান।"

পাঠের উদ্দেশ্য

প্রভুর প্রার্থনা থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করার গুরুত্ব শেখা।

ভূমিকা

► আপনি যদি কর্তৃপক্ষের কারোর কাছে একটি অনুরোধ উপস্থাপন করার প্রস্তুতি নেন, তাহলে আগে থেকে কোন কোন ভালো বিষয়গুলি জানতে হবে?

এটি তিনি কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন তা জানতে সাহায্য করবে। এটি তার বিভিন্ন লক্ষ্যগুলি জানতে সাহায্য করবে।

যিশু আমাদেরকে তাঁর পিতার সম্পর্কে এই তথ্যটি প্রদান করেছেন। তিনি এটিকে একটি আদর্শ প্রার্থনার রূপে প্রদান করেছেন। যদি আমরা জানি যে ঈশ্বর কী করতে চান, তাহলে আমরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থনা করতে পারি এবং জানতে পারি যে তিনি উত্তর দেবেন।

যে প্রার্থনাটিকে আমরা "প্রভুর প্রার্থনা" বলি, তা শিষ্যদের "প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান", অনুরোধটির প্রত্যুত্তরে প্রদত্ত হয়েছিল।

প্রার্থনার সহজপাঠ

এই প্রার্থনাটিতে প্রার্থনা সম্পর্কে তাদের কাছে যিশুর দেওয়া প্রথম নির্দেশাবলী রয়েছে, তাই প্রার্থনার স্কুলে এটি কিন্ডারগার্টেন বা প্রাথমিক স্তরের হবে। এর মানে এই নয় যে, এমন একটি সময় আসে যখন এই প্রার্থনায় শেখানো নীতিগুলি আমাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, অঙ্কে প্রাথমিক পর্যায়ে শেখা সহজ যোগ-বিয়োগ কখনোই বীজগণিত, ক্যালকুলাস বা জ্যামিতিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে না। যে ব্যক্তি অঙ্কের প্রাথমিক নীতিগুলি ভুলে যায় সে উচ্চতর গণিত করতে পারে না। অনুরূপভাবে, একজন ব্যক্তি যদি প্রার্থনার প্রাথমিক নীতিগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে সে ভালোভাবে প্রার্থনা করতে পারে না।

যিশু যেমন বলেছিলেন, সেই অনুযায়ী মাঝে মাঝে এই কথাগুলি নিয়ে প্রার্থনা করা আমাদের জন্য ভালো, এবং এই আদর্শে তিনি যে নীতিগুলি শিখিয়েছিলেন, আমাদের সমস্ত প্রার্থনা সেগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

যিশু প্রার্থনা বিষয়ক এই শিক্ষাটি এই প্রতিজ্ঞা দিয়ে শুরু করেননি যে তারা যা চাইবে, ঈশ্বর তাদেরকে সেই সবকিছু দেবেন। যদি কোনো ব্যক্তি না জানে যে কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করতে হবে, তাহলে সে হতাশ হবে। কোনো ব্যক্তিকে বলবেন না যে সে প্রার্থনায় যা কিছু চায়, সবকিছুই সে পেতে পারে। শাস্ত্রের অন্যান্য অংশে, প্রার্থনার উত্তর সম্পর্কে কিছু মহান প্রতিজ্ঞা করেছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রার্থনা করছে তার বোঝা প্রয়োজন যে ঈশ্বর কী করতে চান।

মথি ৬:৯-১৩ দেখা যাক।

আদর্শ প্রার্থনা

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক,
তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমন পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।
আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও।
আমরা যেমন আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধীদের ক্ষমা করেছি, তেমন তুমিও আমাদের অপরাধসকল ক্ষমা করো।
আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিয়ো না,
কিন্তু সেই পাপাত্মা থেকে রক্ষা করো।

প্রভুর প্রার্থনার প্রাথমিক নীতি

প্রভুর প্রার্থনা থেকে অনেকগুলি প্রয়োগই করা যেতে পারে, কিন্তু একটি নীতি বাকিগুলির চেয়ে আলাদা: আমাদেরকে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রেখে প্রার্থনা করতে হবে।

প্রার্থনার একটি ত্রিমাত্রিক প্যাটার্ন আছে। তিনটি বিভাগ আছে, এবং তাদের প্রতিটির তিনটি করে অংশ আছে।

অনুরোধগুলির প্রথম তিনটি বিষয় হল (১) ঈশ্বরের নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, (২) ঈশ্বরের রাজ্য আসুক, এবং (৩) ঈশ্বরের ইচ্ছা সিদ্ধ হোক। এই অনুরোধগুলি সাধারণত আমাদের প্রার্থনার সময় পূরণ করে এমন বিষয়গুলির থেকে অনেকটাই আলাদা। এগুলি স্বর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রার্থনা করার অর্থ কী তা দেখায়।

প্রভুর প্রার্থনা তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে করা যেতে পারে, কিন্তু সেখানে উল্লিখিত সবকিছু নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় আমাদের কখনোই থাকে না।

ঈশ্বরের নাম পবিত্র হোক, বা সম্মানিত হোক – এই প্রার্থনাটি প্রথমে করা প্রকাশ করে যে আমরা নিজেরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। আমাদের নিজেদের জীবনে সেই সবকিছু চাওয়া উচিত বা হৃদয়কে ঠিক তেমনই করতে চাওয়া উচিত যা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে; অন্যথায়, তাঁর নাম সম্মানিত হোক – এই প্রার্থনাটি করার কোনো মানেই থাকবে না। আমরা আমাদের চারপাশের লোকেদের জন্যও প্রার্থনা করতে পারি, যাতে তারাও ঈশ্বরকে সম্মানিত করে, যার অর্থ হল যে পাপীরা অনুতাপ করবে এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য সেই জীবনগুলি পরিবর্তিত হবে। এটি প্রার্থনা করা হয় যে যারা কোনো কিছুর পরোয়া না করে জীবন যাপন করে, যেন ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্বই নেই, তারা যেন ঈশ্বরের প্রতি যে সম্মান থাকা উচিত সেইভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করে।

ঈশ্বরের রাজ্য আসার প্রার্থনা করার অর্থ হল মানুষের হৃদয়ে তাঁর কর্তৃত্বের বিস্তারের জন্য প্রার্থনা করা। এক অর্থে, ঈশ্বরের রাজ্য হল মহাবিশ্ব, এবং তিনি সকলের উপর সার্বভৌম। তবে এই রাজ্যে এমন অনেকেই আছে যারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে চলে। ঈশ্বরের রাজ্য প্রত্যেকবার বৃদ্ধি পায় যখন একজন বিদ্রোহী ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে। ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এই প্রার্থনা করা একজন ব্যক্তির পক্ষে বিদ্রূপাত্মক হবে। আমাদের প্রথমে প্রার্থনা করা উচিত যেন তাঁর রাজ্য আমাদের নিজেদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে আসে, তারপরে যারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে তাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এটি প্রসারিত হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে রয়েছে তেমন এখানেও সিদ্ধ হওয়ার প্রার্থনা করা তাঁর রাজ্য আসার জন্য প্রার্থনা করার অনুরূপ। একজন ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের আনুগত্য করতে না চাইলে আন্তরিকতার সাথে এটি প্রার্থনা করতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার জন্য প্রার্থনা করা খুব কমই বোঝা যায়, কারণ এটি একটি ভালো জিনিস, বিশেষত যখন কারোর

নিজের হৃদয় ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করেনি। আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনাটি করা একটি পবিত্র হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা করে শুরু করা হবে।

পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরকে সম্মানিত করার জন্য, তাঁর রাজ্য আসার জন্য, এবং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার প্রার্থনা করতে সক্ষম হওয়া উচিত যেন ঈশ্বর জগতের জন্য ঠিক যা চান তার বাইরে কোনো ভালোই জগতের জন্য সম্পন্ন হতে পারে না। এটিই হল স্বর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রার্থনা করা।

প্রতিফলনের জন্য বিরতি

আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যা জগতে, আপনি যেখানে বাস করেন এবং কাজ করেন, আপনার বাড়িতে, এবং আপনার হৃদয়ে সম্পন্ন হতে পারে?

প্রভুর প্রার্থনায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করা

পরবর্তী তিনটি অনুরোধ হল ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য। সেগুলি হল দৈনন্দিন আহার, ক্ষমা, এবং মন্দ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা।

দৈনন্দিন আহারের জন্য অনুরোধটি যেকোনো প্রাথমিক প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তৃত করা যেতে পারে। সত্যটি হল যে দৈনন্দিন প্রয়োজনের আমাদের প্রার্থনা দেখায় যে ঈশ্বর চান আমরা যেন আমাদের সঞ্চিত সম্পদের উপর নির্ভর না করে, তাঁর উপর অবিরতভাবে নির্ভরশীল থাকি। অনেক লোকের পক্ষে সত্যিই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা কঠিন যদি তারা মনে করে যে তাদের যা প্রয়োজন তা তাদের কাছে আছে।

ক্ষমার জন্য প্রার্থনার স্বীকার করে যে আমরা ঈশ্বরের যথাযথ ইচ্ছা সিদ্ধ করতে ব্যর্থ হই এবং তাঁর দৈনন্দিন অনুগ্রহ আমাদের প্রয়োজন।

এরপর একটি অনুরোধ আসে যেন ঈশ্বর আমাদেরকে শয়তানের আত্মিক এবং শারীরিক উভয় প্রকোপ থেকেই রক্ষা করেন।

প্রার্থনাটি এইভাবে প্রার্থনার ত্রিমাত্রিক কারণ দিয়ে শেষ হয়। রাজ্য, কর্তৃত্ব, এবং মহিমা সকলই ঈশ্বরের। আমরা চাই ঈশ্বরের রাজ্যে সবকিছুই তাদের সৃষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ করুক। আমরা জানি যে কেবল ঈশ্বরের শক্তিই আমরা যা নিয়ে প্রার্থনা করি তা সিদ্ধ করতে পারে। রাজ্যের মহিমা এবং এটির বিজয় সকলই ঈশ্বরের।

আমরা চাই আমাদের জীবন এবং পরিচর্যা কাজের প্রতিটি দিক ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী হোক, ঈশ্বরের দ্বারা সক্রিয় হোক, এবং ঈশ্বরের মহিমা করুক। আমরা সেইজন্য প্রার্থনা করি এবং সেই উদ্দেশ্যে নিবেদন করি।

এটি হল প্রার্থনার স্কুলে একটি প্রাথমিক পাঠ। এটি আমাদের সমস্ত প্রার্থনার ভিত্তি প্রদান করে যা আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

যিশুর মতো প্রার্থনা করার নীতিটি হল: প্রার্থনা আমাদেরকে সবকিছু ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করে, যাতে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা উত্তম তা চাইতে পারি।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

আমাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রার্থনা করার প্রবণতার কথা আলোচনা করুন; যেটি হল, আমাদের যা ভালো বলে মনে হয় সেটির জন্য প্রার্থনা করা।

ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং রাজ্যের জন্য প্রার্থনা গভীরভাবে হৃদয় অনুসন্ধানের দিকে নেতৃত্ব দেয়, যাতে কোনো ব্যক্তি বিবেচনা করতে পারে যে সে কি প্রকৃতই চায় যে তার নিজের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে হোক এবং সে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ইচ্ছুক কিনা।

► আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যা জগতে, আপনি যেখানে বাস করেন এবং কাজ করেন, আপনার বাড়িতে, এবং আপনার হৃদয়ে সম্পন্ন হতে পারে?

সদস্যরা তাদের নিজেদের হৃদয়ে পরিবর্তনের জন্য একটি প্রার্থনার প্রয়োজন অনুভব করতে পারে যাতে স্বর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত প্রার্থনা করতে পারে।

প্রার্থনা

আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,

আমি প্রার্থনা করি যে তোমার নাম সমাদৃত হোক; তোমার রাজ্য বিস্তৃত হোক; যাতে যারা তোমার বিরোধিতা করেছে তারা তোমার কাছে সমর্পণ করে।

আমি প্রার্থনা করি যে তোমার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে আমাদের জগতে, আমরা যেখানে থাকি, এবং আমাদের সকলের হৃদয়ে পূর্ণ হোক।

আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন প্রদান করো।

তোমার নিখুঁত ইচ্ছাপূরণে ঘাটতির জন্য আমাদের ক্ষমা করো, এবং যারা আমাদের ব্যর্থ করে তাদের ক্ষমা করতে আমাদের সাহায্য করো।

আমাদের প্রলোভনে পড়া থেকে রক্ষা করো, এবং শয়তান আমাদের বিরুদ্ধে আনতে পারে এমন কিছু থেকে আমাদের রক্ষা করো।

কারণ তোমার রাজ্য; এটি তোমার শক্তি; এবং তোমার মহিমা যুগে যুগে স্থায়ী।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

প্রতিটি লাইনের নিচে কিছুটা জায়গা রেখে প্রভুর প্রার্থনাটি লিখুন। প্রার্থনাটির মধ্য দিয়ে যান এবং প্রতিটি অনুরোধের নিচে নির্দিষ্ট অনুরোধগুলি তালিকাভুক্ত করুন যা আপনি ব্যক্তিগতভাবে প্রভুর প্রার্থনা প্রয়োগ করার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন।

পাঠ ১৫
পাপের উপর বিজয়লাভের সুযোগ

বড় আইডিয়া

“পাপ আমাকে জয় করতে পারবে না যখন আমি ঈশ্বরের শক্তি আমার মধ্যে কাজ করতে দিই।”

পাঠের উদ্দেশ্য

পাপের উপর বিজয় লাভের জন্য ঈশ্বর অনুগ্রহ প্রদান করেন তা উপলব্ধি করা।

পাপের উপর বিজয়

> প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নাম প্রশংসিত হোক, কারণ তিনি এসে তাঁর প্রজাদের মুক্ত করেছেন। ... বহুকাল আগে তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মাধ্যমে তিনি যেমন বলেছিলেন ... বহুকাল আগে তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মাধ্যমে তিনি যেমন বলেছিলেন...তিনি আমাদের সব শত্রুর হাত থেকে আমাদের নিস্তার করবেন, যেন নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে আমাদের সক্ষম করেন, যেন তাঁর সামনে পবিত্রতায় ও ধার্মিকতায় আমরা তাঁর সেবা করে যাই। (লুক ১:৬৮-৭৫)।

► কে আমাদের চরম শত্রু?

যদি আমরা পাপী না হতাম তাহলে আমাদের উপর শয়তানের কোনো শক্তি থাকত না। যদি আমরা পাপী না হতাম তাহলে কখনোই ঈশ্বরের থেকে আলাদা হতাম না এবং বিচারের অধীন থাকতাম না। মূল পাপ এবং ক্রমাগত পাপ না হলে পৃথিবী বিবাদ ও কষ্টের জায়গা হত না।

আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল পাপ।

ঈশ্বর আমাদেরকে সেই সমস্ত শত্রুর শক্তি থেকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি দিন ধার্মিকতা এবং পবিত্রতার সাথে তাঁর সেবা করা থেকে বিরত রাখে।

১ যোহন পত্রটি জোর দেয় যে একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর মূল চরিত্র হল পাপের উপর বিজয়। এই চরিত্রটি পরিত্রাণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার একটি ভিত্তি হিসেবে প্রদত্ত হয়।

প্রেরিত জানতেন যে এমন কিছু সময় আসবে যখন একজন বিশ্বাসীর নিশ্চয়তার প্রয়োজন। তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন বিশ্বাসীর পক্ষে প্রমাণের সন্ধান করা সঠিক, যা তার আশ্বাসের ভিত্তি, কারণ সেই উদ্দেশ্যে কিছু প্রমাণ দেওয়ার পরে তিনি বলেছেন এভাবেই আমরা আমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করতে পারি।

> আমাদের কাজকর্ম প্রমাণ করবে যে আমরা সত্যের, এবং যখন আমরা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াব তখন আমাদের হৃদয়ে আশ্বাস থাকবে। (১ যোহন ৩:১৯)।

যোহন এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি মাপকাঠি দিয়েছেন – তিনি দেখিয়েছেন যে তিনি বারংবার "আমরা এভাবেই বুঝতে পারি" উল্লেখ করে মাপকাঠি প্রদান করেছেন। ব্যক্তিগত আশ্বাস এই পত্রটির অন্যতম প্রধান বিষয়। আসলে, যোহন বলেছিলেন যে তাঁর লেখার কারণটি ছিল:

> তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করো, তাদের কাছে আমি এসব বিষয় লিখছি, যেন তোমরা জানতে পারো যে, তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করেছ। (১ যোহন ৫:১৩)।

এই পত্রটিতে যে মাপকাঠিটির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তা হল পাপের উপর বিজয়। একজন বিশ্বাসীর সাধারণত শর্ত হল পাপ থেকে মুক্তি।

> আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের এসব লিখছি, যেন তোমরা পাপ না করো। … (১ যোহন ২:১)।

এখানে প্রেরিত দেখিয়েছেন যে বিশ্বাসীর পাপ না করে জীবন যাপন করা উচিত, এবং তিনি বলেছেন যে তিনি তাদের বিজয়ী জীবন যাপনের গুরুত্ব দেখানোর জন্য লিখছেন।

> …কিন্তু কেউ যদি পাপ করে, তাহলে আমাদের একজন পক্ষসমর্থনকারী আছেন; তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে মিনতি করেন। তিনি যীশু খ্রীষ্ট, সেই ধার্মিক পুরুষ। (১ যোহন ২:১-২)।

এখানে তিনি স্বীকার করেছেন যে পাপ ঘটতে পারে, যদিও তা প্রয়োজনীয় নয়। তিনি আমাদের নিশ্চিত করেছেন যে যদি একজন বিশ্বাসী পাপ করে, খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তসাধনকারী ত্যাগ ("ক্ষমা প্রত্যাশায় প্রদত্ত বলি") সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে৷ আমাদের অনুমান করা উচিত নয় যে এই বলিদান স্বয়ংক্রিয়ভাবে একজন প্রাক্তন বিশ্বাসীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে, যখন সে পাপ করে। পদটি সহজভাবে বলে যে বলিদান উপলভ্য, কারণ এটি সমগ্র বিশ্বের জন্যই। আমরা জানি যে সমগ্র বিশ্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিত্রাণ পায় না। যেকোনো পাপের ক্ষমার জন্য অনুতাপ আবশ্যক, সেক্ষেত্রে পাপী বিশ্বাসী হোক বা না হোক।

১ যোহন থেকে নিম্নলিখিত পদগুলি দেখায় তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন যে একজন বিশ্বাসীর সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল পাপের উপর বিজয়। ব্র্যাকেটে থাকা বিবৃতিগুলি হল সংযুক্ত মন্তব্য।

> আমরা যদি তাঁর আদেশ পালন করি, [এটি একটি প্রমাণ] তাহলেই বুঝতে পারব যে আমরা তাঁকে জেনেছি। যে ব্যক্তি বলে, "আমি তাঁকে জানি," কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করে না, সে মিথ্যাচারী, তার অন্তরে সত্য নেই। (২:৩-৪)।

> যে কেউ পাপ করে, [সে আগে বিশ্বাসী ছিল অথবা ছিল না] সে বিধান লঙ্ঘন করে; প্রকৃতপক্ষে, বিধান লঙ্ঘন করাই হল পাপ। কিন্তু তোমরা জানো যে, আমাদের পাপ হরণের জন্য তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্যে পাপের লেশমাত্র নেই। যে তাঁর মধ্যে বাস করে, সে পাপে লিপ্ত থাকে না। যে অবিরত পাপ করতেই থাকে, সে তাঁকে দেখেনি বা তাঁকে জানেও না। (৩:৪-৬)।

> প্রিয় সন্তানেরা, কাউকে তোমাদের বিপথে চালিত করতে দিয়ো না। যে ন্যায়সংগত আচরণ করে, সে ধার্মিক, যেমন তিনি ধার্মিক। [ধার্মিকতা হল বাস্তব, তা কোনো ছলনা করা নয়—যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সঠিক কাজ করে, সে ধার্মিক।] যে পাপ করে, সে দিয়াবলের, কারণ দিয়াবল প্রথম থেকেই পাপ করে আসছে। ঈশ্বরের পুত্র এই কারণেই প্রকাশিত হয়েছেন, যেন দিয়াবলের সব কাজ ধ্বংস করেন। (৩:৭-৮)।

ঈশ্বর থেকে জাত কোনো ব্যক্তি পাপে লিপ্ত থাকতে পারে না, কারণ ঈশ্বরের স্বভাব তার মধ্যে থাকে; সে ক্রমাগত পাপ করতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর থেকে জাত। (৩:৯)।

যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তারা তাঁর মধ্যেই বাস করে এবং তিনিও তাদের মধ্যে বাস করেন। [যদি সে খ্রিষ্টের মধ্যে থাকা বন্ধ করে তবে সে পাপ করবে। যদি সে পাপ করে, তবে সে খ্রিষ্টের মধ্যে থাকা বন্ধ করে দিয়েছে।] আবার তিনি যে আত্মা আমাদের দিয়েছেন, তাঁর দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। (৩:২৪)।

ঈশ্বরকে প্রেম করে এবং তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের প্রেম করি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করা হল এই: তাঁর আদেশ পালন করা। আর, কারণ তাঁর আদেশ দুর্বহ নয়। (৫:২-৩)। [প্রকৃত প্রেম বাধ্যতাকে অনুপ্রাণিত করে। অবাধ্যতা প্রেমের অভাব প্রকাশ করে।]

কারণ ঈশ্বর থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তি জগৎকে জয় করে। [এর প্রলোভন এবং আত্মা]। আমাদের জয় এই যে, আমাদের বিশ্বাসই জগতকে পরাস্ত করেছে। (৫:৪)।

এই পদগুলি থেকে, এটি স্পষ্টভাবে মনে হয় যে বিশ্বাসীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল যে সে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে জীবন যাপন করে। পাপের ওপর বিজয় হল একজন বিশ্বাসীর জন্য একটি মহান সুযোগ।

মানুষের কাছে সাধারণভাবে যেমন ঘটে থাকে, তা ছাড়া অন্য কোনো প্রলোভন তোমাদের প্রতি ঘটেনি। আর ঈশ্বর বিশ্বস্ত। তোমরা যা সহ্য করতে পারো, তার অতিরিক্ত কোনো প্রলোভনে তিনি তোমাদের পড়তে দেবেন না। কিন্তু তোমরা যখন প্রলোভিত হও, তিনিই তোমাদের রক্ষা পাওয়ার পথও করে দেবেন, যেন তার মধ্যেও তোমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারো। (১ করিন্থীয় ১০:১৩)।

ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষার মধ্যেও ধৈর্য ধরে, কারণ পরীক্ষা সহ্য করলে সে জীবনমুকুট লাভ করবে, যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর তাদের দিয়েছেন, যারা তাঁকে ভালোবাসে। (যাকোব ১:১২)।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

কিছু কিছু লোক এই পাঠের পয়েন্টগুলির বিরুদ্ধে তর্ক করে। ব্যবহৃত শাস্ত্রাংশগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করুন। গ্রুপের কাছে জানতে চান:

► আপনি যদি একটি প্রলোভনের সাথে সংগ্রাম করছেন, তাহলে এই সত্যটি আপনার জন্য কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে?

► সদস্যদেরকে আলোচনা করতে বলুন যে কীভাবে রূপান্তর প্রলোভন থেকে মুক্তি এবং শক্তি এনেছে।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

যে শত্রুরা আমাকে তোমার সেবা করা থেকে বিরত রাখে, এবং সবচেয়ে বড় শত্রু, পাপ থেকে আমাকে উদ্ধার করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমি যখন অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে এসেছি তখন আমাকে পাপ প্রত্যাখ্যান করতে সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

প্রতিদিন অনুগ্রহের জন্য তোমার উপর নির্ভর করার কথা আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো। আমি জানি যে তোমার সাহায্যে আমি প্রলোভন সহ্য করতে পারি এবং পাপের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে জীবন যাপন পারি।

বিজয়ে জীবন যাপন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি বিশ্বস্ত হতে চাই এবং সেই জীবনমুকুট পেতে চাই যা তুমি তাদের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছ যারা তোমাকে ভালোবাসে।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

রোমীয় ৬ অধ্যায় অধ্যয়ন করুন। সেই বিবৃতিগুলি দেখুন যেগুলি প্রকাশ করে যে একজন বিশ্বাসীর পাপ থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধার পাওয়া উচিত।

১ যোহন ১:৮-এর ব্যাখ্যা

যদি কোনো নির্দিষ্ট আপত্তি উঠে আসে, সেক্ষেত্রে এই নিম্নলিখিত অংশটি সহায়ক হবে।

মাঝে মাঝে কিছু মানুষ যারা অস্বীকার করে যে একজন বিশ্বাসী স্বেচ্ছাকৃত পাপের ওপর বিজয়ের জীবন যাপন করতে পারে, তারা ১ যোহন ১:৮: ‟আমরা যদি নিজেদের নিষ্পাপ বলে দাবি করি, তাহলে আমরা নিজেদের প্রতারণা করি এবং সত্য আমাদের মধ্যে বাস করে না" উদ্ধৃত করে। কিন্তু ‟পাপ আছে" মানে কী? এর অর্থ কি এই যে এমনকি বিশ্বাসীরাও অব্যাহতভাবে ইচ্ছাকৃত পাপ করে চলেছে? উপরে উদ্ধৃত করা তৃতীয় অধ্যায়ের বিবৃতির সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। যোহন কীভাবে এই বিবৃতিগুলি তৃতীয় অধ্যায়ে দিতে পারতেন যদি তিনি আগে বলতেন, ‟প্রতিটি বিশ্বাসীসহ প্রত্যেক ব্যক্তি, ক্রমাগত পাপ করতে থাকে"? এর কোনো মানে থাকত না।

প্রেক্ষাপটটি অর্থ প্রকাশ করেছে। সপ্তম পদে, পাপের জন্য একটি পরিশুদ্ধতার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। এই পরিশুদ্ধতা তাদের জন্য যারা আলোতে চলে, যার মানে হল সত্য অনুযায়ী চলে, তারা ঈশ্বরের বাধ্যতায় চলা। যারা এখন ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে জীবন যাপন করছে তারা খ্রিষ্টের রক্তের মাধ্যমে তাদের অতীতের পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু কিছু লোক থাকতে পারে যারা অস্বীকার করে যে তারা পাপ করেছে এবং তাদের পরিশুদ্ধতার প্রয়োজন। এরা তারাই যারা বলে তাদের কোনো পাপ নেই, এবং নিজেদের প্রতারণা করে। তারা দাবি করছে যে তারা কখনোই পাপ করেনি, বা তারা তাদের পাপের সমস্যা খ্রিষ্টকে ছাড়াই সমাধান করে ফেলেছে।

পুনরায় নবম পদে, ক্ষমা এবং পরিশুদ্ধতার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। দশ পদে তিনি আবার বলেছেন যে যারা বলে যে তারা কোনো পাপ করেনি, তারা স্বয়ং ঈশ্বরের সাথে বিরোধিতা করছে।

যোহন সেইসব লোকেদের ভুল সংশোধন করার জন্য লিখেছিলেন যারা ভাবেনি যে তাদের খ্রিষ্ট দ্বারা প্রদত্ত পরিশুদ্ধতা এবং ক্ষমা প্রয়োজন—যারা ভেবেছে যে তাদের পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি বলছেন না যে এমনকি বিশ্বাসীরাও ক্রমাগত পাপ করতে থাকে, তাহলে তা এই পত্রতে তার মূল জোর দেওয়া বিষয়টির এবং সরাসরি বিবৃতিগুলির বিরোধিতা করত।

পাঠ ১৬
মিশনের জন্য আসক্তি

বড় আইডিয়া

"পাপীদের পরিত্রাণের জন্য আমার উদ্যম আছে।"

পাঠের উদ্দেশ্য

সুসমাচার প্রচার করতে যে কারণগুলি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলি পরীক্ষা করা।

ভূমিকা

► এটি কি সত্য যে প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পাপীদের পরিত্রাণের জন্য কাজ করা উচিত? এটি কি এমনকিছু যা নিয়ে কেবল প্রচারকদেরই উদ্বিগ্ন থাকা উচিত?

► ঠিক আছে, তাহলে আপনি পাপীদের পরিত্রাণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কী করছেন?

সুসমাচার প্রচার একটি শাস্ত্রীয় অগ্রাধিকার

শিক্ষার্থীদেরকে নিচের বিভাগে দেওয়া প্রতিটি শাস্ত্র দেখতে বলুন। পদগুলি পড়া হয়ে যাওয়ার পর জানতে চান, "কীভাবে শাস্ত্র দেখায় যে সুসমাচার প্রচার একটি শাস্ত্রীয় অগ্রাধিকার?" তারা উত্তর দেওয়ার পর, শাস্ত্রের পাশে লেখা বাক্যটি বলুন।

- **মথি ৯:৩৬-৩৮**। যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে পাপীদের জন্য তাঁর করুণার কথা বলতে বলেছিলেন।
- **মথি ২৮:১৮-২০**। যিশু মন্ডলীকে মহান আজ্ঞা (Great Commission) দেয়েছিলেন, দেখিয়েছিলেন যে সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্ব আমাদের কাজ।
- **প্রেরিত ৪:২৯**। যখন মন্ডলী প্রথম তাড়নার সম্মুখীন হয়েছিল, তাদের প্রথম উদ্বেগ শারীরিক বিপদ ছিল না। তারা প্রার্থনা করেছিল যাতে তাড়না ঈশ্বরের বাক্যের বিস্তারকে থামাতে না পারে।
- **প্রেরিত ১১:১৮**। ইহুদি মন্ডলী ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিল যে পরিত্রাণের প্রস্তাব পরাজাতিদেরকেও দেওয়া হয়েছিল।
- **ফিলিপীয় ১:১৮**। পৌল আনন্দ করেছিলেন যে পৌল কারাগারে থাকাকালীনও খ্রিষ্ট প্রচারিত হয়েছিলেন।
- **ইফিষীয় ৬:১৯**। পৌল সক্রিয় সুসমাচার কাজের জন্য প্রার্থনার অনুরোধ করেছিলেন।
- **রোমীয় ১০:১৩-১৫**। পৌল সুসমাচারের বার্তাবাহকদের জরুরী প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ সুসমাচার তাদের জন্য যারা শোনে এবং বিশ্বাস করে।

হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবর্তনের জন্য একজন বিশ্বাসীর আকাঙ্খিত হওয়ার কারণসমূহ

- তার যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করার ইচ্ছা থাকা উচিত, যিনি হারিয়ে যাওয়া লোকেদের পরিত্রাণের জন্য স্বর্গ ছেড়ে এসে জীবন যাপন করেছিলেন এবং মারা গিয়েছিলেন।
- তার আকাঙ্খিত হওয়া উচিত যেন একজন বিরোধীর ঈশ্বরের উপাসকে রূপারন্তিত হওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর মহিমান্বিত হন।
- তার সুসমাচারের বিস্তারকে খ্রিষ্ট এবং তাঁর বলিদানের একটি বিজয় হিসেবে দেখা উচিত।
- তার সেই কাজে অংশগ্রহণ করতে চাওয়া উচিত যেটি ঈশ্বরের অগ্রাধিকার।
- তার সেই হারিয়ে যাওয়া লোকেদের জন্য সমবেদনা থাকা উচিত যারা তাদের পাপের জন্য অনন্ত বিচারের সম্মুখীন হচ্ছে।

কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সুসমাচার প্রচার না করার কারণসমূহ

সদস্যদেরকে বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করতে দিন, তারপর তাদের তালিকায় যেগুলির উল্লেখ হয়নি সেগুলি দিন।

- একটি সাধারণ আত্মিক উদ্যমের অভাব
- সুসমাচার প্রচারের জন্য ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা অনুভব না করা
- কীভাবে একটি আত্মিক কথোপকথন শুরু করতে হয় তা না জানা
- কীভাবে একটি গ্রহণযোগ্য উপায়ে সুসমাচার উপস্থাপন করতে হয় তা না জানা
- বিরোধিতার উত্তর দিতে সক্ষম না হতে পারার ভয়
- জগত থেকে আলাদা হওয়ার কারণে বিব্রত অবস্থা
- তার পরিশ্রম কার্যকর হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকা

► এই কারণগুলির মধ্যে কোনোটি কি যথেষ্ট ভালো অজুহাত?

সুসমাচার প্রচারের শুরু করা

► যদি কোনো ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া মানুষদের পরিত্রাণের জন্য কিছুই না করে থাকে, তাহলে তার শুরু করার জন্য কোনটি প্রয়োজন?

যদি কোনো বিশ্বাসীর আত্মিক উদ্যম না থাকে, তাহলে তার ব্যক্তিগত পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন।

যদি কোনো ব্যক্তি আত্মিকভাবে জীবিত এবং আকুল হয় এবং মহান আজ্ঞার পরিপূর্ণতায় তার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করে, সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি যা তার নিজের শুরু করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

১। বিশ্বাস – তার উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে ঈশ্বর সুসমাচারকে শক্তিশালী করার জন্য কী করেছেন।

২। প্রস্তুতি – সুসমাচারের সংযোগ স্থাপনের জন্য তার সুসজ্জিত হওয়া প্রয়োজন।

► শুরু জন্য আপনার কী করা প্রয়োজন?

গ্রুপে আলোচনার জন্য

▶ আমাদেরকে বলুন যে সুসমাচারের বিস্তারের জন্য আপনি কী করছেন।

▶ আপনি যা করছেন তা নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট?

▶ ব্যক্তিগতভাবে কতজন গত মাসে সুসমাচার প্রচার করেছেন?

▶ আপনার কী মনে হয় কোনটি আপনাকে আরো উদ্যমী হয়ে এবং সক্রিয়ভাবে সুসমাচার প্রচার করতে সাহায্য করবে?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

তুমি জগতকে এত ভালোবেসেছ যে তুমি তোমার পুত্রকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পাঠিয়েছিলে। হারিয়ে যাওয়া মানুষদের বাঁচাতে তোমার ইচ্ছা ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমি তোমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতে চাই। আমি জানি পাপীদের কাছে বার্তা বহন করা আমার জন্য তোমাকে খুশি করে।

আমি চাই পাপীদের অনুতাপ এবং তাদের তোমার উপাসক হয়ে ওঠার মাধ্যমে তুমি গৌরবান্বিত হও।

যিশু হারিয়ে যাওয়া মানুষদের জন্য যে সমবেদনা অনুভব করেছিলেন আমি তা অনুভব করতে চাই।

আমি চাই তুমি আমার পরিশ্রমকে নির্দেশনা দাও এবং শক্তিযুক্ত করো। হারিয়ে যাওয়া লোকেদের তোমার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য তোমার পবিত্র আত্মার নির্ধারিত কাজে সহযোগিতা করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

পাঠ ৬-এ শেখানো সুসমাচার উপস্থাপনা বা আপনার পছন্দের সুসমাচার উপস্থাপনের অন্য পদ্ধতি পর্যালোচনা করুন। আপনার সুসমাচার উপস্থাপনের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি বিবেচনা করুন এবং কোন অতিরিক্ত অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ আপনার কার্যকারিতা বাড়াবে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করুন। সেই প্রস্তুতির জন্য একটি নির্দিষ্ট অঙ্গীকার করুন।

পাঠ ১৭
বিশ্বাস যা দৃঢ় রাখে

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাস দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির উপর নির্ভর করে না।"

পাঠের উদ্দেশ্যsy

ঈশ্বরের প্রতি আস্থার কারণে আমাদের কেন সমস্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি সহ্য করা উচিত তা দেখা।

বাস্তব জীবনের জন্য বিশ্বাস

► আপনি কখনো বাচ্চাদেরকে ঘুমোতে যাওয়ার আগে গল্প শুনিয়েছেন?

এখানে আপনার জন্য একটি ঘুমোতে যাওয়ার আগে বলার গল্প দেওয়া হল:

> লীলা নামে একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল। লীলা খুব ভালো মেয়ে ছিল। সে কখনো তার বাবা-মা বা শিক্ষকদের সাথে তর্ক করত না, এবং সে ব্রকোলি আর পালংশাক খেতে পছন্দ করত। সে এতটাই ভালো মেয়ে ছিল যে শহরের মেয়র তাকে তিনটি সোনার মেডেল পুরস্কার দিয়েছিলেন: একটি ধৈর্য্যের জন্য, একটি অধ্যবসায়ের জন্য, এবং একটি সততার জন্য। লীলা সবসময় মেডেলগুলি গলায় পরে থাকত।
>
> সেই শহরে এক ধনী ব্যক্তির একটি নিজস্ব পার্ক ছিল। তিনি প্রায় বেশিরভাগ লোককেই সেই পার্কে হাঁটতে অনুমতি দিতেন না, কিন্তু তিনি শুনেছিলেন যে লীলা কত ভালো, তাই তিনি তাকে বলেছিলেন যে সে তার যখন ইচ্ছা তখনই পার্কে হাঁটতে পারে। সেই পার্কে প্রচুর গাছ ছিল, কিন্তু কোনো ফুল ছিল না, কারণ ধনী ব্যক্তিটি শূকর পছন্দ করতেন, এবং সেখানে অনেক শূকর ছিল। শূকরগুলি অনেকদিন আগেই সমস্ত ফুল নষ্ট করেছিল, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি ফুলের পরিবর্তে শূকরগুলিকেই রাখবেন।
>
> একদিন লীলা তার মেডেলগুলিকে পালিশ করেছিল এবং সেই পার্কে হাঁটতে গিয়েছিল। সে সুন্দর গাছ এবং সুন্দর শূকরগুলিকে দেখছিল। শূকরগুলি বিভিন্ন রকমের ছিল। কোনোটি গোলাপী, কোনোটি কালো, কোনোটি সাদা, এবং কোনোটির গায়ে ছিট ছিট দাগ।
>
> কিন্তু তারপরেই লীলা এমনকিছু দেখে যা তাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। একটা নেকড়ে তার রাতের খাবারের জন্য একটা শূকর ধরতে এসেছিল। নেকড়েটি তখনো লীলাকে দেখেনি, তাই সে লাফিয়ে একটি ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়েছিল। নেকড়েটি কাছাকাছি এসে থেমে গিয়ে ভাবছিল কোন শূকরটিকে সে খাবে। সে তার রাতের খাবার কতটা উপভোগ করবে তা কল্পনা করে হাসছিল।
>
> লীলা ঝোপের মধ্য দিয়ে উঁকি মারছিল এবং দেখল যে নেকড়েটি হাসছে। সে তার বড় বড় দাঁত দেখে ভয়ে একটু কাঁপতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, যখন সে কাঁপতে থাকে, তখন তার অধ্যবসায়ের পদকটি তার সততার পদকের সাথে ধাক্কা লেগে যায় এবং নেকড়েটি সেই শব্দটি শুনতে পায়। সে ঝোপের উপর দিয়ে লাফিয়ে

লীলাকে দেখতে পেয়ে যায়। লীলার দিকে তাকাতেই সে বুঝতে পারে যে লীলা কত ভালো। নেকড়েটি সিদ্ধান্ত নেয় যে লীলা একটি শূকরের চেয়ে অনেক ভাল হবে, তাই সে লীলাকে খেয়ে ফেলে।

পরের দিন যখন পার্কের মালিক সেই স্থানে আসেন, সে কেবলই লীলা র অবশিষ্ট হিসেবে অধ্যবসায়ের মেডেল, ধৈর্য্যের মেডেল, এবং সততার মেডেলটি খুঁজে পান।

► আপনি কি আপনার বাচ্চাদের এইরকম একটি গল্প ঘুমোতে যাওয়ার আগে বলবেন? কেন বলবেন না?

এটি বেশিরভাগ বাবা-মায়েদের কাছেই বাচ্চাদেরকে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বলার মতো গল্প নয়। আমরা সেই ধরণের গল্প পছন্দ করি যা দেখায় যে মন্দ শাস্তি পায় এবং ভালো পুরস্কৃত হয়। বাবা-মায়েরা চায় বাচ্চারা সেটাই ভাবুক যা সাধারণভাবে ঘটে থাকে। কিন্তু যদি আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক গল্পে একটি সুখদায়ক সমাপ্তির উপর নির্ভর করে, তাহলে আমাদের বিশ্বাস বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

যারা তা প্রাপ্য নয় তাদের প্রতি যদি খারাপ কিছু ঘটে, তাহলে আমরা জীবনে অগ্রসর হব কীভাবে?

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস কোনো:

- অযৌক্তিক আশাবাদ নয় ("চিন্তা কোরো না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।")
- কঠোর বৈরাগ্যবাদ নয় ("জীবন সুখের নয়, তাই তোমাকে কঠিন হতে হবে।")
- বুদ্ধিহীন পলায়নবাদ নয় ("আমাকে মনে করিও না… আমি এটা নিয়ে ভাবতে চাই না।")

সবচেয়ে প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরণের বিশ্বাস হল ঈশ্বরের প্রতি একটি প্রাথমিক আস্থা, যা কী ঘটছে তা নির্বিশেষে সবকিছু সহ্য করতে পারে। এই সহ্যশক্তির বিশ্বাসযুক্ত একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগত হয়ে চলে।

ইব্রীয় ১১ অধ্যায় একাধিক বিশ্বাসের বীরদের কথা বর্ণনা করেছে। তারা সেই ব্যক্তি ছিলেন যারা তাদের কষ্টভোগের সময়তেও ঈশ্বরের পরিচর্যা করা বেছে নিয়েছিলেন। আমাদের কাছে সেই সকল আত্মিক বীরদের রেকর্ড আছে যারা তাদের বিশ্বাসের অভাবের কারণে নয়, বরং তাদের বিশ্বাস ছিল বলেই কষ্টভোগ করেছিলেন। তাদের বিশ্বাস তাদেরকে কষ্টভোগ করতে ইচ্ছুক করে তুলেছিল এবং তাদেরকে জাগতিক বিষয়ের বাইরে গিয়ে অদৃশ্য এবং অনন্ত বিষয়গুলিকে দেখতে সাহায্য করেছিল।

ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের কারণে, একটি চূড়ান্ত বিচার হবে। অনন্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে, এবং অনন্ত শাস্তি ঘোষণা করা হবে। ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আমাদেরকে সেই সমস্ত পরিস্থিতি সহ্য করতে সাহায্য করে যা সবসময়ে স্বল্প মেয়াদে সঠিক কাজ করে না।

► ইয়োব ১:১, ১৩-২২ পড়ুন।

ইয়োবের পুস্তকের নাটকটি "একজন ব্যক্তি ছিল" এবং "এখন একটি দিন এসেছিল" এই বিবৃতিগুলি দিয়ে শুরু হয়েছে। প্রথমে ইয়োবের চরিত্রকে উচ্চপদে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ঈশ্বরের উপাসনা করতেন এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু তারপর এমন একটি দিন এসেছিল যখন তার বিশ্বাস ছাড়া তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

এটি আমাদের দেখায় যে এমন একজন ব্যক্তির জীবনে এরকম একটি দিন আসা কখনোই উচিত নয়, তাই না? যখন কারো কাছে বিপর্যয় আসে, আমরা সবসময় তার সাথে যা ঘটেছে তার জন্য তাকে দোষারোপ করার উপায় খুঁজি। আমরা এটি আংশিকভাবে আমাদের বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য করি যে বিশ্বে ন্যায়বিচার শাসন করে, এবং আংশিকভাবে

আমাদের নিরাপত্তা বোধ বজায় রাখতে করে থাকি। আমরা ভাবতে চাই যে সেই জিনিসগুলি আমাদের সাথে ঘটবে না যদি আমরা সেগুলির যোগ্য না হই। কিন্তু সেসব ঘটনা ঘটলেও বিশ্বাস অব্যাহত রাখা উচিত। বাইবেল সহ্যশক্তির বিশ্বাসযুক্ত একজন ব্যক্তি হিসেবে ইয়োবের দৃষ্টান্ত প্রদান করে (যাকোব ৫:১১ এবং ইয়োব ৪২:৭-৮ দেখুন)।

বিশ্বাসের একটি প্রমাণ হল যখন একজন বিশ্বাসী সমস্ত পরিস্থিতিতে সহ্য করে এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা অব্যাহত রাখে। যদি কোনো ব্যক্তি এই ধরণের বিশ্বাসকে না বোঝে, তাহলে সে পরিস্থিতি খারাপ হলেই কেবল অলৌকিক কাজের জন্য প্রার্থনা করবে, কিন্তু ঈশ্বর সবসময় একটি অলৌকিক কাজের মাধ্যমে সমস্যা দূর করেন না। কিছু কিছু লোক নিরুৎসাহিতার কাছে হার মেনে নেয় কারণ তারা মনে করে তাদের বিশ্বাস কাজ করছে না বা ঈশ্বরকে তাদেরকে ব্যর্থ করেছেন। আমাদের বিশ্বাস কাজ করার অন্যান্য উপায়গুলিও মনে রাখা প্রয়োজন।

একজন ভালো গল্পকার জানেন কীভাবে তার গল্পের চরিত্রগুলোকে এমন সমস্যার মধ্য দিয়ে নিতে হয় যার কোনো সমাধান নেই। গল্পের শেষে লেখক পাঠকদের চমকে দেন। বাস্তব জীবনে অনেক দুঃখের গল্প আছে বলে মনে হয়, কিন্তু খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস হল এই আত্মবিশ্বাস যে ঈশ্বর গল্পের আসল সমাপ্তি লিখছেন।

> একজন পাস্টার এবং তার স্ত্রী বেথ বেশ কয়েক বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি একটি সফলভাবে স্থাপিত একটি মন্ডলী ছিল, কিন্তু কিছু ভয়ানক জিনিস অভিজ্ঞতার কয়েক বছরের মধ্যে ঘটতে শুরু করে। তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কয়েক মাস পরে, পাস্টারকে অপরাধীরা মারধোর করে অজ্ঞান করে দেয়। তারপরে তাকে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়, জেলে পাঠানো হয়েছিল এবং পরে তাকে মেরেও ফেলা হয়েছিল, যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ কোনোদিনই জানা যায়নি। এই সব মাত্র চার বছরের মধ্যেই ঘটেছিল।
>
> এই সমস্ত আঘাতের মধ্য দিয়ে কোনটি বেথকে দৃঢ় রেখেছে? প্রচুর পরিমাণে, ঈশ্বরের চরিত্রে বিশ্বাস। তিনি জানতেন যে,
>
> - যেহেতু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তাই তিনি তার অবস্থা গভীরভাবে জানেন। যা ঘটবে সবই ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন।
> - যেহেতু তিনি সার্বভৌম, সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে আছে। তিনি এখনও তার জীবনের জন্য তাঁর চূড়ান্ত উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করছেন। ঈশ্বরের অনুমতি ছাড়া কিছুই হয়নি।
> - যেহেতু ঈশ্বর সর্বজ্ঞানী, তাই তিনি তার স্বামীর চলে যাওয়ায় তাকে এখন যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেসব বিষয়ে তিনি তাঁকে পরিচালনা করতে সক্ষম।
> - যেহেতু ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি সর্বদা তার সাথে আছেন। এমনকি বিচারের সবচেয়ে খারাপ অংশের মধ্যেও তিনি সচেতন ছিলেন যে ঈশ্বর কাছাকাছি ছিলেন এবং সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে ছিল।
> - যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাই তিনি প্রার্থনার মহান উত্তর আনতে পারেন। তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করতে পারেন যে ঈশ্বর তার চাহিদা পূরণ করবেন, নিজের গৌরব নিয়ে আসবেন এবং এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যকে এগিয়ে দেবেন।
> - যেহেতু ঈশ্বর সর্বপ্রেমময়, তিনি বেথ এবং তার পরিবারের সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য খোঁজ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর প্রেমময় হাত তাদের চারপাশে সবসময় রেখে চলেছেন। মন্দ জিনিসের জন্য ঈশ্বরের একটি প্রেমময় উদ্দেশ্য ছিল যা তিনি তাদের মুখোমুখি হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

- যেহেতু ঈশ্বর পবিত্র, তিনি চান বেথের যেন পবিত্র উদ্দেশ্য থাকে, ঠিক যেমন তাঁর পবিত্র উদ্দেশ্য আছে। ঈশ্বর চান বেথ ক্রমাগত তাঁর সাথে নিবিরভাবে পথ চলুক, এবং সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার সময় কোনো অপবিত্র মনোভাব না রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকুক। তিনি চান বেথ যেন তার সকল আক্রমণকারী, অগ্নিসংযোগকারী, এবং অভিযুক্তদের ক্ষমা করেন।

- যেহেতু ঈশ্বর ব্যক্তিগত, তাই তিনি বেথের সাথে একজন প্রকৃত ব্যক্তি হিসেবে সম্পর্কযুক্ত। তিনি চান যে বেথের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরো গভীর হোক।

বিশ্বাস কোনো নিশ্চয়তা নয় যে আমরা দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই পাব। বিশ্বাস হল ঈশ্বরের চরিত্রের প্রতি আস্থা যা আমাদের কষ্টের সময়ে দৃঢ় রাখে যা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

এই পাঠের উদ্দেশ্য ছিল এই চিন্তাটির প্রবণতা সংশোধন করা যে ঈশ্বরের সবসময়ে সহ্য করতে সাহায্য করার পরিবর্তে সমস্যা দূর করে দেওয়া উচিত। গ্রুপের কিছু সদস্যকে আলোচনা করতে বলুন:

► আপনার জীবনের এমন কোনো পরিস্থিতির উদাহরণ দিন যখন বিশ্বাস আপনাকে সহ্য করতে সাহায্য করেছিল?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি তোমাকে তখনও বিশ্বাস করতে চাই যখন এমনকিছু ঘটে যা আমি বুঝি না। আমি জানি যে তুমি সর্বদাই আমার যত্ন নিচ্ছ।

আমাকে সেই বিশ্বাসের অধিকারী হতে সাহায্য করো যা সহ্য করে যাতে আমি সমস্ত পরিস্থিতিতে তোমাকে ক্রমাগত অনুসরণ করতে পারি।

আমার প্রতি তোমার বিশ্বস্ততার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

ইব্রীয় ১১ পড়ুন। লক্ষ্য করুন বিশ্বাসের ব্যক্তিরা কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার কারণে ক্রমাগত তাঁর নির্দেশনাকে অনুসরণ করেছিল।

পাঠ ১৮

মন্ডলীকে আমাদের প্রয়োজন

বড় আইডিয়া

“আমি একার দ্বারা আমার জন্য ঈশ্বরের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি না।”

পাঠের উদ্দেশ্য

স্থানীয় মন্ডলীর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে বিশ্বাসীকে সাহায্য করা।

ভূমিকা

► মন্ডলীর উদ্দেশ্য কী?

বিভিন্ন ধরণের উত্তরকে অনুমোদন দিন। এটি এখনই বেশি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

► কে মন্ডলীর উদ্দেশ্য সাধনে দায়বদ্ধ?

প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী সাহায্য করার জন্য দায়বদ্ধ।

► কার মন্ডলীকে প্রয়োজন? (*প্রত্যেকের মন্ডলীকে প্রয়োজন।*)

মন্ডলী এক। যিশু বলেছেন, “আর আমি আমার মণ্ডলী নির্মাণ করব। [একবচন]...” (মথি ১৬:১৮)। ইফিষীয় পুস্তকে মন্ডলীকে একক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

> আর ঈশ্বর সমস্তই খ্রীষ্টের পদানত করেছেন, তাঁকেই মণ্ডলীর সবকিছুর উপরে মস্তকরূপে প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই মণ্ডলীই তাঁর দেহ, তাঁরই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সব বিষয় সমস্ত উপায়ে পূর্ণ করেন। (ইফিষীয় ১:২২-২৩)।
>
> দেহ এক এবং আত্মা এক, তেমনই তোমাদের প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশার উদ্দেশে তোমরা আহূত হয়েছিলে। (ইফিষীয় ৪:৪)।

মন্ডলী বিশ্বজনীন। যেহেতু কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছেই সদস্যতালিকা রয়েছে এবং কোনো পার্থিব, মানব সংস্থা পুরো মন্ডলীকে ধরে রাখতে পারে না, তাই এটিকে কখনো কখনো “অদৃশ্য” মন্ডলী (invisible church) বলা হয়।

তবে, মন্ডলী স্থানীয়ও হয়। মন্ডলীকে এটির উদ্দেশ্য পরিপূরণের স্বার্থে অবশ্যই স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিশ্বাসী কখনোই দৈনন্দিন ইতিহাস জুড়ে উল্লিখিত বিশ্বজনীন মন্ডলীর সাথে সহভাগিতা করতে পারে না; তাকে আবশ্যিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সহভাগিতা করতে হবে।

ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষকে ব্যবহার করেন, আবার তিনি বিশেষ উপায়ে স্থানীয় মন্ডলীকেও ব্যবহার করেন। স্থানীয় মন্ডলী (বিল্ডিং নয়, বরং বিশ্বাসীদের একটি দল) হল একটি মন্দির যেখানে পবিত্র আত্মা বাস করেন।

তোমরা কি জানো না যে তোমরা নিজেরাই হলে ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন? (১ করিন্থীয় ৩:১৬)।[4]

স্থানীয় মন্ডলীর কিছু উদ্দেশ্য যা নতুন নিয়মে পাওয়া যায়

বিবৃতিটি পড়ুন, তারপর কাউকে পদটি পড়তে বলুন।

১। মন্ডলীতে উপাসনা এবং সংশোধন (১ করিন্থীয় ১৪:১২)।

২। প্রতিষ্ঠিত মতবাদের শিক্ষাদান (১ তিমথি ৩:১৫)।

৩। সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্য তৈরি করার জন্য লোকেদের পাঠানো (মথি ২৮:১৯-২০)।

৪। পাস্টারদের আর্থিক সহায়তা (১ তিমথি ৫:১৭-১৮)।

৫। মিশনারিদের পাঠানো এবং সাহায্য করা (প্রেরিত ১৩:২-৪, রোমীয় ১৫:২৪)।

৬। যে সদস্যদের প্রয়োজন তাদের আর্থিক সাহায্য করা (১ তিমথি ৫:৩)।

৭। যে সদস্যরা পাপে পতিত হয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা (১ করিন্থীয় ৫:৯-১৩)।

৮। বাপ্তিষ্ম এবং প্রভুর ভোজ (মথি ২৮:১৯, ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬)।

৯। একটি খ্রিষ্টীয় সমাজের মধ্যে বিশ্বাসীদের পরিচর্যা করা (প্রেরিত ২:৪২)।

► এই সবকটি উদ্দেশ্য কি গুরুত্বপূর্ণ?

► তালিকাটির মধ্যে কোনগুলিতে আপনি সাম্প্রতিক যোগদান করেছেন?

► কী হত যদি মন্ডলী তালিকাভুক্ত কাজগুলির মধ্যে কোনো একটি না করত?

কেউ একা একা কাজ করলে এই উদ্দেশ্যগুলি পরিপূর্ণ হতে পারে না। বিশ্বাসীদের দলগুলিকে মন্ডলীর এই বাইবেলভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলি সাধনে অবশ্যই স্থানীয়ভাবে সহযোগিতা করতে হবে।

বিশ্বাসীদের একটি স্থানীয় সংস্থার জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা আছে। তিনি যা প্রয়োজন তা প্রদান করেন এবং আমাদের থেকে প্রতিজ্ঞা চান।

4 পৌল তাদের সাথে ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে নয়, বরং একটি স্থানীয় দল হিসেবে কথা বলেছিলেন তা দেখতে, ১ করিন্থীয় ৩:৯ দেখুন। ১ করিন্থীয় ৬:১৯-এ ব্যক্তিবিশেষ বিশ্বাসীকে পবিত্র আত্মার মন্দির হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কীভাবে স্থানীয় সংস্থা কাজ করে তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল:

প্রয়োজনীয় বিষয়	ঈশ্বরের কাজ	সদস্যদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া
নেতৃত্বদান	পাস্টারদের আহ্বান করা	পালকের কাছে আত্মনিবেদন
আর্থিক সংস্থান	সহায়তার আদেশ দেওয়া	আর্থিক সহায়তার প্রতিজ্ঞা
আত্মিক বরদান	আত্মিক বরদান প্রদান করা	পরিচর্যার জন্য ঐকতানে বরদানগুলির ব্যবহার
সহযোগিতা	"দেহের" পরিকল্পনা	পারস্পরিক নির্ভরতার উপলব্ধি

কিছু ব্যক্তি আত্মিকভাবে স্বনির্ভর অনুভব করতে পছন্দ করে। তারা বিশ্বজনীন খ্রিষ্টবিশ্বাসের অংশ হতে আনন্দিত হয়, কিন্তু তারা কখনোই একটি স্থানীয় মন্ডলীতে যোগদান করে না, তারা যেকোনো রবিবারে তাদের ইচ্ছামতো যেকোনো জায়গায় অংশগ্রহণ করতে চায়, স্থানীয় মন্ডলীতে নিয়মিত পরিচর্যা কাজের জন্য যেকোনো দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করে, এবং তাদের নিজেদের আগ্রহ অনুযায়ী দশমাংশ দেয়। যদি সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী এরকম হত, তাহলে কোনো স্থানীয় মন্ডলীই থাকত না।

কিছু কিছু মানুষ খুব কমই তাদের জন্য মন্ডলীর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। তারা নিজেরাই সবকিছু সামলে নেওয়ার প্রত্যাশা করে। মন্ডলীর সভায় উপস্থিত হওয়ার উপকারিতা দেখা তাদের পক্ষে কঠিন।

মন্ডলীতে অঙ্গীকারহীন পরিদর্শকদের আকর্ষণ করা এবং ধরে রাখার জন্য কিছু কিছু মন্ডলী তাদের অনুষ্ঠানগুলিকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তারা অনুষ্ঠানের মতো বিভিন্ন পরিষেবা উপস্থাপন করে অন্যান্য মন্ডলীগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করে। তাদের মন্ডলীর সভা এমন শ্রোতায় পরিণত হয়েছে যারা একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান বা নাটকের দর্শকদের চেয়েও কম সংযুক্ত।

প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর স্থানীয় মন্ডলীকে এটির বাইবেলভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য তার নিজেকে, তার সমস্ত সম্পদকে, এবং সক্ষমতাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করা উচিত। যতক্ষণ সে না করছে, সে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে তার উদ্দেশ্য পূরণ করছে না।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

সদস্যদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করে দেখতে বলুন:

▶ আমি কি কোনো পাস্টারের কর্তৃত্বাধীন রয়েছি? কোন নির্দিষ্ট উপায়ে রয়েছি?

▶ আমি কি কোনো স্থানীয় মন্ডলীর পরিচর্যা কাজকে আর্থিকভাবে সাহায্য করছি?

▶ আমি কি আমার সামর্থ্যগুলিকে আমার স্থানীয় মন্ডলীর জন্য ব্যবহার করছি?

▶ আমি কি উপলব্ধি করি যে আমার মন্ডলীকে আমার প্রয়োজন?

▶ আমি কি উপলব্ধি করি যে আমার মন্ডলীর আমাকে প্রয়োজন?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমাকে একটি আত্মিক পরিবার দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ যা আমার সাথে জীবন শেয়ার করে। আমাকে সেই দেহের অংশ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ যা পৃথিবীতে তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছে।

আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে আমার মন্ডলীকে প্রয়োজন এবং মন্ডলীর আমাকে প্রয়োজন। স্থানীয় মন্ডলীর সদস্যদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকারের প্রয়োজন তা পালন করতে আমাকে সাহায্য করো যাতে এটি তার উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে পারে।

আমাদেরকে একসাথে একটি মন্দির হয়ে উঠতে সাহায্য করো যেখানে পবিত্র আত্মা বাস করেন এবং তোমার লোকেদের জীবন দান করেন।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

১ করিন্থীয় **১২** অধ্যয়ন করুন। দেহের [মন্ডলীর] সদস্যদের পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ধ্যান করুন।

পাঠ ১৯

প্রলোভনের উপর জয়লাভ

বড় আইডিয়া

"আমি পবিত্র আত্মার নির্দেশনা এবং শক্তির মাধ্যমে প্রলোভনের উপর জয়লাভ করতে পারি।"

পাঠের উদ্দেশ্য

কীভাবে প্রলোভন আসে এবং কীভাবে বিজয়ের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হয় তা বোঝা।

প্রলোভন

► আপনার জীবনে কখনো এমন কোনো প্রলোভন এসেছে যা নিয়ে আপনার মনে হয়েছে যে কেউ সেটি বুঝবে না?

► আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন যে পাপের উপর সম্পূর্ণ বিজয়ে জীবন যাপন করা সত্যিই সম্ভব কিনা?

ঈশ্বর সক্ষমকারী অনুগ্রহ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা প্রলোভনে আমাদের দুর্বলতার জন্য ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশি:

> মানুষের কাছে সাধারণভাবে যেমন ঘটে থাকে, তা ছাড়া অন্য কোনো প্রলোভন তোমাদের প্রতি ঘটেনি। আর ঈশ্বর বিশ্বস্ত। তোমরা যা সহ্য করতে পারো, তার অতিরিক্ত কোনো প্রলোভনে তিনি তোমাদের পড়তে দেবেন না। কিন্তু তোমরা যখন প্রলোভিত হও, তিনিই তোমাদের রক্ষা পাওয়ার পথও করে দেবেন, যেন তার মধ্যেও তোমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারো। (১ করিন্থীয় ১০:১৩)।

এই পদটি আমাদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলে।

১। **মনুষ্যপ্রকৃতিতে প্রতিটি প্রলোভন হামেশাই ঘটে।** এটি আমাদের মনুষ্যপ্রকৃতিতের জন্যই আসে এবং কিছু মানবিক দুর্বলতাকে আক্রমণ করে। এর মানে হল যে আপনার কষ্টভোগগুলি একেবারেই আপনার জন্য অনন্য নয়।

২। **ঈশ্বর আমাদের সীমা জানেন।** তিনি বোঝেন যে আমরা কতটা সহ্য করতে পারি। আমরা সত্যিই জানি না যে আমরা কতটা সহ্য করতে পারি, কিন্তু তিনি জানেন।

৩। **ঈশ্বর চান যেন আমরা বিজয়ী জীবন যাপন করি।** এটি আমাদের বলে যে তিনি প্রলোভনকে আমরা যতটা সহ্য করতে পারি তার চেয়ে বেশি হতে দেবেন না, কারণ তিনি চান যেন আমরা বিজয়ে জীবন যাপন করি। কিছু লোক মনে করে যে প্রলোভনের ওপর বিজয় অসম্ভব কারণ আমরা মানুষ। এই পদটি অনুযায়ী, বিজয় সম্ভব এবং প্রত্যাশিত।

৪। **আমাদের বিজয়ী জীবন যাপন করার জন্য যা প্রয়োজন তা ঈশ্বর আমাদের প্রদান করেন। তিনি রেহাই পাবার পথ প্রস্তুত করে দেন।** বিশ্বাসের প্রত্যুত্তর হিসেবে বিজয়ী জীবন যাপনের জন্য অনুগ্রহ প্রদান করা হয়েছে।

> কারণ ঈশ্বর থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তি জগৎকে জয় করে। আমাদের জয় এই যে, আমাদের বিশ্বাসই জগতকে পরাস্ত করেছে। (১ যোহন ৫:৪)।

যদি আমরা বুঝতে পারি যে এটি কীভাবে ঘটে যে একজন বিশ্বাসী কখনো কখনো প্রলোভনের দ্বারা পরাজিত হয়, তবে আমরা কীভাবে এটি প্রতিরোধ করতে পারি তা বুঝতে পারি। প্রলোভনে পড়ে একজন ব্যক্তি যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় তা বিশ্লেষণ করা দরকারী।

এই প্রক্রিয়াটি যাকোব ১:১৪-১৫-এ বর্ণনা করা হয়েছে:

> কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কামনাবাসনার দ্বারা আকর্ষিত হয়ে প্রলোভনে পড়ে ও কুপথে চালিত হয়। পরে, সেই কামনা পূর্ণগর্ভ হয়ে পাপের জন্ম দেয় এবং...

জন ওয়েসলি লক্ষ্য করেছেন যে পাপের পদক্ষেপগুলি সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে ঘটে।[5]

১। একটি প্রলোভন আসে (জগত, মাংসিক ইচ্ছা বা মন্দতা থেকে)।

২। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীকে সাবধান হওয়ার সতর্কতা প্রদান করেন।

৩। সেই ব্যক্তি প্রলোভনের দিকে মনোযোগ দেয়, এবং এটি তার কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। (এই প্রক্রিয়াটিতে এটাই হল সেই জায়গা যেখানে ব্যক্তিটি প্রথম ভুলটি করে।)

৪। পবিত্র আত্মা কষ্ট পান, ব্যক্তির বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা শীতল হতে শুরু করে।

৫। পবিত্র আত্মা তীব্রভাবে তিরস্কার করেন।

৬। ব্যক্তিটি পবিত্র আত্মার *আর্তনাদ* থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং প্রলোভনকারীর *আকর্ষণীয়* স্বর শোনে।

৭। মন্দ আকাঙ্খা শুরু হয় এবং তার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে; বিশ্বাস এবং প্রেম মুছে যায়; সে বাহ্যিক পাপ করতে প্রস্তুত হয়।

এই প্রক্রিয়াটি বেশি সময় নাও নিতে পারে। এটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটতে পারে।

যেহেতু প্রলোভন আমাদের মনোযোগ ধরে রাখার সময় তার শক্তি বাড়ায়, তাই যে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে সময় নেয় সে সমর্পণ করবে কিনা, সে নিজেকে আরো বড় বিপদের মধ্যে ফেলে। যে বিশ্বাসী পাপের উপর বিজয় বজায় রাখার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাকে তার হৃদয়কে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে যাতে সে অবিলম্বে প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যে ব্যক্তি ইতস্তত করে, সে দেখায় যে তার হৃদয় ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ নয়।

প্রলোভন হল আমাদের বিশ্বাসের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ, কারণ প্রলোভন আমাদেরকে সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যই যে শ্রেষ্ঠ উপায় তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

যদি কোনো বিশ্বাসী পাপের উপর বিজয়ী জীবন যাপন করা দেখতে না পায়, তাহলে এটি সম্ভবত নিচের একটি বা একাধিক সমস্যার কারণে হয়ে থাকে।

১। সে দেখতে পায় না যে ঈশ্বর আনুগত্য চান।

২। সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সক্ষম করার প্রতিজ্ঞা দেখতে পায় না বা বিশ্বাস করে না।

---

[5] Stephen Gibson দ্বারা সম্পাদিত *A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century* পুস্তকে ভাষান্তর করা হয়েছে।

৩। সে ব্যক্তিগত শক্তির পরিবর্তে ঈশ্বরের সক্ষম অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না।

৪। সে পরিপূর্ণ, শর্তহীন বাধ্যতার পরিবর্তে নির্বাচিত আনুগত্যের দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করে।

৫। সে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার জন্য একক উদ্দেশ্যের অধিকারী হয়ে উঠতে অনুগ্রহ দ্বারা চায়নি (ফিলিপীয় ৩:১৩-১৫)।

৬। সে আত্মিক নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখে না ঈশ্বরের সাথে তার বিশ্বাস-গঠনকারী সম্পর্ককে দৃঢ় রাখে।

বিবেচনার জন্য একটি দৃশ্যপট

তিনটি লোক একটি ড্রাইভারের চাকরির জন্য আবেদন করেছিল। প্রথমজন, সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাকে প্রভাবিত করতে চেয়ে বলেছিল, "আমি এমন একজন দক্ষ ড্রাইভার যে আমি যদি একটি পাহাড়ের খাদের কয়েক ফুটের মধ্যে খুব জোরে গাড়ি চালালেও আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।" দ্বিতীয় ব্যক্তি আগেরজনের চেয়ে পিছিয়ে থাকতে চায়নি, তাই সে বলেছিল, "আমি এটির উপর না গিয়ে একটি খাদের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে খুব জোরে গাড়ি চালাতে পারি।" তৃতীয় ড্রাইভার ইতস্তত করল, তারপর নিয়োগকর্তাকে বলল, "আমি খাদের কাছে গিয়ে আপনার জীবনের ঝুঁকি নেব না।" কাকে নিয়োগ করা হয়েছিল বলে আপমার মনে হয়?

আমরা প্রলোভনের কতটা কাছে যেতে পারি তা দেখার চেষ্টা করা আমাদের উচিত নয়। ঈশ্বর আমাদেরকে ব্যক্তিগত নির্দেশিকা দিতে চান যা আমাদেরকে আমাদের দুর্বলতার ক্ষেত্র থেকে রক্ষা করবে। যখন আমাদের কাছে বিকল্প আছে, তখন আমাদের সেইসব জিনিস থেকে দূরে থাকা উচিত যা আমাদেরকে আত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে, যেমন ভুল বিনোদন।

যদি কোন বিশ্বাসী পাপ করে তাহলে কি হবে?

► যদি একজন বিশ্বাসী পাপ করে, ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করার আগে তাকে কতটা সময় অপেক্ষা করতে হবে?

যদি একজন বিশ্বাসী পাপ করে, তার সেই মুহূর্তেই অনুতাপ করা উচিত, এবং সে আমাদের উকিল বা পক্ষসমর্থনকারী, যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে পুনঃস্থাপিত হতে পারে (১ যোহন ২:১-২)। তার কোনো ভবিষ্যতের সময়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয় যেটিকে সে আরো বেশি উপযুক্ত বলে ভাবছে। যদি সে পুনঃস্থাপিত হতে চায়, পবিত্র আত্মা তাকে ইতিমধ্যেই সেই ইচ্ছা প্রদান করছেন এবং ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্কে তাকে ফিরিয়ে আনছেন। যদি তার অনুতাপ প্রকৃত হয়, সে সঙ্গে সঙ্গে পুনঃস্থাপিত হতে পারে।

ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আমাদের পরিত্রাণের জন্য যিশুর আত্মবলিদানের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সাধন করে ফেলেছেন। আমাদের যে অনুগ্রহ অব্যাহত রাখতে হবে তা দিতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সেই বিনিয়োগকে নষ্ট হতে দেবেন না।

> যিনি তাঁর নিজ পুত্রকেও নিষ্কৃতি দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সমর্পণ করেছেন—তিনি কি তাঁর সঙ্গে সবকিছুই অনুগ্রহপূর্বক আমাদের দান করবেন না? (রোমীয় ৮:৩২)।

নিম্নলিখিত শাস্ত্রাংশটি শিক্ষার্থীর ওয়ার্কশীটে মুদ্রিত আছে।

> যিনি তোমাদের বিশ্বাসে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করতে সমর্থ, ও যিনি তোমাদের নির্দোষরূপে ও মহা আনন্দের সঙ্গে তাঁর মহিমাময় উপস্থিতিতে উপস্থাপন করবেন, সেই একমাত্র ঈশ্বর, আমাদের পরিত্রাতা,

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মহিমা, রাজকীয় প্রতাপ, পরাক্রম ও কর্তৃত্ব, সকল যুগের শুরু থেকে বর্তমানে ও যুগপর্যায়ের সমস্ত যুগেই হোক! আমেন। (যিহুদা ১:২৪-২৫)।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

অভিজ্ঞতা থেকে আলোচনা করুন কীভাবে প্রলোভন থেকে পাপ পর্যন্ত পদক্ষেপগুলির বোধগম্যতা কীভাবে একজন ব্যক্তিকে তার মনে প্রলোভনের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে। অন্যদেরকেও একইভাবে আলোচনা করার সুযোগ দিন।

কাউকে আলোচনা করতে বলুন যে উপরে তালিকাভুক্ত ছয়টি সমস্যার মধ্যে একটি বা তার বেশি কীভাবে তাকে বিজয়ী জীবন যাপন করা থেকে বিরত রেখেছে।

যারা এই পাঠের শিক্ষাগুলি অনুশীলন করার উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রলোভনের সাথে লড়াই করছেন, তাদের কাছে জানতে চান। উদাহরণস্বরূপ:

► আপনি কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে যখন প্রলোভন আসে, আপনি এটি নিয়ে চিন্তা করবেন না বরং সঙ্গে সঙ্গে এটি প্রত্যাখ্যান করবেন এবং শক্তির জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করবেন?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি কৃতজ্ঞ যে তুমি আমার ব্যাপারে সবকিছু বুঝতে পারো। তুমি আমার সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতাগুলি জানো। যে প্রলোভন আমার কাছে আসে তা সীমিত করার জন্য এবং যাতে আমি বিজয়ে জীবন যাপন করতে পারি সেই কারণে অনুগ্রহ প্রদানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাকে সর্বদা পবিত্র আত্মার নির্দেশনা অনুসরণ করতে সাহায্য করো। আমি যখনই পাপকে চিনতে পারি, সবসময়ে সেই মুহূর্তেই আমাকে সেটি প্রত্যাখ্যান করতে সাহায্য করো।

আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে কেবল তুমিই আমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

প্রকাশিত বাক্য ২-৩ অধ্যায় পড়ুন। এই অধ্যায়গুলিতে সাতটি মন্ডলীর জন্য লেখা চিঠি রয়েছে। তারা একাধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রলোভন এবং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। প্রতিটি চিঠির শেষে প্রতিজ্ঞাটি লক্ষ্য করুন যেটি তার জন্য দেওয়া হয়েছে যে জয় করে।

পাঠ ২০
ঈশ্বরের নির্দেশনা

বড় আইডিয়া

"কেবল আমার কম্যান্ডারের নির্দেশে আমি জীবন যুদ্ধে জয়ী হই।"

পাঠের উদ্দেশ্য

পবিত্র আত্মার নির্দেশনার প্রতি সংবেদনশীল হতে শেখা।

প্রার্থনা – যুদ্ধে সংযোগ স্থাপন

► প্রত্যেকটা মিলিটারি গাড়িতে কোন জিনিসটি অবশ্যই থাকে?

প্রতিটি ট্যাঙ্ক, জিপ, প্লেন ইত্যাদিতে একটি রেডিও থাকে। এই রেডিওটি তাদের প্রিয় মিউজিক স্টেশনের গান শোনার জন্য নয়, বরং এটি হল সংযোগ স্থাপনের রেডিও।

একটি যুদ্ধ জেতার জন্য সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধরত সৈন্যরা তাদের পুরো যুদ্ধের ময়দানটি দেখতে পায় না। তারা নাও জানতে পারে যে তাদের বন্ধুরা কোথায় এবং তাদের শত্রুরা কোথায় আছে। কম্যান্ডারের পক্ষ থেকে কোনোরকম সংযোগ ছাড়া, তারা জানে না কোনদিকে তাদের গুলি করা উচিত, এবং কোনদিকে তাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।

এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে সৈন্যরা তাদের সহকর্মী সৈন্যদের কাছ থেকে "ফ্রেন্ডলি ফায়ার বা বন্ধুত্বপূর্ণ গুলি", অর্থাৎ ভুল নির্দেশিত বুলেটে নিহত হয়েছে। এমন অনেক সময়েই হয়েছে যখন মিসাইল এবং বোমা ভুল সংযোগের কারণে শত্রুর পরিবর্তে বন্ধুদের আঘাত করেছে।

আধুনিক যুদ্ধে, শত্রুর যোগাযোগ কেন্দ্রকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করা একটি সাধারণ কৌশল। যে পক্ষ এতে সফল হবে, তারাই সম্ভবত যুদ্ধে জিতবে।

আমরা একটি আত্মিক যুদ্ধে আছি। শয়তান আমাদেরকে প্রলোভিত করতে এবং ঠকাতে চায়। জগত আমাদেরকে এটির জীবনধারা এবং মূল্যবোধের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আমাদের চারপাশের লোকেরা কখনো কখনো আমাদের ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপনে বাধা দেয় এবং নিরুৎসাহিত করে। আমরা একটি শত্রু দেশে আটকে পড়া সৈন্যদের মতো, যেখানে বন্ধু মাত্র কয়েকজন, আর শত্রু একাধিক।

ঈশ্বর চান আমরা আত্মিক যুদ্ধে জয়ী হই। প্রার্থনা হল আমাদের কম্যান্ডারের সাথে আমাদের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম।

একটি যুদ্ধে একজন সৈনিকের কথা কল্পনা করুন যে তার আদেশ উপেক্ষা করে নিজের মতো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে ভালোর বদলে ক্ষতি করতে পারে; সে তার উপর নির্ভরশীল লোকদের সাহায্য করতে ব্যর্থ হতে পারে; এবং সম্ভবত তাকে হত্যা বা বন্দী করা হবে।

> সব উপলক্ষে, সব ধরনের মিনতি ও অনুরোধের সঙ্গে আত্মায় প্রার্থনা করো। এসব স্মরণে রেখে সতর্ক থেকো এবং সকল পবিত্রগণের জন্য সবসময়ই প্রার্থনায় রত থেকো। (ইফিষীয় ৬:১৮)।

এই পদটি এমন একটি অনুচ্ছেদের শেষে আসে যেখানে পৌল একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আত্মিক রণসজ্জাকে তার সময়কালের সৈন্যদের রণসজ্জার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে আমাদের শত্রুরা রক্ত-মাংসের বা দৈহিক নয়, বরং আত্মিক।

সম্ভবত সেই সময়ে যদি সৈন্যদের জন্য রেডিও উপলব্ধ থাকত, পৌল তাহলে সেটিকেও—প্রার্থনাকেও—আত্মিক সৈন্যের সরঞ্জামেরঅন্যতম অংশ হিসেবে বর্ণনা করতেন। অস্ত্রগুলি বর্ণনা করার পর, তিনি আত্মিক অস্ত্রের সাথে প্রার্থনা করার কথা বলেছিলেন।

যখন আমরা আত্মিক মন্দতার বিপক্ষে যুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি, তখন আমাদেরকে আমাদের কম্যান্ডারের সাথে সংযোগে থেকে প্রার্থনায় রত থাকতে হবে। আমাদেরকে সতর্ক এবং অধ্যবসায়ী হয়ে, প্রার্থনায় সজাগ থাকতে বলা হয়েছে।

ঈশ্বর তাদের জন্য নির্দেশনার প্রতিজ্ঞা করেছেন যারা তাঁর কথা শুনবে এবং তাঁকে বিশ্বাস করবে।

> তুমি সর্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর উপর আস্থা রাখো ও নিজের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর কোরো না; তোমার সমস্ত পথে তাঁর বশ্যতাস্বীকার করো, ও তিনি তোমার পথগুলি সোজা করে দেবেন। (হিতোপদেশ ৩:৫-৬)।
>
> যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে আমোদ করে সদাপ্রভু তার পদক্ষেপ সুদৃঢ় করেন; (গীত ৩৭:২৩)।

আমাদের সবসময়েই ঈশ্বরের নির্দেশনা প্রয়োজন, এবং তিনি আমাদেরকে এমন সমস্ত উপায়ে নির্দেশনা দেন যেগুলি নিয়ে আমরা সর্বদা সচেতন থাকি না। তিনি কখনোই আমাদের ভুলে যান না, এমনকি যখন আমরা তাঁর কথা চিন্তা করছি না, তখনও না। কিন্তু এমন কিছু কিছু সময় আছে যখন আমাদের বিকল্পগুলির প্রকৃত রূপ দেখতে বিশেষভাবে তাঁর নির্দেশনা চাওয়া উচিত এবং তাঁর কাছে আমাদের সাহায্য চাওয়া উচিত। ঈশ্বর আমাদের পরিস্থিতি একটি অপ্রত্যাশিত উপায়ে পরিবর্তন করতে চাইতে পারেন।

আমাদের তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন…

১। **যখন জীবন-পরিবর্তনকারী কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়**: বিয়ে, পেশা, পড়াশোনা, একটি স্থানীয় মন্ডলীর প্রতি অঙ্গীকার।

২। **যখন কোনো বাস্তব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়**: চাকরির সুযোগ, বাসস্থানের জায়গা, বড় খরচ করে কিছু কেনা।

৩। **যখন পরিচর্যা কাজের পরিকল্পনা এবং তা কার্যকর করা হয়**: ব্যক্তিগত আহ্বান, কোথায় এবং কার সাথে পরিচর্যা কাজ করতে হবে, প্রচার করা এবং শিক্ষা দেওয়ার বিষয়বস্তু।

৪। **যখন মন্ডলীর জীবনে যোগদান করা হয়**: কীভাবে আরাধনা করতে হয়, কী শিখতে হয়, কী দিতে হয়, কীভাবে পৃথিবীতে খ্রিষ্টের দেহের একটি অংশ হতে হয়।

ঈশ্বরের নির্দেশনাকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করার উপায়

১। **প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকুন।** যদি আপনার জীবনের বেশিরভাগ অংশ ঈশ্বরের সাথে আপনার কথোপকথন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আপনি আপনার নিজের প্রবণতা এবং সীমিত উপলব্ধি অনুসরণ করছেন।

২। **আপনার নিজের যুক্তিকে নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় সত্যের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করবেন না।** উপরের পদটি অনুযায়ী, "...নিজের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর কোরো না" (হিতোপদেশ ৩:৫)।

৩। **ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে সুনির্দিষ্ট ভাবে আপনি যা জানেন, তা সর্বদা মেনে চলুন।** এটি আপনার উপলব্ধি উন্নত করবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য অমান্য করছে সে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা চায় না কারণ ঈশ্বর শাস্ত্রের মাধ্যমে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আপনার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে আপনি যা জানেন তার কেবল একটি অংশ মেনে চললে আপনি আরও বিভ্রান্ত হবেন—সেই আলো অন্ধকারে পরিণত হবে (লূক ১১:৩৫)।

৪। **ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য স্থগিত করবেন না।** আপনি ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার আগে পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি তাঁর সময়ে থাকছেন।

৫। **ধৈর্য্যশীল হন।** আপনাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে যখন ঈশ্বর আপনার জন্য দরজা খুলে দেন এবং পরিস্থিতি প্রস্তুত করেন। অধৈর্য্যতার কারণে বিষয়গুলি নিজের হাতে নেবেন না। “সদাপ্রভুর সামনে নীরব হও, ধৈর্য ধরে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকো” (গীত ৩৭:৭)। জরুরী বোধের কারণে এমন কিছু করবেন না যা আপনি ভুল জানেন।

৬। **ভালো উপদেশ শুনুন**, “নিশ্চয় যুদ্ধ শুরু করার জন্য তোমার জ্ঞানগর্ভ পরিচালনা প্রয়োজন, ও অনেক পরামর্শদাতার মাধ্যমেই যুদ্ধজয় করা যায়” (হিতোপদেশ ২৪:৬)। যখন ঈশ্বর চান যে আপনি একটি বড় সিদ্ধান্ত নিন, তিনি সাধারণত আপনার জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে তা দেখাবেন। যদি এমন ধার্মিক, বয়স্ক লোক থাকে যারা আপনাকে চেনেন এবং আপনার যত্ন নেন, তাহলে আপনি সহজে এমন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেবেন না যা তারা ভুল বলে মনে করেন।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

একটি সিদ্ধান্তের উদাহরণ শেয়ার করুন যেটি আপনি ঈশ্বরের নির্দেশিত বলে জানতেন। ঈশ্বর কীভাবে আপনাকে দেখিয়েছিলেন যে এটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল?

যদি আপনি একটি ভুল সিদ্ধান্তের উদাহরণ শেয়ার করতে পারেন, সেটিও সহায়ক হবে। ঈশ্বরের দ্বারা আরো ভালোভাবে নির্দেশিত হওয়ার জন্য আপনি কি চারটি নীতির কোনো একটি নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন? একইভাবে অন্যদেরকেও আলোচনা করার সুযোগ দিন।

কেউ হয়তো বর্তমানে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছেন যা তারা দলের সাথে আলোচনা করতে ইচ্ছুক।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি আনন্দিত যে তুমি জানো যে আমার কোন পছন্দের কেমন ফলাফল হবে। আমার জন্য উত্তম জিনিস পরিকল্পনা করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি জানি যে তুমি আমার পদক্ষেপগুলিকে আমি যতটা দেখতে পাচ্ছি তার চেয়েও বেশি নির্দেশনা দিচ্ছ।

তোমার নির্দেশিকাকে আরো ভালোভাবে অনুসরণ করা শিখতে আমাকে সাহায্য করুন। প্রার্থনায় তোমার কাছাকাছি থাকতে আমাকে সাহায্য করো। তুমি আমাকে যে সত্য দেখাও তার প্রতি মনোযোগ দিতে আমাকে সাহায্য করো। ধৈর্য্য ধরে তোমার নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি তোমাকে প্রত্যেক সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করতে চাই। আমি তোমার ইচ্ছাকে আন্তরিকভাবে মেনে চলতে চাই।

আমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠটি চাওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

হিতোপদেশ ৩:১- ১২ অধ্যয়ন করুন। কোন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরিত্র এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যা ঈশ্বর নির্দেশিত এবং আশীর্বাদ করে এমন একটি জীবনের আদর্শ হবে? কীভাবে আপনি ব্যক্তিগতভাবে সেগুলির বিকাশ করতে পারেন?

পাঠ ২১
প্রার্থনার বাধাসমূহ

বড় আইডিয়া

"আমাকে অবশ্যই সেই ত্রুটিগুলি এড়িয়ে চলতে হবে যেগুলি আমার প্রার্থনাকে বাধা দেয়।"

পাঠের উদ্দেশ্য

প্রার্থনাকে কম কার্যকর করে তোলে এমন নয়টি সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে শেখা।

প্রার্থনার বাধাসমূহ

► কোন বিষয়টি একজন ব্যক্তির প্রার্থনার জীবনকে প্রত্যাশিত বিকাশ থেকে বিরত রাখতে পারে?

প্রার্থনা করার অনেক কারণ থাকা সত্ত্বেও[6] বহু লোকের কাছেই একটি গভীর এবং বিশ্বস্ত প্রার্থনা জীবন প্রতিষ্ঠা করা কঠিন বলে মনে হয়। এখানে প্রার্থনা করার কিছু সাধারণ কিন্তু এড়ানো যায় এমন বাধাসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) অনুপ্রেরণার অভাব

> পরদিন খুব ভোরে, রাত পোহাবার অনেক আগে, যীশু উঠে পড়লেন এবং বাড়ি ছেড়ে এক নির্জন স্থানে গিয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। (মার্ক ১:৩৫)।

কিছু লোক প্রার্থনা করার জন্য সময় বের করে না, কারণ তারা এটির গুরুত্ব দেখতে পায় না। তারা মনে করে যে তারা এতই ব্যস্ত যে প্রার্থনায় বেশি সময় কাটানো কঠিন।

যদি কোনো ব্যক্তি প্রায়ই মনে করে যে প্রার্থনার জন্য সময় নেওয়ার আগে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা দরকার, বা তাকে তার প্রার্থনার সময় কম করতে হবে যাতে সে ব্যস্ততায় ফিরে যেতে পারে, তাহলে সে প্রার্থনাকে সঠিক মূল্য দিচ্ছে না।

একজন ব্যস্ত ব্যক্তি প্রার্থনাকে অবহেলা করেন কারণ তিনি মনে করেন যে তিনি যা করছেন তা ঈশ্বর যা করছেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যখন প্রার্থনা করেছেন, আপনি প্রার্থনার চেয়েও বেশি কিছু করতে পারেন, তবে আপনি প্রার্থনা না করা পর্যন্ত প্রার্থনার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবেন না।

(২) আত্মিকতার অহংকার

> "আর তোমরা যখন প্রার্থনা করো, তখন ভণ্ডদের মতো কোরো না, কারণ তারা সমাজভবনগুলিতে বা পথের কোণে কোণে দাঁড়িয়ে লোক-দেখানো প্রার্থনা করতে ভালোবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করো তখন ঘরে যাও, দরজা বন্ধ করো ও তোমার পিতা যিনি

6 "ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন" এবং "প্রার্থনার উপকারিতাসমূহ" নামক পাঠগুলি দেখুন।

> অদৃশ্য হলেও উপস্থিত—তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। এতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সবকিছু দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। (মথি ৬:৫-৬)।

আপনি কি কখনো এমন কথোপকথনে থেকেছেন যেখানে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আপনার সাথে কথা বলা ব্যক্তিটি আসলে অন্য কাউকে শোনানোর জন্য কথা বলছে? সেটিতে আপনার অনুভূতি কেমন ছিল? আপনার নিশ্চয়ই এটিকে একটি প্রকৃত কথোপকথন বলে মনে হবে না।

কখনো কখনো লোকেরা যখন প্রার্থনা করে তখন তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সাথে কথা বলে না বরং অন্যদের শোনানোর জন্য কথা বলে। তারা চায় যে তারা যা বলছে তা অন্যরা অনুমোদন করুক। এটি সেই ভণ্ডদের ভুলের অনুরূপ যারা প্রকাশ্যে প্রার্থনা করেছিল যাতে লোকেরা তাদের প্রশংসা করে। আপনি কতটা প্রার্থনা করেন বা আপনি কত তাড়াতাড়ি প্রার্থনা করেন তা লোকেদের জানাতে চাওয়া সেই একই ভুল হবে যাতে তারা আপনার প্রশংসা করবে। এটি হল আত্মিক অহংকার এবং এটি ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ককে বাধা দেবে।

যিশু বলেছিলেন যে আপনার প্রধান প্রার্থনার সময় একটি ব্যক্তিগত জায়গায় হওয়া উচিত।

(৩) অব্যক্তিক প্রার্থনা

> আর তুমি প্রার্থনা করার সময় পরজাতীয়দের মতো অর্থহীন পুনরাবৃত্তি কোরো না, কারণ তারা মনে করে, বাগবাহুল্যের জন্যই তারা প্রার্থনার উত্তর পাবে। (মথি ৬:৭)।

পেগান বা পৌত্তলিক ধর্মগুলিতে সাধারণত একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়। পৌত্তলিকরা উদাসীন, যাদুকরী শক্তি দিয়ে তাদের দেবতাদের চালনা করার আশা করে।

ঈশ্বরকে আমাদের প্রার্থনা দ্বারা যান্ত্রিকভাবে চালনা করা যায় না। তিনি একজন ব্যক্তি। অতএব, আমাদের এমনভাবে কথা বলা উচিত নয় যেন সেগুলির নিজেদের মধ্যে জাদুকরী শক্তি রয়েছে বলে মনে হয়। আপনার প্রার্থনা অব্যক্তিক হতে দেবেন না।

(৪) ক্ষমাহীনতা

> কিন্তু তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা না করো, তোমাদের পিতাও তোমাদের অপরাধসকল ক্ষমা করবেন না। (মথি ৬:১৫)।

> আমি চাই, সর্বত্র পুরুষেরা ক্রোধ এবং মতবিরোধ ত্যাগ করে তাদের পবিত্র দু-হাত তুলে প্রার্থনা করুক। (১ তিমথি ২:৮)।

মানুষের সাথে আপনার সম্পর্ক ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে। যদি আপনি অন্যদের ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক হন, তাহলে আপনি আশা করতে পারেন না যে ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন। ক্ষমা করার অর্থ হল তারা যে শাস্তির যোগ্য তা বাতিল করতে ইচ্ছুক হওয়া।

ক্ষমার অনুগ্রহ ছাড়া, আমরা ঈশ্বরের সাথে একটি সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে পারি না।

(৫) অন্যদের প্রতি অস্বীকৃত অপরাধ

> সুতরাং, তুমি যখন তোমার নৈবেদ্য বেদিতে উৎসর্গ করতে যাচ্ছ, সেই সময় যদি তোমার মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোনো অভিযোগ আছে, তোমার নৈবেদ্য সেই বেদির সামনে রেখে চলে যাও। প্রথমে গিয়ে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, তারপর এসে তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করো। (মথি ৫:২৩-২৪)।

যিশু বলেছিলেন যে যখন আপনি জানেন যে আপনি অন্য কারও প্রতি অন্যায়ের জন্য দোষী, তখন ঈশ্বরের কাছে কোনো নৈবেদ্য দেওয়া উচিত নয়। আপনার ক্ষমা চাইতে যাওয়া উচিত এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত যদি এটি পাওনা হয়, তাহলে ঈশ্বরের কাছে আপনার নৈবেদ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

আমরা আর তখনকার দিনের মতো বলি দিই না, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি। আমরা যদি চাই যে আমাদের উপাসনা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হোক, আমাদের অবশ্যই অন্যদের কাছে আমাদের যেকোনো ভুল স্বীকার করতে হবে।

> একইভাবে স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সঙ্গে বাস করার সময় সুবিবেচক হও। তাদের দুর্বলতর সঙ্গী ও জীবনের অনুগ্রহ-রূপ বরদানের সহ-উত্তরাধিকারী জেনে, তোমরা তাদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্বক আচরণ কোরো, যেন কোনো কিছুই তোমাদের প্রার্থনায় বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। (১ পিতর ৩:৭)।

একজন স্বামীর তার স্ত্রীকে মূল্যবান এবং ভঙ্গুর হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। যদি সে তার ভঙ্গুরতা সম্পর্কে অবিবেচক হয়, তবে তার প্রার্থনা বাধাগ্রস্ত হবে।

একই নীতি অন্য যেকোনো কারোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার উপর আপনার ক্ষমতা আছে। আপনি যদি নির্দয়, অত্যাচারী এবং কারোর অনুভূতি এবং অধিকারের প্রতি অবিবেচক হন, তাহলে ঈশ্বর আপনার প্রতি সন্তুষ্ট নন এবং আপনার পক্ষে প্রার্থনা করা কঠিন হবে।

(৬) অব্যাহত রাখতে ব্যর্থতা

> চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ করো, তোমরা পাবে; কড়া নাড়ো, তোমাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হবে। (মথি ৭:৭)।

এই ক্রিয়াপদগুলির গ্রীক ভাষার ক্রিয়ার কাল অনুযায়ী, যে চাইতে থাকে সে গ্রহণ করবে, যে খুঁজতে থাকে সে সন্ধান পাবে, এবং যে কড়া নাড়তে থাকে তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

যিশু প্রার্থনায় অধ্যবসায়ের উপর জোর দিয়েছিলেন। সাধারণত লোকেরা একবার বা দুবার কিছু নিয়ে প্রার্থনা করে, তারপর এটি ভুলে যায়। তাদের অনুরোধ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে হচ্ছে কিনা তা বোঝার জন্যও তারা দীর্ঘক্ষণ প্রার্থনা করে না।

আপনি প্রার্থনা করার সংকল্প করেছেন এমন চাহিদাগুলি মনে রাখার জন্য একটি তালিকা ব্যবহার করে প্রার্থনায় স্থির থাকুন। একটি তালিকা আপনাকে এমন সময়ে প্রার্থনায় মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে যখন আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন বা বিচরণশীল চিন্তার সাথে লড়াই করেন।

এটি নিয়ে চিন্তা করুন: "আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছ থেকে নাও শুনতে পারি, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তিনি প্রতিদিন আমার কাছ থেকে শুনেছেন।"

(৭) অবাধ্যতা

> এবং আমাদের প্রার্থিত সবকিছুই আমরা তাঁর কাছ থেকে পাই; কারণ আমরা তাঁর আদেশ পালন করি এবং তাঁর প্রীতিজনক কাজ করি। (১ যোহন ৩:২২)।

এই পদটি দেখায় যে বাধ্যতা হল বিশ্বাসের ভিত্তি। বাধ্যতা দেখায় যে আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তাই তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অপরিহার্য। অবাধ্যতা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার অভাব দেখায় যা প্রার্থনা জীবনকে বাধাগ্রস্ত করবে।

(৮) পাপময় উদ্দেশ্য

> তোমরা যখন চাও, তখন তোমরা পাও না, কারণ তোমরা মন্দ উদ্দেশ্যে সেসব চেয়ে থাকো, যেন প্রাপ্ত বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের সুখাভিলাষের জন্য ব্যবহার করতে পারো। (যাকোব ৪:৩)।

পাপপূর্ণ আকাঙ্খাসহ একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসগুলি দেখতে পারে না এবং ঈশ্বর যা ভালো দেখেন তা আন্তরিকভাবে চাইতে পারে না। সে জগতের জিনিসগুলি কামনা করে এবং সেই জিনিসগুলি পাওয়ার উপায় হিসেবে ঈশ্বরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর ঈশ্বরের সর্বোত্তমগুলি কামনা করতে সক্ষম হওয়া উচিত। পবিত্র আত্মা তাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করতে পরিচালিত করবেন।

আমাদের অবশ্যই বাধ্য হতে হবে এবং তাঁর নিজের উপায়ে আমাদের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছুক হতে হবে।

(৯) অবিশ্বাস

> কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। কারণ যে ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আসে, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি আছেন এবং যারা আন্তরিকভাবে তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দেন। (হিব্রুীয় ১১:৬)।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলিকে বিশ্বাস না করা হল তাঁর চরিত্রকে অবিশ্বাস করা। প্রার্থনায় ঈশ্বরের সাথে একটি সম্পর্ক তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করে।

উপসংহার

মাঝে মাঝে মানুষ একটি বাধার সাথে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয় এবং প্রায় পুরোপুরিভাবে প্রার্থনা করা বন্ধ করে দেয়। এই সমস্ত বাধাই ঈশ্বরের সাহায্যে এড়ানো যেতে পারে।

যখন একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে তার আর প্রার্থনা করার ইচ্ছা নেই, বা যদি সে প্রায়শই তার প্রার্থনায় আত্মিক জীবন অনুভব না করে থাকে, তাহলে তার থামা উচিত এবং সমস্যাটির অনুসন্ধান করা উচিত ।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

কখনো কখনো আপনার প্রার্থনা জীবনের বাধা হয়েছে এমনকিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। অন্যদেরকেও সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতার তালিকা দেখতে এবং একইভাবে আলোচনা করতে বলুন।

► বর্তমান বাধাগুলি সমাধানের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট অঙ্গীকার করুন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমি অন্যদের প্রতি আমার কাজের মাধ্যমে তোমাকে খুশি করতে চাই। আমি নম্র এবং ক্ষমাশীল হতে চাই। তুমি আমার অনুরোধ সম্পর্কে আপনি কী করতে চাও তা আমাকে যতক্ষণ না দেখাচ্ছ, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রার্থনায় অবিরত থাকতে চাই।

আমি চাই আমার সমস্ত উদ্দেশ্য সৎ এবং পবিত্র হোক। আমি বিশ্বাসে প্রার্থনা করতে চাই যাতে তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হয়।

পিতা, আমি তোমার সাথে আমার সময়কে গুরুত্ব দিই। আমাকে সেই সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলতে সাহায্য করো যা তোমার সাথে আমার সম্পর্ককে বাধা দেয়। কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে তা আমাকে শেখাও।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

১ তিমথি ২:১-৮ পড়ুন। এই অংশটি থেকে, আপনি কীভাবে একজন ব্যক্তিকে বর্ণনা করবেন যে ঈশ্বর তার থেকে যেমনভাবে চায় তেমনভাবেই প্রার্থনা করে?

পাঠ ২২
সম্পর্ক সকল

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বরের নীতিগুলি আমার সমস্ত সম্পর্ককে পরিচালনা এবং পরিপূর্ণ করে।"

পাঠের উদ্দেশ্য

প্রেম, শান্তি, এবং সম্মানের নীতি প্রয়োগ করা।

ভূমিকা

অন্যান্য লোকেদের সাথে সম্পর্ক না রেখে আপনি ধৈর্য্য এবং ক্ষমার খ্রিষ্টীয় গুণাবলী পেতে পারেন না।

► অন্যান্য খ্রিষ্টীয় গুণাবলী এবং কার্যকলাপগুলি কী কী যা অন্য লোকেদের প্রয়োজন? *(প্রেম, একতা, সহভাগিতা, দায়িত্ব, উদারতা।)*

এই জিনিসগুলি অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটে। গুণাবলী কেবল সম্পর্কের মধ্যেই বিকশিত এবং প্রদর্শিত হতে পারে। এর মানে হল যে মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক আমাদের আত্মিক বিকাশের উপর অনেকটাই প্রভাব ফেলে।

শাস্ত্রে কমপক্ষে তিনটি নীতি রয়েছে যা যেকোনো ধরণের মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: শান্তি, প্রেম এবং সম্মানের নীতি।

শান্তির নীতি

> সকলের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে ও পবিত্র হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করো। পবিত্রতা ব্যতিরেকে কেউ প্রভুর দর্শন পাবে না। (ইব্রীয় ১২:১৪)।

এই পদটি সম্পর্কের গুরুত্বকে অত্যন্ত জোরালোভাবে বর্ণনা করেছে। পবিত্রতা সকলের সাথে শান্তি বজায় রাখার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

শান্তি অন্বেষণ করার জন্য, আপনি অন্তত প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সেই আচরণ করুন যা আপনি তার কাছে থেকে পেতে চান। যাদের কাছ থেকে আপনি কৃতজ্ঞতা, সম্মান বা বাধ্যতা চান, আপনাকে অবশ্যই তাদেরকে তা দিতে হবে। যদি আপনি তা না করেন, তাহলে আপনি দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য দোষী। আপনি যদি আপনার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হন, আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন বা অন্যদের কাছে আপনার যা করা উচিত তা পরিশোধ করতে না পারলে আপনি শান্তির চেষ্টা করছেন না। যখন আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার যা দেওয়া উচিত তা দিতে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং যতটা সম্ভব আপনার দায়িত্ব পালন করা উচিত।

কিন্তু, শান্তির অনুধাবন করার জন্য আপনার অন্যের কাছে ঋণী থাকার চেয়ে আরও *বেশি* কিছু প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে এমন ভালবাসা এবং দয়া দেওয়া যার জন্য আপনি ঋণী নন।

আপনি যদি শান্তি চান তবে দ্বন্দ্বের সময়ে আপনি সমঝোতার চেষ্টা করবেন। আপনি ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হবেন এবং আপনি ক্ষমা পাবেন। আপনি দ্রুত অনুমান করে নেবেন না যে পুনরায় শান্তি স্থাপন করা যাবে না। আপনি কোনো স্থায়ী বিচ্ছেদকে সহজে মেনে নেবেন না।

যিশু বলেছিলেন কেউ যদি আপনার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় করে তাহলে আপনার তার কাছে যাওয়া উচিত এবং তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত যে সে কী ভুল করেছে (মথি ১৮:১৫)। আপনি যদি বিষয়টিকে মোকাবিলা করার জন্য খুব ছোটো বলে মনে করেন, তবে আপনার এটি অন্যদেরকে বলা বা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে কোনোরকম বিরক্তির মনোভাব রাখা উচিত নয়।

যিশু বলেছেন আমাদের অবশ্যই ৭৭বার ক্ষমা করতে ইচ্ছুকে থাকতে হবে (মথি ১৮:২১-২২)। যে সাধারণ কারণে লোকেরা মন্ডলী ত্যাগ করে এবং আত্মিকভাবে দূরে সরে যায় তা হল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছ থেকে পাওয়া দুর্ব্যবহারের প্রতি বিরক্তি। বিরক্তি সাধারণত অন্যান্য ধরণের আত্মিক ব্যর্থতার আগে আসে।

যখন কোনো ব্যক্তি ক্ষমা করতে অস্বীকার করে, তখন সে তার জীবনের একটি ক্ষেত্রকে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রতিরোধে রাখে, কারণ ঈশ্বর চান আমরা ক্ষমা করি। সেই ক্ষেত্রটি এমন একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয় যেখান থেকে শয়তান জীবনের অন্যান্য অংশকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষমা করতে অস্বীকার করে, তাহলে সে সেই প্রলোভনগুলোকে দ্রুত প্রতিহত করতে পারবে না যেগুলিকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন বলে মনে হয়।

প্রতিটি ব্যক্তিগত অপরাধের ভিত্তি হল আমাদের অধিকারের কদর। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা নির্দিষ্ট আচরণ বা সম্মানের যোগ্য, আমরা যখন তা পাই না, তখন আমরা ক্ষুব্ধ হই। আমরা বিশ্বাস করি আমরা যা পাই, তার চেয়ে আরো ভালো পাওয়ার যোগ্য।

অন্যদের ক্ষমা করার চাবিকাঠি হল পরিত্রাণের অর্থ বোঝা। উদ্ধার করা মানে হল পুনরায় কিনে নেওয়া। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করেছেন, সেহেতু আমরা তাঁরই এবং আমাদের উপর কেবল তাঁরই অধিকার আছে। আমাদেরকে সচেতনভাবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের অধিকার সমর্পণ করতে হবে। আপনি প্রার্থনা করতে পারেন, “প্রভু, আমি জানি যে আমার সমস্ত অধিকার তোমার। আমি চাই তুমি তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং আমাকে শুধু সেইটুকুই দেবে যা তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমার জন্য ভালো।” তারপর, লোকেরা যখন আপনার সাথে ভাল আচরণ করে, তখন আপনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারেন যে তিনি আপনাকে সেই বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। যখন কেউ আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, আপনি মনে রাখতে পারেন যে ঈশ্বর আপনার অধিকারের দায়িত্বে আছেন, এবং তিনি দেখেছেন যে সেই সময়ে সেই অধিকার না পেয়ে আপনি আরও উন্নত হতে পারেন।

জাগতিক পরামর্শদাতারা সাধারণত যে ব্যক্তি আপনাকে সমস্যা দেয় তাকে নিপূণভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং তাকে পরিবর্তন করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সেটা অগ্রাধিকার নয়।

অন্যদের ক্ষমা করার মাধ্যমে, আপনি ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন এবং তিনি তাঁর পছন্দ মতো আপনাকে উন্নত করে তুলছেন। ঈশ্বরের কাছে আপনার অধিকার সমর্পণের এই নীতি প্রতিটি মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (ক্ষমা সংক্রান্ত অন্যান্য রেফারেন্সগুলির মধ্য রয়েছে কলসীয় ৩:১৩, মথি ৬:১৫, এবং রোমীয় ১২:১৯।)

প্রেমের নীতি

যার কাছে আমাদের কোনো ঋণ নেই, তার সাথে আমাদের অবশ্যই প্রেমপূর্ণ আচরণ করতে হবে। যেহেতু আমরা অনুগ্রহ পেয়েছি, তাই আমরা ঈশ্বরের কাছে ঋণী। আমরা তাঁকে কিছুই পরিশোধ করতে পারব না। তাঁর কোনোকিছুরই প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি আমাদেরকে সেই অযাচিত ভালোবাসা অন্যদের দিতে বলেছেন যা আমরা পেয়েছি।

> তোমরা কারও কাছে কোনো ঋণ কোরো না, কেবলমাত্র পরস্পরের কাছে ভালোবাসার ঋণ কোরো (রোমীয় ১৩:৮)।

প্রেম প্রমাণ দেয় যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী।

> কেউ যদি বলে, "আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি," অথচ তার ভাইবোনকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী। যে ভাই বা বোনকে সে দেখতে পায় তাকে যদি সে প্রেম না করে, তাহলে যে ঈশ্বরকে সে দেখেনি তাঁকে সে প্রেম করতে পারে না। (১ যোহন ৪:২০)।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে একটি বিশেষ ভালোবাসা রয়েছে এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রতি আপনার কাজ এবং মনোভাব যিশু ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেন। বিচারের দিনে তিনি বলবেন, "যখন তোমরা আমার এই ভাইবোনদের মধ্যে নগণ্যতম কারও প্রতি এরকম করেছিলে, তখন তা আমারই প্রতি করেছিলে" (মথি ২৫:৪০)।

কিন্তু খ্রিষ্টীয় প্রেম কেবল অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রতি প্রকাশিত হওয়ার জন্যই নয়।

মথি ৫:৪৪-৪৫-এ যিশু বলেছেন,

> কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো এবং যারা তোমাদের অত্যাচার করে, তোমরা তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো, যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও। কারণ তিনি ভালোমন্দ, সব মানুষের উপরে সূর্য উদিত করেন এবং ধার্মিক অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের উপরে বৃষ্টি দেন।

কিছু মানুষ মনে করে যে যারা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করে তাদের প্রতি সদয় হওয়া কঠিন, কিন্তু রূঢ় আচরণের কোনো অজুহাত নেই। আমরা মানুষের সাথে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী আচরণ করব না। তারা যোগ্য হোক বা না হোক, আমরা তাদের সাথে ভালোবাসা এবং দয়ার আচরণই করব। আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমরা ঈশ্বরের প্রেমের জন্য উপযুক্ত ছিলাম না, কিন্তু তিনি যেভাবেই হোক আমাদের ভালবেসেছিলেন (তীত ৩:২-৩)।

সম্মানের নীতি

► যদি আমি আপনাকে বিনামূল্যে এমন একটি একশো টাকার নোট দিতাম যেটি নোংরা এবং পুরানো, আপনি কি সেটা নিতে চাইবেন? নাকি সেটা নোংরা এবং পুরানো বলে প্রত্যাখ্যান করে দেবেন?

আপনি সেটি নিয়ে নিতেন কারণ সেটির একটি মূল্য আছে যেটি এর অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়।

প্রত্যেক মানুষই সম্মানের যোগ্য কারণ মানবজাতি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট (আদিপুস্তক ১:১৭)। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহজাত মূল্য প্রদান করে।

এমনকি যদি কোনো ব্যক্তির দুর্দান্ত বুদ্ধিমত্তা না থাকে, বা দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, এবং অন্য এমনকিছুর অভাব থাকে যা তাকে সফল বা সাধারণ মানের ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারত, তবুও তার একটি মূল্য আছে কারণ সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট একজন ব্যক্তি।

একজন ব্যক্তি নিজেকে অন্যান্য উপায়ে মূর্খতাপূর্ণ পছন্দের দ্বারা কম মূল্যবান করে তুললেও তার সহজাত মূল্য (inherent value) অব্যাহত থাকে। সে স্কুলছুট হতে পারে, তার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে, এবং বদ অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু তবুও সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে একজন অমর আত্মাযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে মূল্যবান।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির সহজাত মূল্যের কারণে, মানুষজনের মধ্যে প্রতিটি সংযোগে সম্মান প্রদর্শিত হওয়া উচিত। অবশ্যই ন্যূনতম সৌজন্য।

ম্যানিপুলেশন এবং প্রতারণা করা অন্যায়, কারণ প্রতিটি ব্যক্তি যা বেছে নেয় তার চিরন্তন পরিণতি আছে এবং তাকে একটি সিদ্ধান্তের জন্য আসল কারণগুলি জানতে হবে। একজন ব্যক্তিকে কোনো ভুল কারণে কিছু সঠিক করতে প্ররোচিত করাটা সফলতা নয়, যেহেতু সে এখনও সঠিক পছন্দটি করেনি।

কোনো ব্যক্তির আচরণ ভুল হলেও, আমাদের যতটা সম্ভব, তার সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করা উচিত। এমনকি ভুলের সংশোধন এবং অন্যায়ের শাস্তি (যাদের এটি করার যথাযথ কর্তৃত্ব রয়েছে) সচেতনতার সাথে করা হয় যেটি বোঝায় যে আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতিযুক্ত অবিনশ্বর সত্তার সাথে আচরণ করছি।

উপসংহার

বাইবেল সেই সম্পর্কের জন্য নির্দেশনা দেয় যা শান্তি, প্রেম এবং সম্মানের নীতির উপর ভিত্তিশীল। স্বামী ও স্ত্রী, বাবা-মা ও সন্তান, নিয়োগকর্তা ও কর্মচারী, পাস্টার ও মন্ডলী এবং বয়স্ক ব্যক্তি ও যুবকদের মধ্যে সম্পর্কের জন্য বিবিধ নির্দেশাবলী রয়েছে।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

এই নীতিগুলি প্রয়োগ করার প্রচুর উদাহরণ থাকা উচিত।

আলোচনা করুন এবং বিভিন্ন উদাহরণ জানতে চান যে কেউ কখনো শান্তি অনুসরণ করার জন্য কোনো প্রচেষ্টা করেছে কিনা।

আলোচনা করুন এবং সদস্যদের কাছ থেকে যাদের বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষ রয়েছে সেই ব্যক্তিদের ক্ষমা করার অঙ্গীকার চান।

► কখন একজন ব্যক্তি কাউকে তার প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি ভালোবাসা দেখাতে পারে?

► একজন ব্যক্তির আচরণ ভুল হলেও সম্মানের সাথে আচরণ করার অর্থ কী তা আলোচনা করুন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার সমস্ত সম্পর্কে আমাকে শান্তি, প্রেম, এবং সম্মানের শাস্ত্রীয় নীতি দ্বারা জীবন যাপন করতে সাহায্য করো।

আমি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চাই যারা আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে। যারা আমার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত তাদের সাথে পুনর্মিলন করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি অন্যদের জন্য এমন ভালোবাসার অধিকারী হতে চাই যা সাধারণ মানুষের ধৈর্য্যের বাইরে।

তোমার প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্মান করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

বিভিন্ন সম্পর্কে আচরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলীর জন্য ইফিষীয় ৫:২২–৬:৯ পড়ুন। আপনার সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে আপনার আলাদাভাবে কী করা উচিত তা তালিকাভুক্ত করুন।

পাঠ ২৩
একটি সচেতন খ্রিষ্টীয় জীবনধারা

বড় আইডিয়া

“আমার দৈনন্দিন জীবন দেখায় যে আমি ঈশ্বরকে খুশি করার বিষয়ে সচেতন।”

পাঠের উদ্দেশ্য

সেই নয়টি নীতি শেখা যা আমাদের নির্দিষ্ট জীবনধারার সিদ্ধান্তসমূহ নিতে নির্দেশনা দেয়।

ভূমিকা

► আপনি কি কখনো খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন, বিশেষ করে যখন তারা কী করে এবং কী করে না সেই বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশ্ন ওঠে? একই বাইবেল ব্যবহার করা সত্ত্বেও কেন এই পার্থক্য দেখা যায়? যেহেতু খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে, তাই আমরা যা করি তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ? কেন?

সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বাইবেলের নীতি এবং মূল্যবোধগুলি অনুযায়ী কীভাবে জীবন যাপন করতে হয় তার বিশদ বিবরণে একমত নয়। তবুও একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে তার বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

আচরণ, বিনোদনের নির্বাচন, এবং পোশাক–এই সবই হৃদয়ের প্রবণতা বিষয়ক কিছু না কিছু তুলে ধরে।

এখানে কিছু নীতি রয়েছে যা প্রতিটি বিশ্বাসীর মনে রাখা উচিত, বিশেষত যখন সে নির্দিষ্ট জীবনধারার সমস্যাগুলির মধ্যে কোনটি সেরা তা বোঝার চেষ্টা করে।

জীবনধারার সিদ্ধান্তের জন্য নীতিসমূহ

(১) খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য প্রদত্ত বাইবেলের সমস্ত আদেশ আমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

মথি ৫:১৯-এ যিশু বলেছেন,

> যে কেউ এইসব আদেশের ক্ষুদ্রতম কোনো আদেশ লঙ্ঘন করে ও অপর মানুষদের সেইমতো শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে; কিন্তু যে কেউ এই আদেশগুলি অনুশীলন করে ও সেইরূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে।

আমরা কেবল সাধারণভাবে সেই পয়েন্টগুলি বেছে নিতে পারি না যেগুলিকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। কোনো শাস্ত্রীয় আজ্ঞাই এড়িয়ে চলার মতো যথেষ্ট গুরুত্বহীন নয়।

(২) ঈশ্বরের আদেশগুলি আমাদের কল্যাণের জন্য প্রদত্ত।

দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-১৩,

> এখন হে ইস্রায়েল, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের কাছে কী চান? তিনি কেবল চান যেন তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করো, সব ব্যাপারে তাঁর পথে চলো, তাঁকে ভালোবাসো, তোমাদের সমস্ত হৃদয় ও প্রাণ

দিয়ে তাঁর সেবা করো, আর তোমাদের মঙ্গলের জন্য আজ আমি তোমাদের কাছে সদাপ্রভুর যেসব আদেশ ও অনুশাসন দিচ্ছি তা পালন করো।

ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে ভালো কিছু সরিয়ে রাখেন না বা আমাদের জন্য ক্ষতিকর কোনো আদেশ দেন না। তাঁর সীমাবদ্ধতা ছাড়া আমাদের ভালো হবে না। তাঁর নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হল তাঁর প্রজ্ঞা এবং ভালোবাসাকে সন্দেহ করা। যখন আমরা মানব ধারণাগুলি অনুসরণ না করে তাঁর বাক্যের নির্দেশাবলী মেনে চলি, তখন আমরা প্রমাণ করি যে আমরা সত্যই ঈশ্বরের মঙ্গল ও প্রজ্ঞাতে বিশ্বাস করি।

(৩) খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা থেকে স্বাধীনতা নয়।

পৌল ১ করিন্থীয় ৯:২১-এ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য এটি লিখেছেন:

> যারা [মোশির] বিধানের অধীন নয় তাদের জন্য আমি বিধানবিহীন মানুষের মতো হয়েছি (ঈশ্বরের বিধানের বাইরে নয় কিন্তু খ্রিষ্টের বিধানের অধীণ) যেন যারা বিধানের অধীন নয়, তাদের জয় করতে পারি।

আমরা মোশির ব্যবস্থা এবং ঈশ্বরের নৈতিক প্রয়োজনীয়তা উভয় থেকেই—ন্যায্যতার একটি উপায় হিসেবে আইনের বিধান থেকে মুক্তি পেয়েছি, কারণ আমরা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে নয়, বরং অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি। আমরা আইনের দণ্ডাজ্ঞা থেকেও মুক্তি পেয়েছি, কারণ আমরা যে পাপ করেছি তা ক্ষমা করা হয়েছে।

তবে, আমরা ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত নই। উপরের পদটি যেমন দেখায়, আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীন। আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা বাইবেলে প্রকাশিত হয়েছে।

> তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং তোমরা ধার্মিকতার ক্রীতদাস হয়েছ। (রোমীয় ৬:১৮)।

(৪) যদি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তাহলে আমরা তাঁর ইচ্ছা জানতে চাই, তা এড়িয়ে যেতে চাই না।

১ যোহন ৫:২-৩ বলে,

> ঈশ্বরকে প্রেম করে এবং তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের প্রেম করি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করা হল এই: তাঁর আদেশ পালন করা। আর, কারণ তাঁর আদেশ দুর্বহ নয়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালোবাসে, সে কখনোই প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে না, "ঈশ্বর কি আমাকে এই কাজের জন্য দোষারোপ করবেন?" বরং বলবে, "ঈশ্বর কীসে সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন?" (কলসীয় ১:১০)।

(৫) শাস্ত্র আমাদের জীবনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠার একটি ভিত্তি প্রদান করে।

বাইবেল কেবল সাধারণ নীতিসমূহ প্রদান করে না। স্টাডি অ্যাসাইনমেন্টে কিছু অংশ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যা সচেতন খ্রিষ্টীয় জীবনযাপনের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি খ্রিষ্টীয় জীবনধারার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

(৬) জীবনের বিশদ নিয়মগুলি আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস নয়।

ফরিশীরা ছোটোখাটো বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়ার ভুল করেছিল। মথি ২৩:২৩-এ, যিশু তাদের বলেছিলেন

> শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা তোমাদের মশলাপাতি—পুদিনা, মৌরি ও জিরার দশমাংশ দিয়ে থাকো কিন্তু বিধানের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন ন্যায়বিচার, করুণা, বিশ্বস্ততা—এগুলি উপেক্ষা করে থাকো। ভালো হত, তোমরা আগের বিষয়গুলি উপেক্ষা না করে যদি এগুলিও পালন করতে।

এই পদটি বলছে না যে এমন কোনো সত্য আছে যার কোনো মূল্য নেই, বরং এটি বলছে যে কিছু কিছু বিষয় অন্যগুলির চেয়ে বেশি মূল্যবান। আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলা উচিত।

(৭) ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আনুগত্য বা ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য নিয়ম পালন করাই যথেষ্ট নয়।

ফরিশীদের সাথে সেই একই কথোপকথনে যিশু বলেছিলেন (মথি ২৩:২৫),

> শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা থালাবাটির বাইরেটা পরিষ্কার করে থাকো কিন্তু ভিতরের দিকটা লোভ-লালসা ও আত্ম-অসংযমে পূর্ণ।

একজন ব্যক্তি খুব কঠোর জীবন যাপন করেও ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসতে বা তাঁর বাধ্য নাও হতে পারে। অন্যদিকে, আরেকজন ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারে এবং তবুও কিছু মাপকাঠির কারণ নাও বুঝতে পারে। তাই, তুলনামূলক কঠোর ব্যক্তিটি প্রয়োজনীয়ভাবে বেশি আত্মিক নয়।

(৮) অন্যদের সাক্ষ্যে আমাদের আত্মবিশ্বাস তাদের জীবনধারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশদের উপর নির্ভর করে না।

রোমীয় ১৪:১০ -এ পৌল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জিজ্ঞাসা করেছেন

> তাহলে তুমি কেন অপর বিশ্বাসীর বিচার করো? কিংবা, কেনই বা অপর বিশ্বাসীকে ঘৃণা করো? কারণ আমরা তো সকলেই ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াব!

এই পদটি এমন একটি অনুচ্ছেদে এসেছে যেখানে বাস্তবিক সমস্যার উপর খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। সেখানে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় সেই বিষয়ে একাধিক গুরুতর মতবিরোধ রয়েছে।

অন্য আরেকজন বিশ্বাসী একটি নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় অংশ নিয়ে আমাদের ব্যাখ্যার সাথে সহমত নাও হতে পারে, বা আমাদের প্রত্যাখ্যান করা কোনোকিছুতে সে কোনো ক্ষতি নাও দেখতে পারে। এটির কারণ হতে পারে যে ঈশ্বর তার জীবনের কোনো আলাদা দিকে কাজ করছেন, বা এটিও হতে পারে যে ঈশ্বর তাকে একটি আলাদা সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে রেখেছেন। এর মানে এই নয় যে ব্যক্তিটি একজন প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী নয়।

(৯) বিভিন্ন মতামতের সহনশীলতা ব্যক্তিগত অসচেতনতার অজুহাত দেয় না।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার মনে দৃঢ়প্রত্যয়ী হোক। (রোমীয় ১৪:৫খ)।

> কিন্তু যে ব্যক্তির সন্দেহ আছে, সে যদি আহার করে তাহলে সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কারণ তার আহার করা বিশ্বাস থেকে হয় না; আর যা কিছু বিশ্বাস থেকে হয় না, তাই পাপ। (রোমীয় ১৪:২৩)।

যখন কেউ তার বিবেককে লঙ্ঘন করে, তখন তার ফলাফল হয় বিপর্যয়কর। যদি একজন ব্যক্তি এমন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় যা সে ভুল বলে মনে করে, তবে সে পাপের জন্য দোষী। যখন কোনো ব্যক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত আলোতে পথ চলে, তখন তার জন্য আশীর্বাদ থাকে (১ যোহন ১:৭)।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিছু শিক্ষার্থী মন্ডলীর জন্য আচরণের নিয়মের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে পারে। অন্যরা বিভিন্নতার সহনশীলতার উপর জোর দিতে পারে।

উপরে তালিকাভুক্ত নয়টি নীতির প্রতিটির জন্য ন্যায্য বিবেচনা করার চেষ্টা করুন। গ্রুপের কাছে জানতে চান:

► এই নীতিগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বেশিরভাগ মানুষ ভুলে যায় বলে আপনাদের মনে হয়?

► এই নীতিগুলির মধ্যে কোনটি আপনার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

তোমার বাক্যের আদেশের সংগতিপূর্ণ জীবন যাপন করতে আমাকে সাহায্য করো। আমি জানি যে তুমি যা আদেশ করো তা সবই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যেরা যাই করুক, আমাকে আমার বিবেকের প্রতি বিশ্বস্ত হতে সাহায্য করো। যারা আমার সাথে একমত নয়, তাদের প্রতি খ্রিষ্টীয় মনোভাব রাখতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি চাই আমার সমস্ত কাজে বিশ্বাস প্রদর্শিত হোক। আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই সমস্ত বিকল্প বেছে নিতে সাহায্য করো যা আমার জীবনকে তোমার অনুগ্রহের একটি উত্তম উদাহরণ করে তুলবে।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

নিম্নলিখিত শাস্ত্রাংশগুলি অধ্যয়ন করুন যা সচেতন খ্রিষ্টীয় আচরণের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে:

- ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০
- ১ করিন্থীয় ১০:৩১
- ১ করিন্থীয় ১১:১৪-১৫
- ১ তিমথি ২:৯-১০
- ১ পিতর ৩:৩-৪
- দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৫
- গীত ১৯:১৪
- গীত ১০১:৩

এই শাস্ত্রাংশগুলির উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তিগত মাপকাঠি বা মানগুলি আপনার থাকা উচিত?

পাঠ ২৪
একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কথাবার্তা

বড় আইডিয়া

“আমার কথোপকথনের জন্য বাইবেলের একাধিক নীতি রয়েছে।”

পাঠের উদ্দেশ্য

নয়টি শাস্ত্রীয় নিয়ম শেখা যা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার জন্য একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কথোপকথনকে সাহায্য করে।

ভূমিকা

একটি পুরনো প্রবাদ আছে যেটি বলে, “তরোয়ালের চেয়ে কলম বেশি শক্তিশালী।”

► এটির মানে কী?

এর অর্থ হল একটি ধারণার মধ্যে, প্ররোচনায়, সংযোগের মধ্যে শক্তি রয়েছে। আপনি লোকেদের বাধ্য করার চেয়ে অনুপ্রাণিত করে আরো বেশি কিছু অর্জন করতে পারেন। একটি ভাবনা—একটি ধারণা—অনেক লোকের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং অনেককে প্রভাবিত করতে পারে।

বাইবেল ভালো বা ক্ষতি করার জন্য শব্দের শক্তি সম্পর্কে কথা বলে। পরিত্রাণের পরিকল্পনা সুসমাচারের শক্তি দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে, যা মানব বার্তাবাহকদের হাতে অর্পিত হয়েছে৷

কথোপকথনের বিষয়ে বাইবেলের নীতিসমূহ

কীভাবে আমরা আমাদের কথাগুলিকে মঙ্গল সাধন করা এবং ক্ষতি করা এড়ানোর জন্য ব্যবহার করতে পারি? বাইবেল এই বিষয়ে কিছু নীতি প্রদান করে।

(১) অতিরিক্ত কথা বলবেন না।

> এবং বুদ্ধিহীনেরা অনেক কথা বলে... (উপদেশক ১০:১৪)।
>
> প্রচুর কথা বলে পাপের অবসান ঘটানো যায় না, কিন্তু বিচক্ষণ লোকজন তাদের জিভকে সংযত রাখে। (হিতোপদেশ ১০:১৯)।
>
> মূর্খরাও যদি নীরবতা বজায় রাখে তবে তাদের জ্ঞানবান বলে মনে করা হয়, ও যদি তারা তাদের জিভ নিয়ন্ত্রণে রাখে তবে তাদের বিচক্ষণ বলে মনে করা হয়। (হিতোপদেশ ১৭:২৮)।

সুতরাং, অতিরিক্ত কথা বলবেন না। একজন বেশি কথা বলা ব্যক্তি তার নিজের কথাকেও গুরুত্ব দেয় না, অন্যের কথাকেও গুরুত্ব দেয় না। সে এমন সমস্ত কথা বলে যেগুলি সে নিজেই বলতে চায় না, এবং সে ধরে নেয় যে অন্যেরাও একইভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। সে জ্ঞান ছাড়াই মতামত দিয়ে থাকে। আপনি যে বিষয়ে জানেন না, সেই বিষয়ে আপনার মতামত দেওয়ার প্রয়োজন নেই; প্রতিটি মতামতের সমান মূল্য থাকে না।

(২) ভাবনা-চিন্তা না করে কথা বলবেন না।

আপনার অনুভূতি দিয়ে এমন কোনো কথা বলবেন না যা নিয়ে আপনাকে পরে অনুতাপ করতে হবে।

> আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, তোমরা এ বিষয়ে মনোনিবেশ করো: প্রত্যেকেই শুনতে আগ্রহী হও ও কথা বলায় ধীর হও এবং ক্রোধে ধীর হও। (যাকোব ১:১৯)।
>
> মূর্খেরা তাদের সব ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলে, কিন্তু জ্ঞানবানেরা শেষ পর্যন্ত তা প্রশমিত করে। (হিতোপদেশ ২৯:১১)।
>
> যে ধৈর্যশীল সে অত্যন্ত বিচক্ষণ, কিন্তু যে বদরাগি সে মূর্খতাই প্রকাশ করে ফেলে। (হিতোপদেশ ১৪:২৯)।

(৩) প্রথমবার দেখেই কোনো পরিস্থিতির বিচার করবেন না।

> শোনার আগেই উত্তর দেওয়া— হল মূর্খতার ও লজ্জার বিষয়। (হিতোপদেশ ১৮:১৩)।
>
> মামলা-মকদ্দমায় যে প্রথমে কথা বলে তাকেই ততক্ষণ ঠিক বলে মনে করা হয়, যতক্ষণ না অন্য কেউ এগিয়ে আসে ও তাকে জেরা করে। (হিতোপদেশ ১৮:১৭)।

বেশিরভাগ দ্বন্দ্বের ভিত্তিই হল ভুল বোঝাবুঝি। সময় এবং সচেতনতাই সাধারণত সেগুলিকে সমাধান করতে পারে। যদি সততার জন্য খ্যাত কোনো ব্যক্তি এমনকিছু বলে থাকে যা আপনার ভুল বলে মনে, তবুও দ্রুত তাকে বিচার করবেন না।

> যে অন্যদের বিবাদে নাক গলায় সে এমন একজনের মতো যে কান ধরে দলছুট কুকুরকে পাকড়াও করে। (হিতোপদেশ ২৬:১৭)।

(৪) কৌতুকের বিষয়ে সচেতন থাকুন।

শব্দের প্রভাবের কারণে, অনিয়ন্ত্রিত কৌতুক পাগলের হাতে অস্ত্রের মতো।

> যে পাগল লোক মৃত্যুজনক জ্বলন্ত তির ছোঁড়ে সে তেমনই, যে তার প্রতিবেশীকে প্রতারণা করে ও বলে, "আমি শুধু একটু মশকরা করছিলাম!" (হিতোপদেশ ২৬:১৮-১৯)।

আপনার কৌতুকের উপর বিশ্বাসের কারণে লোকজনকে গুরুতর ভুল করতে প্ররোচিত করবেন না। তাদের বলবেন না যে আপনি সিরিয়াস যখন আপনি তা নন—তারা আপনাকে দ্বিতীয়বার বিশ্বাস করবে না। মানুষের অসহায় প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নিয়ে মজা করবেন না। কারোর ব্যর্থতা নিয়ে কৌতুক করবেন না। এমন কোনো কৌতুকময় কথা বলবেন না যা পাপকে তুচ্ছ করে দেখায়।

(৫) ভুল ব্যক্তিকে কোনোকিছু বলবেন না।

এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যেখানে এটি ঘটতে পারে।

আত্মিকভাবে দায়বদ্ধ সম্পর্কগুলিতে গোপনীয়তা প্রয়োজন। যদি আপনি সবকিছুকে গোপন রাখতে পারেন তাহলে আপনার মধ্যে অন্যদেরকে সাহায্য করার এবং সুস্থ করার অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে। মানুষ আপনাকে ব্যক্তিগত তথ্যের বিষয়ে বিশ্বাস করবে না যদি তারা মনে করে যে আপনি অন্যদেরকে বলে দেবেন।

লোকের ভুল নিয়ে তথ্য ছড়াবেন না।

পরনিন্দা পরচর্চা আস্থা ভঙ্গ করে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য মানুষ গোপনীয়তা বজায় রাখে। (হিতোপদেশ ১১:১৩)।

কাঠের অভাবে আগুন নিভে যায়; পরনিন্দা পরচর্চার অভাবেও বিবাদ থেমে যায়। (হিতোপদেশ ২৬:২০)।

এমন অনেক সময় আসে যখন কিছু বলার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেটি বলার জন্য আপনি সঠিক ব্যক্তি নাও হতে পারেন। কর্তৃত্ব পদে থাকা যে ব্যক্তির এটি বলা উচিত, তার জায়গায় আপনি এটি বলতে পারেন না।

একজন কাপুরুষ মথি ১৮:১৫-১৭ তে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরিবর্তে তার দ্বন্দ্ব নিয়ে ভুল লোকেদের বলে বেড়ায়।

তোমার প্রতিবেশীকে যদি তুমি দরবারে টেনে নিয়ে যাও, তবে অন্য কারোর আস্থা ভঙ্গ কোরো না, (হিতোপদেশ ২৫:৯)।

(৬) সমালোচনার ব্যাপারে সচেতন থাকুন।

সমালোচনা করার একটি সঠিক সময় এবং পদ্ধতি আছে।

গুপ্ত ভালোবাসার চেয়ে প্রকাশ্য ভর্ৎসনা ভালো। বন্ধুর আঘাতকে বিশ্বাস করা যায়,... (হিতোপদেশ ২৭:৫-৬ক)।

নিশ্চিত হন যে আপনার সমালোচনার উদ্দেশ্য হল গড়ে তোলা, ধ্বংস করা নয়। আপনার প্রকাশ করা উচিত যে আপনি যার সমালোচনা করছেন আপনি তার বিষয়ে যত্নশীল এবং আপনি তাকে/তাদেরকে সাহায্য করতে চান। আপনার সমালোচনা সহায়ক হওয়ার আগে সাধারণত একটি স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক প্রয়োজনীয়।

(৭) প্রতারণা করবেন না।

পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বোলো না, কারণ তোমরা তোমাদের পুরোনো সত্তাকে তার কার্যকলাপসহ পরিত্যাগ করে (কলসীয় ৩:৯)।

প্রতারণা পাপময় জীবনে মানানসই, খ্রিষ্টীয় জীবনে নয়।

সদাপ্রভু মিথ্যাবাদী ঠোঁট ঘৃণা করেন, কিন্তু যারা নির্ভরযোগ্য তাদের নিয়ে তিনি আনন্দ করেন। (হিতোপদেশ ১২:২২)।

(৮) আপনার কথাকে পবিত্র রাখুন।

কোনও রকম অশ্লীলতা, নির্বোধের মতো কথাবার্তা বা স্থূল রসিকতা যেন শোনা না যায়, কারণ এসবই অসংগত; বরং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো। (ইফিষীয় ৫:৪)।

অতীত বা বর্তমানের কোনো কলঙ্ক নিয়ে ততক্ষণ কথা বলবেন না যতক্ষণ না একটি পরিস্থিতি সামলানোর জন্য এটি সঠিকভাবে উপযুক্ত হচ্ছে। আপনার যে কৌতুকময় কথা গোপনে বলার প্রয়োজন হয়, তা একেবারেই বলবেন না। জগতের লোকেরা সাধারণত তাদের বিস্ময় প্রকাশে যৌনতামূলক শব্দ বা শরীরের গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে কথা বলে, কিন্তু এটি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য উপযুক্ত আপনি আন্তরিকভাবে সাহায্যের জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করলে, অকারণে সমস্যার সময়ে ঈশ্বর বা যিশুর নাম বিস্ময়কর শব্দ হিসেবে উল্লেখ করা কথাগুলি ব্যবহার করা অসম্মানজনক।

(৯) আপনার কথা দিয়ে লোকের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন না।

বিকৃতমনা লোক বিবাদ বাধায়, ও পরনিন্দা পরচর্চা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। (হিতোপদেশ ১৬:২৮)।

> ছটি জিনিস সদাপ্রভু ঘৃণা করেন, সাতটি জিনিস তাঁর কাছে ঘৃণিত;... [সাতম] ও এমন এক লোক যে সমাজে মতবিরোধ উৎপন্ন করে। (হিতোপদেশ ৬:১৬, ১৯)।

অন্যের খরচে নিজেকে সুন্দর দেখানোর চেষ্টা করবেন না। অন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হবেন না। পরনিন্দা-পরচর্চা করে কারোর পরিচর্যার কার্যকারিতাকে আঘাত করবেন না।

কথা বলার আগে, কেবল "এটা কি সত্যি?" নয়, সাথে "কেন আমার এটা বলা উচিত"–এটিও বিবেচনা করুন।

উপসংহার

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর ক্ষমা চাইতে ইচ্ছুক থাকা উচিত যদি সে উপলব্ধি করে যে সে তার কথার মাধ্যমে কোনো ক্ষতি করেছে। তার নিজের বলা যে কোনো কথা সংশোধন করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত যদি সে উপলব্ধি করে যে তা সঠিক ছিল না।

অন্যদের ক্ষতিকর এবং অশালীন কথা আপনার পক্ষ থেকে কোনো অন্যায়কে ন্যায্যতা দেয় না।

কথা বলার মধ্যে কিছু কিছু ভুল আছে যেগুলি আপনি ধীরে ধীরে শুধরে নিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কথা বলার আগে ভাবনা-চিন্তা করা শিখতে পারেন। এমনকিছু ভুল আছে যেগুলি অন্তরের কোনো সমস্যাকে তুলে ধরে, যেমন আপনার কথা দিয়ে কাউকে আঘাত করা। আপনি যদি সেই ধরণের কথার জন্য দোষী হন, তাহলে আপনার ঈশ্বরকে বলা প্রয়োজন যেন তিনি আপনাকে ক্ষমা করেন এবং সেই প্রবণতা থেকে আপনার হৃদয়কে শুচি করেন।

আপনার কথা আপনার মানসিকতার বেশিরভাগ দিককে প্রকাশ করে। এমনভাবে কথা বলে আপনার খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্যকে নষ্ট করবেন না যা খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আপনার কথা আপনার চারপাশের সকলকে আশীর্বাদযুক্ত করতে পারে। বেশিরভাগ মিনিস্ট্রিই সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে টিকে থাকে। আপনার কথার প্রভাব দুর্দান্তভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে যদি আপনি বাইবেলের নীতিগুলি অনুসরণ করেন।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

বেশিরভাগ লোকই অন্যদের কথার ভুল ধরে, নিজেদের কথার নয়। এমন একটা সময়ের উদাহরণ সকলের সাথে ভাগ করে নিন যখন আপনি এই নীতিগুলির কোনোটি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, বা স্বীকার করুন যে কোনটিতে আপনি দুর্বল। তারপর সদস্যদেরকে বেছে নিতে বলুন যে তারা কোন নীতিটিতে দুর্বল এবং ঈশ্বরের সাহায্য সেটিতে উন্নতি করার প্রতিজ্ঞা করতে বলুন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার কথার যে প্রভাব থাকতে পারে তা মনে রাখতে, এবং আমার নিজের কথার দায়িত্ব নিতে আমাকে সাহায্য করো। আমি চাই আমার কথা মঙ্গল সাধন করুক, ক্ষতি নয়।

আমি চাই তোমার জন্য আমার সাক্ষ্য সম্মানিত হোক।

আমাকে পবিত্র, সৎ, দয়ালু, এবং সচেতন হতে সাহায্য করো।

তোমার সত্যের সংযোগ স্থাপনের সুযোগের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

যাকোব ৩ অধ্যায়টি অধ্যয়ন করুন। এখানে বর্ণিত কথোপকথনের অসাধারণ সম্ভাবনা লক্ষ্য করুন। ১৩-১৮ পদে দেখুন কীভাবে একজন ব্যক্তির আত্মিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিকভাবে কথোপকথন প্রবাহিত হয়।

পাঠ ২৫
খ্রিষ্টীয় কর্ম-নৈতিকতা

বড় আইডিয়া

“আমি কর্মক্ষেত্রে আমার যথাসাধ্য করার চেষ্টা করি, কারণ ঈশ্বর আমার নিয়োগকর্তা।”

পাঠের উদ্দেশ্য

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কেন কাজ করা উচিত এবং একজন খ্রিষ্টীয় কর্মীর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তা দেখা।

ভূমিকা

► কীভাবে একটি কর্মক্ষেত্রে একজন অবিশ্বাসীর থেকে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পৃথক হওয়া উচিত?

দায়িত্ববোধ এবং সততার নীতিসমূহ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে তাদের কাজে প্রয়োগ করার জন্য কিছু নৈতিকতা প্রদান করে।

► একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কি কাজ করা উচিত? কেন?

কাজের বিষয়ে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গি

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কাজ করা উচিত কারণ নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য তার দায়িত্ব রয়েছে।

> কারণ তোমাদের সঙ্গে থাকার সময়েও আমরা তোমাদের এই নিয়ম দিয়েছি, “যদি কেউ পরিশ্রম না করে, সে আহারও করবে না।” (২ থিষলনীকীয় ৩:১০)।

যদি কোনো ব্যক্তি সে যা করতে পারে তা করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে তার আশা করা উচিত নয় যে অন্যেরা তার দেখাশোনা করবে।

এমন কি অনেক মানুষ আছে যারা সত্যিই কাজ করতে পারে না? না। এমনকি একজন ব্যক্তি মজুরির জন্য একটি সাধারণ কাজ করতে না পারলেও সে সম্ভবত অন্যদের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করার জন্য কিছু করতে পারে।

একজন বিশ্বাসীর তার নিজের পরিবারের জন্য দায়িত্ব রয়েছে।

> কেউ যদি তার আত্মীয়স্বজনের, বিশেষত পরিবারের আপনজনদের ভরণ-পোষণ না করে, সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছে এবং অবিশ্বাসীর চেয়েও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে। (১ তিমথি ৫:৮)।

যদি একজন ব্যক্তির চাহিদা ইতিমধ্যেই তার পূর্ববর্তী কাজের কারণে প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে কী হবে, বা তার কাছে আগে থেকেই রয়েছে, বা “সৌভাগ্যবান”? সে কি ইচ্ছা করলে তার কাজ বন্ধ করে দিতে পারে যেহেতু তার ব্যক্তিগতভাবে কিছুরই প্রয়োজন নেই? না, শাস্ত্রে একজন বিশ্বাসীকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সে অন্যের চাহিদা মেটাতে পারে।

> যে চুরি করতে অভ্যস্ত, সে যেন আর চুরি না করে, বরং নিজের হাতে পরিশ্রমের দ্বারা সৎ উপায়ে উপার্জন করে; দুস্থদের সাহায্য করার মতো তার হাতে যেন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। (ইফিষীয় ৪:২৮)।

যে চুরি করে সে কোনো কারণ ছাড়াই কিছু নেয় এবং যে কাজ করে যাতে সে কিছু দিতে পারে – এই দুজনের মধ্যে বৈপরীত্যটি লক্ষ্য করুন। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী কেবল সেই ব্যক্তি নয় যে চুরি করে না, বরং সেই ব্যক্তি যে দান করার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

সুতরাং, একজন বিশ্বাসীর তার নিজের এবং তার পরিবারের চাহিদা মেটানোর, এবং যাদের প্রয়োজন আছে তাদের প্রদান করতে সক্ষম হওয়ার জন্য কাজ করা উচিত।

এখন কিছু শাস্ত্রাংশ দেখে নেওয়া যাক যেগুলি আমাদেরকে বলে যে কীভাবে একজন বিশ্বাসীর কাজ করা উচিত।

দায়িত্বের নীতি

► একজন শিক্ষার্থী সকলের সামনে ইফিষীয় ৬:৫-৮ পড়বে। এই অংশটির অর্থ আলোচনা করুন, তারপর আপনার পর্যবেক্ষণগুলিতে যোগ করার জন্য নিচের তালিকাটি দেখুন।

ইফিষীয় ৬:৫-৮,

> ক্রীতদাসেরা, তোমরা শ্রদ্ধায় ও ভয়ে, হৃদয়ের সরলতার সঙ্গে তোমাদের জাগতিক প্রভুদের আদেশ মেনে চলো, যেমন তোমরা খ্রীষ্টের আদেশ মেনে থাকো। তাদের আদেশ পালন করো, কেবলমাত্র তাদের দৃষ্টি যখন তোমাদের প্রতি থাকে, তখন তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের ক্রীতদাসদের মতো, অন্তর দিয়ে যেন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছ, সেভাবে। তোমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে তাদের সেবা করো, যেন তোমরা মানুষের নয়, কিন্তু প্রভুরই সেবা করছ। কারণ তোমরা জানো যে, ক্রীতদাস হোক, বা স্বাধীন হোক, প্রভু তাদের সকলকেই সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করবেন।

নতুন নিয়মে ব্যবহৃত, *দাস* শব্দটির মাধ্যমে, ক্রীতদাসদের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, এটি এই নির্দেশাবলী থেকে আধুনিক কর্মীদের ছাড় দেয় না। একজন কর্মচারী একজন ক্রীতদাসের থেকে এই অর্থে আলাদা যে সে বিভিন্ন কর্মসংস্থানে যাওয়ার জন্য অধিক মাত্রায় স্বাধীন। সেই স্বাধীনতা তার পক্ষে চাকরির শর্তাবলী গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব করে তোলে। তবে, একবার সে কোনো সুবিধার জন্য কাজ করতে রাজি হয়ে গেলে, যতক্ষণ সে নিয়োগকর্তার সাথে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তার কাজে নির্দিষ্ট নৈতিকতা প্রয়োগ করে চলতে হবে।

ইফিষীয় ৬:৫-৮ থেকে নীতিসমূহ:

১। একজন কর্মীকে তার নিয়োগকর্তার বাধ্য হয়ে চলতে হবে, কেবল যখন তার উপর নজর রাখা হচ্ছে তখনই নয়, কিন্তু সবসময়েই। এটির অর্থ এই যে সে যে বিষয়গুলিকে কম পরিদর্শিত হবে বলে জানে, সেগুলিকেও তার অবহেলা করা উচিত নয়। ("…কেবলমাত্র তাদের দৃষ্টি যখন তোমাদের প্রতি থাকে, তখন তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য নয়…")

২। একজন কর্মীকে তার কাজের মান ও পরিশ্রম বজায় রাখতে হবে যেন সে ঈশ্বরের জন্য কাজ করছে। ("…কিন্তু খ্রীষ্টের ক্রীতদাসদের মতো, অন্তর দিয়ে যেন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছ, সেভাবে…")

৩। একজন কর্মী তার কাজে বিশ্বস্ততার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদযুক্ত হবে ("প্রভু তাদের সকলকেই সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করবেন…")

সততার নীতি

► একজন শিক্ষার্থী সকলের সামনে তীত ২:৯-১০ পড়বে। এই অংশটির অর্থ আলোচনা করুন, তারপর আপনার পর্যবেক্ষণগুলিতে যোগ করার জন্য নিচের তালিকাটি দেখুন।

তীত ২:৯-১০,

> ক্রীতদাসদের শেখাও, তারা যেন সব বিষয়ে তাদের মনিবদের অনুগত হয়, তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে, তাদের কথার প্রতিবাদ না করে; [তর্ক করা বা অসম্মানজনকভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো],
>
> তাদের কিছু চুরি না করে, বরং তারা যেন নিজেদের সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত দেখায়; আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে তারা যেন সর্বতোভাবে আকর্ষণীয় করে তোলে।

তীত ২:৯-১০ পদের নীতিসমূহ:

১। একজন কর্মীর তার নিয়োগকর্তার নির্দেশনার প্রতি তার প্রতিক্রিয়ায় শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত ("...তাদের কথার প্রতিবাদ না করে...")।

> ► কী কী ফলাফল দেখা যায় যখন একজন কর্মী অন্যান্য কর্মীদের কাছে তার নিয়োগকর্তা সম্পর্কে অসম্মানজনকভাবে কথা বলে?

২। একজন কর্মীর তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে চুরি করা উচিত নয়, যদিও সে মনে করে থাকে যে সে অধিক বেতনের যোগ্য ("...তাদের কিছু চুরি না করে...")।

৩। বিশ্বস্ত কাজ হল সুসমাচারের জন্য একটি সাক্ষ্য; অবিশ্বস্ততা হল সুসমাচারের অবমাননা ("...আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে তারা যেন সর্বতোভাবে আকর্ষণীয় করে তোলে...")।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

এই পাঠে, প্রয়োগের পয়েন্টগুলির দুটি তালিকায় আলোচনার জন্য নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে।

একজন সদস্যের প্রয়োগের বিষয়গুলি দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করা উচিত এবং তার বিবেক পরিষ্কার কিনা তা বিবেচনা করা উচিত।

এই অংশগুলি প্রয়োগ করার কারণে শিক্ষার্থীরা যে পরিবর্তনগুলি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা তাদেরকে আলোচনা করতে বলুন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

কাজ করার ক্ষমতা এবং কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমার নিয়োগকর্তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে, তিনি আমার কাজ থেকে কী চান তা বুঝে, এবং আমার কাজ পরীক্ষা করা না হলেও আমাকে ভালো কাজ করতে সাহায্য করো।

আমি যা উপার্জন করি তার প্রতি আমি বিশ্বস্ত হতে চাই, আমার প্রয়োজনের জন্য দায়িত্ব নিতে চাই এবং অন্যদের সাহায্য করতে চাই।

আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে আমি তোমার জন্য কাজ করছি এবং সেটাই তোমার কাছ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

কাজ এবং অলসতার বিষয়ে এই পদগুলি অধ্যয়ন করুন:

- হিতোপদেশ ৬:৬-১১
- হিতোপদেশ ১০:৪-৫
- হিতোপদেশ ১২:১১
- হিতোপদেশ ১২:২৪
- হিতোপদেশ ১২:২৭
- হিতোপদেশ ১৩:৪
- হিতোপদেশ ১৩:১১
- হিতোপদেশ ১৪:২৩
- হিতোপদেশ ১৮:৯
- হিতোপদেশ ২০:১৩
- হিতোপদেশ ২২:২৯
- হিতোপদেশ ২৪:৩০-৩৪
- হিতোপদেশ ২৬:১৩-১৬

পাঠ ২৬
সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া

বড় আইডিয়া

“শাশ্বত মূল্যবোধগুলি আমার সিদ্ধান্তকে নির্দেশনা প্রদান করে।”

পাঠের উদ্দেশ্য

সেই প্রশ্নগুলি শেখা যেগুলি একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিবেচিত হওয়া উচিত।

ভূমিকা

একটা গল্প আছে যে চার্লস স্টকার (Charles Stalker) নামের একজন প্রচারক একদিন সকালে যখন প্রার্থনা করেছিলেন তখন ঈশ্বর তার সাথে কথা বলেন এবং তাঁকে জানান, “আমি চাই তুমি চিনদেশে যাও।” স্টকার খুব অবাক হয়েছিলেন কারণ তার কাছে যাওয়ার মতো কোনো ঠিকানা বা টাকাপয়সা ছিল না। কিন্তু সেই প্রভাব এত দৃঢ় ছিল যে তিনি তার স্যুটকেস গোছান এবং স্টেশনে যান যেখান থেকে এমন একটা যাত্রা শুরু হতে পারে। একজন অচেনা লোক তার কাছে আসে এবং জিজ্ঞাসা করে, “আপনি কি চার্লস স্টকার?” তারপর বলে, “আপনাকে চিনদেশে যাওয়ার একটি টিকিট দেওয়ার জন্য আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।”

► এইভাবেই কি সাধারণত আমাদের আশা করা উচিত যে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছা দেখাবেন?

► যদি কোনো ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, এইভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশা করলে কি কোনো সমস্যা হতে পারে?

কিছু কিছু লোক তাদের সিদ্ধান্তগুলিতে অতিপ্রাকৃত নির্দেশনা আশা করে। তারা স্বাভাবিক যুক্তি এবং পরিস্থিতি উপেক্ষা করে, কারণ তারা ধরে নেয় যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সমস্ত যুক্তি এবং পরিস্থিতির বিপরীতই হবে।

এটি জোর দিয়ে বলা ভুল যে ঈশ্বর আমাদের সিদ্ধান্তগুলির জন্য অবশ্যই অতিপ্রাকৃত প্রকাশ দেবেন, কারণ তিনি সাধারণত এইভাবে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। যদি কোনো ব্যক্তি যুক্তি এবং পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলে, তাহলে সে ভাবতে পারে যে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশনা পাচ্ছে যখন সে আসলে তার নিজের আবেগ বা কল্পনাকে অনুসরণ করছে।

যখন শাস্ত্রে কোনোকিছু স্পষ্টভাবে আদেশ করা হয়েছে বা বারণ করা হয়েছে, তখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি। তবে, জীবনে এমন অনেক সিদ্ধান্ত আছে যেখানে আমাদের বিভিন্ন বিকল্প আছে যেগুলি নির্দিষ্টভাবে আদেশ বা বারণ করা হয়নি। একজন ব্যক্তি কীভাবে জানবে কোথায় তার থাকা উচিত, কোন চাকরি তার করা উচিত, এবং কীভাবে তার টাকা খরচ করা উচিত?

কিছু লোক, যেহেতু তারা আশা করে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা যুক্তি এবং পরিস্থিতি ব্যতিরেকে অবশ্যই অতিপ্রাকৃতভাবে প্রকাশিত করে, একটি অযৌক্তিক পদ্ধতি খুঁজে বের করে যেটিকে তারা মনে করে যে ঈশ্বর তাদেরকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করবেন। তারা ঈশ্বরকে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশের জন্য কোনো নির্দিষ্ট চিহ্ন দিতে বলতে পারে। অথবা, তারা বাইবেলের যেকোনো পদ খুলতে পারে যেটিকে তারা তাদের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারেন।

ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বাস্তবিক পরামর্শ

কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে হয় সেই বিষয়ে জন ওয়েসলি কিছু বাস্তবিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আমরা জানি যে আমাদের জন্য ঈশ্বরের সার্বজনীন ইচ্ছা বাইবেলে প্রকাশিত হয়েছে যাতে আমরা পবিত্র হই এবং মঙ্গল সাধন করি। তাই, **একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে কোন বিকল্পটি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র হতে এবং সর্বাপেক্ষা মঙ্গল সাধন করতে সক্ষম করে তোলে।**

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে শিখি যে কোন পরিস্থিতিগুলি আমাদের জন্য আত্মিকভাবে সাহায্যকারী এবং কোনগুলি বিপদজনক। কিছু কিছু পরিস্থিতি যেকোনো ব্যক্তির জন্যই আত্মিকভাবে বিপদজনক; অন্যগুলি কিছু কিছু লোকের জন্য বিপদজনক, কিন্তু সকলের জন্য নয়। আমরা যতটা সম্ভব সক্ষম, আমাদের তত নিজেদেরকে এমন পরিস্থিতিতে রাখা উচিত যা আমাদেরকে আত্মিকভাবে দৃঢ় হতে এবং সেই সমত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে যা আমাদেরকে প্রলোভনে নিয়ে আসে (১ করিন্থিয় ১০:১২-১৩)।

যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা, এবং অন্যদের পরামর্শ দ্বারাও, আমরা বুঝতে পারি কোন বিকল্পটি আমাদেরকে সর্বাপেক্ষা মঙ্গল সাধন করতে সাহায্য করবে।

ঈশ্বর সাধারণত বিশেষ প্রত্যাদেশের (special revelation) মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। **তিনি আশা করেন যে আমরা শাস্ত্রীয় নীতিগুলি প্রয়োগ করব যাতে আমরা সচেতনভাবে যুক্তি প্রয়োগ করি এবং পরিস্থিতিগুলি পরীক্ষা করি।** পবিত্র আত্মা আমাদের সেই সময়েও পথ দেখান, যখন আমরা তা বুঝতে পারি না। বেশিরভাগ সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের প্রত্যাদেশের আশা করা উচিত নয়, তবে জ্ঞান এবং বোধগম্যতার জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশনা দাবি করে তারা মাঝে মাঝে অন্যদের লোকেদের কথা শোনা প্রত্যাখ্যান করে (হিতোপদেশ ১২:১৫)। তারা রেগে যায় যখন লোকেরা তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তারা নম্রতার পরিবর্তে অহংকার এবং জেদ দেখায়। যেহেতু তারা নিজেদেরকে সরাসরি ঈশ্বর দ্বারা নির্দেশিত বলে বিবেচনা করে, তারা তাদের সাথে সহমত ছাড়া সমস্ত মানবিক পরামর্শই অগ্রাহ্য করে।

যে প্রশ্নগুলির উত্তর সুস্পষ্টভাবে বাইবেলে উল্লেখ করা নেই, একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বদা এটা দাবি না করা মঙ্গলের হবে যে ঈশ্বর তাকে বলে দিয়েছেন কী করতে হবে। তার পক্ষে এটা বলা ভালো হবে যে সে সেরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে। যদি সে কোনো ভুল করে, তাহলে এটি লোকেদের কাছে বিভ্রান্তিজকন হবে যদি সে বলে থাকে যে ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশনা পেয়ছিল। একইভাবে, কোনো ব্যক্তির সাধারণভাবে অন্যদের পরামর্শ এই দাবি করে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় যে তার কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিশেষ জ্ঞান আছে।

ওয়েসলি'র দেওয়া নীতিগুলির পাশাপাশি, আপনার বিকল্পগুলি নিয়ে চিন্তা করার সময়ে, বিবেচনা করুন:

১। **এটি কি সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ**? ঈশ্বর কখনোই চান না আপনি তাঁর বাক্যের অবাধ্য হন।

২। **এটি কি শাস্ত্রীয় অগ্রাধিকারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?** বাইবেল আমাদেরকে সেই জিনিসগুলিই দেখায় যা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সিদ্ধান্ত কি প্রথম বিষয়কে প্রথমে রাখে?

৩। **এটি কি পরিস্থিতির একটি বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?** আপনার এটি দেখতে সক্ষম হওয়া উচিত যে কীভাবে ঈশ্বর এই সিদ্ধানের জন্য আপনার পরিস্থিতিকে প্রস্তুত করেছেন।

৪। **এটি কি যুক্তিযুক্ত?** ঈশ্বর আপনাকে মাঝে মাঝে এমনকিছু করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন যা দেখতে যুক্তিযুক্ত নয়, কিন্তু যদি তেমন হয়, তিনি তাঁর ইচ্ছা সুস্পষ্ট করবেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে সাহায্য করার মাধ্যম হিসেবে যুক্তিকে কখনোই প্রত্যাখ্যান করবেন না।

৫। **এটি কি খ্রিষ্টীয় আচরণ?** মনে করবেন না যে কোনো পরিস্থিতি এতটাই ব্যতিক্রমী যে আপনি এমন কিছু করতে পারেন যা সাধারণত ঈশ্বরের কাছে অসন্তোষজনক হবে।

৬। **এটি কি নিজের মতো অন্যদেরকেও ভালোবাসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ**? স্বার্থপর উদ্দেশ্য আপনার বিচক্ষণতাকে বিকৃত করবে।

৭। **এটির কি একটি ভালো প্রভাব থাকবে?** কেমন হবে যদি আপনি যা করছেন তা অন্যেরাও করে? সেটি কি ভালো হবে?

৮। **এটি কি ঈশ্বরের পরামর্শদাতাদের দ্বারা সুনিশ্চিত?** আমরা সবাই জানি যে কীভাবে এমন বন্ধুদের খুঁজে বের করতে হয় যারা আমাদের সাথে একমত হবে, কিন্তু যাদের সবচেয়ে আত্মিক এবং জ্ঞানী বলে মনে হয়, তারা আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কী বলবে?

ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন খুব অস্বাভাবিক কিছু হয়, তখন তিনি সন্দেহের অতীত এটি আপনাকে জানাতে সক্ষম হন। কোনো স্বর্গদূত, বা দর্শন, বা একটি জ্বলন্ত ঝোপ অতীতে কিছু লোকের জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল। ঈশ্বর সাধারণভাবে একটি অভ্যন্তরীণ আশ্বাস দিতে পারেন যা সন্দেহের অতীত। কিন্তু যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট বার্তা পাওয়া যায় না, তখন সঠিক বিকল্পটি বোঝার জন্য আপনার নির্ভরযোগ্য নীতি অনুসরণ করা উচিত। প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য বিশেষ প্রত্যাদেশ পাওয়ার আশা করবেন না। আপনি যদি সঠিক অগ্রাধিকারের সাথে আন্তরিকভাবে এবং প্রার্থনা সহকারে যুক্তি দেন, তাহলে ঈশ্বর আপনার সিদ্ধান্তকে পরিচালনা করতে বিশ্বস্ত হবেন।

রোমীয় ১২:১-২ পদে পৌল লিখেছেন,

> অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে উৎসর্গ করো—তাই হবে তোমাদের যুক্তিসংগত আরাধনা। আর তোমরা এই জগতের রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করো না, কিন্তু তোমাদের মনের নতুনীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও। তখন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যাচাই ও অনুমোদন করতে পারবে, যা উৎকৃষ্ট, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।

এই পদগুলি দেখায় যে একজন ব্যক্তির আত্মিক অবস্থা তার সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে। ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রথমে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে একান্তভাবে উৎসর্গ করতে হবে। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সিদ্ধান্তগুলি জগতে সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়, কারণ সে এই জগতের সাথে মানানসই নয় বরং সে রূপান্তরিত হয়েছে এবং একটি নূতনীকৃত মন দিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

ঈশ্বরের নির্দেশনা বোঝার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে ব্যক্তি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা এই কারণে জানতে চায় যাতে সে কোনো কাজ করা উচিত কিনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে সম্ভবত বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। যদি একজন ব্যক্তি শাস্ত্রীয় এবং যুক্তিসঙ্গত উপায় অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্বেষণ করে এবং তা করার জন্য আন্তরিক দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়, সে ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে যাবে না।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► ওয়েসলির নীতির কয়েকটি প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা কর। কিছু উদাহরণ হতে পারে, যেমন, সময় কাটানোর জন্য কেমন বন্ধুদের পছন্দ, চাকরির বিকল্প, অথবা একটি ডেটিংয়ের সম্পর্ক (যদি অবিবাহিত হয়)। বিবেচনা করুন, "*কোন পরিস্থিতিটি আমাকে পবিত্র হতে এবং সর্বাপেক্ষা মঙ্গল সাধন করতে সাহায্য করবে?*"

► কিছু লোক তাদের খ্রিষ্টীয় পরিচয় বজায় রাখতে পারে না যখন তারা নির্দিষ্ট ধরণের লোকেদের সাথে থাকে বা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে। বিভিন্ন উদাহরণ বিবেচনা করুন।

আলোচনার জন্য অন্যান্য সম্ভাব্য পয়েন্টসমূহ:

► সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে প্রেরণার ভূমিকা।

► একটি চিহ্নের জন্য অপেক্ষা করার ভুল।

► অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করার বিপদ।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

কীভাবে তোমার কথা শুনতে হয় তা শিখতে আমাকে সাহায্য করো। তোমার গৌরবের জন্য আমি যতটা সম্ভব পবিত্র হতে এবং সর্বাপেক্ষা মঙ্গল সাধন করতে চাই।

আমার উদ্দেশ্যগুলি পবিত্র করো, যাতে সেগুলি আমাকে তোমার ইচ্ছার বাইরে না নিয়ে যায়। আমার জীবনে তুমি যে জ্ঞানী পরামর্শদাতাদের রেখেছ, তাদের মাধ্যমে আমাকে নির্দেশনা দান করো।

সমস্ত বিষয় আসলে যেমন, ঠিক সেইভাবে সেগুলিকে দেখতে এবং সঠিক নির্বাচন করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

যাকোব ৪:১৩-১৭ পরীক্ষা করে দেখুন। সমস্ত পরিস্থিতির উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব লক্ষ্য করুন। ১৬ পদে উল্লিখিত মন্দ বিষয়, গর্ব কী? ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে এই অংশটি আমাদের কী বলছে?

শিষ্যত্ব বিকাশের পাঠসমূহ

স্টুডেন্ট টেক্সট

পাঠ ১
সার্থকভাবে জীবনযাপন করা

বড় আইডিয়া

"আমি কেবল আমার সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কের মধ্যেই ব্যক্তিগত তাৎপর্য খুঁজে পাই।"

একটি পরিপূর্ণ জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

আমরা জানি যে আমাদের উদ্দেশ্য আছে কারণ আমরা জানি যে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি ঈশ্বর আমাদের তৈরি করে থাকেন, আমাদের জন্য অবশ্যই তাঁর একটি উদ্দেশ্য আছে।

► আদি পুস্তক ১:২৭-২৮; ২:১৮

তিনটি মাত্রায় সম্পর্কগুলি:

- মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক
- মানুষের মধ্যে সম্পর্ক
- মানুষ এবং ঈশ্বরের জগতের মধ্যে সম্পর্ক

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কই হল একমাত্র বিষয় যা অন্যগুলিকে সঠিক করে তোলে।

কল্পনা করার চেষ্টা করুন যে যদি এই তিনটি মাত্রার সম্পর্কের সবকটিতে যদি ছন্দ বজায় থাকত, তাহলে পৃথিবী কেমন হত?

আপনার এবং আমার বিদ্যমান থাকার কারণ হল ঈশ্বরের সাথে, তাঁর লোকেদের সাথে, এবং তাঁর জগতের সাথে সম্পর্কে থাকা। যদি আমি সেই উদ্দেশ্য অনুসরণ না করি, তাহলে আমার অস্তিত্ব না থাকাই ভালো!

মানুষের পতনের বাইবেলভিত্তিক রেকর্ড

পৃথিবীর বর্তমানে অবস্থার বর্ণনা আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে রয়েছে।

১। **পরীক্ষা**: মানুষের পাপের দ্বারা ঈশ্বরের আসল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়েছিল।

২। **প্রলোভন**: শয়তান আদম এবং হবাকে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে, নিজেদের জীবন নিজেদের মতো করে পরিচালনা করার সম্ভাবনা দেখিয়ে প্রলোভিত করেছিল।

৩। **সন্দেহ**: শয়তানের প্রশ্নগুলি তাদেরকে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং আন্তরিকতার উপর সন্দেহপ্রবণ করে তোলার জন্যই সাজানো হয়েছিল। যে ব্যক্তি পাপ করে সে ঈশ্বরকে সন্দেহ করে—যে তিনি জানেন এবং সর্বোত্তম উদ্দেশ্য সাধন করেন।

৪। **বিরুদ্ধাচরণ**: আদম ও হবার কাজের দ্বারাই, তারা তাদের জীবনের কর্তৃত্ব এবং নির্দেশক হিসেবে ঈশ্বরকে প্রত্যাখাত করেছিল।

৫। **বিচ্ছিন্নতা**: সম্পর্কের তিনটি মাত্রাতেই পাপ ছন্দপতন ঘটিয়েছিল।

নির্ধারিত হয়েছিল যে সমস্ত আগামী মানব প্রজন্মের জন্ম একটি পাপপূর্ণ প্রবণতা থেকে হবে, তারা পাপ করবে, এবং তিনটি মাত্রাতেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কে জীবন যাপন করবে।

ফিরে আসার পথ খোঁজা

ঈশ্বর পুনর্মিলন চান—অভীষ্ট সম্পর্কের পুনর্নবীকরণ।

ঈশ্বর আপনাকেও সেই একই প্রশ্ন করছেন যা তিনি আদম এবং হবাকে করেছিলেন: "তুমি কোথায়?"

সমগ্র বাইবেলের বার্তা হল যে ঈশ্বর পাপীদেরকে তাঁর নিজের এবং তাঁর লোকেদের সাথে সম্পর্কে ফিরিয়ে আনতে চান।

আপনার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ক।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমাকে সৃষ্টি করার জন্য, তোমাকে জানার উদ্দেশ্যে আমাকে গড়ে তোলার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাকে আমার পাপ থেকে তোমার সাথে নতুন সম্পর্কে ফিরিয়ে আনার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার ক্ষমার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

যেহেতু আমি তোমাকে জানার আনন্দে জীবন কাটাতে চাই, তাই আমি তোমার প্রতি অনুগত ভালোবাসায় জীবনযাপন করব। আমার মধ্যে তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা আমার আনুগত্যকে সম্ভব করে তুলতে সাহায্য করো।

আমি যিশুর নামে প্রার্থনা করি যিনি আমার জন্য মারা গিয়েছিলেন।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

আদিপুস্তক ১-৩ পড়ুন। সম্পর্কের রেফারেন্সগুলি খুঁজে বের করুন। ৩ অধ্যায়ে, "মানুষের পতনের বাইবেলভিত্তিক রেকর্ড" বিভাগে এই পাঠে বর্ণিত দিকগুলি দেখুন। আপনি যা যা দেখলেন সেই সম্পর্কে কয়েকটি প্যারাগ্রাফে তা লিখুন।

পাঠ ২
পরিত্রাণের সাক্ষাৎকার

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বরের সাথে একটি পরিত্রাণের সাক্ষাৎকার তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক শুরু করে।"

ভূমিকা

একটি সম্পর্কের সর্বপ্রথম শুরু হল ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ।

যখন কেউ কারোর বিরুদ্ধে অন্যায় করে তখন পুনর্মিলনের জন্য কী প্রয়োজন?

১। অন্যায়কারীকে অবশ্যই দোষ স্বীকার করতে হবে এবং অনুতপ্ত হতে হবে। অনুতাপ করার মানে হল সে আর কখনোই অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যায় করবে না।

২। যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হতে হবে, এমনকি যদি দেখা যায় যে অন্যায়কারী তার ক্ষতির মূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম।

প্রথমবার যখন আমরা ঈশ্বরের সামনে আসি, ইতিমধ্যেই সেখানে একটি সমস্যা থাকে, কারণ আমরা তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় করেছি। একটি সম্পর্ক শুরু করার আগে এই সমস্যাটি অবশ্যই সমাধান করা উচিত।

ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের অবস্থা

► ইফিষীয় ২:২-৩

এই পদগুলি অনুযায়ী, আমরা ঈশ্বরের শত্রু হয়ে জন্মেছিলাম। আমরা সকলেই এক সময়ে পাপের জীবন যাপন করেছি। আমরা ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলাম, এবং শয়তানকে অনুসরণ করতাম। কিছু পরিবর্তন না হলে, আমরা আমাদের পাপের কারণে ঈশ্বরের ক্রোধের মধ্যেই থেকে যেতাম।

► যিশাইয় ৫৩:৬

একজন ব্যক্তির তার নিজের জন্য পথ বেছে নেওয়ার অধিকার দাবি করার অর্থ হল তার সৃষ্টিকর্তার তাকে নির্দেশ দেওয়ার যে অধিকার আছে তা অস্বীকার করা। এটাই পাপের সারমর্ম। এটা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

বাইবেল অরূপান্তরিত ব্যক্তিকে দৃষ্টিহীন, অন্ধকারে থাকা, দাসত্বে থাকা, ভ্রষ্ট ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হওয়া, এমনকি মৃত হিসেবে বর্ণনা করে। যদি ঈশ্বর পাপীর প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে তার কাছে না পৌঁছাতেন, তাহলে তার অবস্থা আশাহীন বা শোচনীয় হত।

ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারী অনুগ্রহ

ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করার জন্য বলিদান প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন।

অনুগ্রহ ছাড়া, একজন পাপী ঈশ্বরের কাছে আসতেও পারত না।

► ইফিষীয় ২:৪-৫

যদি কোনো ব্যক্তি পরিত্রাণ না পেয়ে থাকে, তার কারণ এই নয় যে সে কখনোই অনুগ্রহ পায়নি, বরং তার কারণ হল সে যে অনুগ্রহ পেয়েছিল তাতে সে সাড়া দেয়নি।

ব্যক্তিগত সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা

একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে মুহূর্তেই একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

► প্রেরিত ২৬:১৮

সুসমাচারের আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করার, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে, এবং শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে ঈশ্বরের রাজত্বে নিয়ে আসার ক্ষমতা আছে। আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং যারা যিশুকে বিশ্বাস করার মাধ্যমে পবিত্র হয়েছে, তাদের মধ্যে আমাদের একটি উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে৷

একজন প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা লাভ করে যখন সে বিশ্বাস দ্বারা ক্ষমা পেয়ে (ইফিষীয় ২:৮), তার পাপের জন্য অনুতাপ করেছিল (লূক ১৩:৫), এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আনুগত্যের জীবনের প্রতিজ্ঞা করেছিল (১ যোহন ৩:৬)। এই সম্মুখীন হওয়া ঈশ্বরের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক শুরু করে (১ যোহন ১:৩)।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি যখন হারিয়ে গিয়েছিলাম এবং তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম তখন আমার কাছে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি যাতে ক্ষমা পাই, সেই কারণে ক্রুশের উপর যিশুর বলিদানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার অপরাধ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য, আমাকে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা দেওয়ার জন্য, এবং আমাকে তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে সক্ষম করে তোলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার জীবনে তুমি যে মহান পরিবর্তন করেছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সর্বদা তোমার প্রতি অনুগত প্রেমে জীবন যাপন করতে চাই।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

ইফিষীয় ২ অধ্যায় পড়ুন। ঈশ্বর আমাদের জীবনে যে মহান মধ্যস্থতা সাধন করেছেন তার উপর বিশেষভাবে জোর দিন। ১-৩ পদ আমাদের পূর্ববর্তী অবস্থা বর্ণনা করে; ৪ পদটি ঈশ্বর যে পরিবর্তন করেছেন তার বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। পুরো অধ্যায় জুড়ে, বিশেষ করে ৪, ৬, ৭, ১৪ এবং ১৯ পদে সম্পর্কের উল্লেখগুলি লক্ষ্য করুন। আপনি যা দেখলেন সে সম্পর্কে কয়েকটি প্যারাগ্রাফ লিখুন।

পাঠ ৩

ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা

বড় আইডিয়া

“ঈশ্বর আমাকে তাঁর সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যখন আমি অনুতাপ করেছিলাম এবং তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিলাম।”

নিশ্চয়তা

বাইবেল আমাদের নিশ্চিত করে যে আমরা এই আত্মবিশ্বাসে থাকতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের গ্রহণ করেছেন (রোমীয় ৮:১৬)।

এই আশ্বাস এতটাই পরিপূর্ণ যে আমরা ঈশ্বরের মূল্যায়নে পাশ করব নাকি করব না সেই নিয়ে না ভেবে বিচারের দিন (Judgment Day) সম্পর্কে সাহসী হতে পারি (১ যোহন ৪:১৭)।

একজন বিশ্বাসী এটি জানার মাধ্যমে তার পরিত্রাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে যে সে পরিত্রাণের শাস্ত্রীয় উপায় অনুসরণ করেছে।

অনুতাপ বলতে বোঝায় যে একজন পাপী নিজেকে দোষী এবং শাস্তির যোগ্য হিসেবে দেখে (১ যোহন ১:৯), এবং সেইজন্য সে তার পাপ করা বন্ধ করতে ইচ্ছুক হয় (যিশাইয় ৫৫:৭)।

যদি একজন ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃত অর্থে অপরাধী, অজুহাতহীন, এবং শাস্তির যোগ্য হিসেবে না দেখে, তাহলে সে অনুতাপ করেনি।

ত্রাণকারী বিশ্বাস পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয়। ত্রাণকারী বিশ্বাস থাকার অর্থ হল যে একজন ব্যক্তি কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশ্বাস করে:

১। **সে বুঝতে পারে যে নিজেকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য সে কিছুই করতে পারে না** (ইফিষীয় ২:৮-৯)।

২। **সে বুঝতে পারে যে তার ক্ষমা পাওয়ার জন্য খ্রিষ্টের আত্মবলিদানই যথেষ্ট** (১ যোহন ২:২)।

৩। **সে বিবেচনা করে যে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার একমাত্র প্রয়োজন হল বিশ্বাস** (১ যোহন ১:৯)।

যদি সে বাইবেলের নির্দেশনা অনুযায়ী সত্যিকারের অনুতাপ এবং বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে তার বিশ্বাস করার অধিকার আছে যে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেছেন।

এক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিশ্চয়তা আছে যা ঈশ্বর সেই অনুতপ্ত বিশ্বাসীকে প্রদান করেন যখন সে অনুতাপ এবং বিশ্বাস করে।

> …তোমরা দত্তকপুত্র হওয়ার আত্মা লাভ করেছ। তাঁরই দ্বারা আমরা ডেকে উঠি “আব্বা! পিতা” বলে। পবিত্র আত্মা স্বয়ং আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। (রোমীয় ৮:১৫-১৬)

যদি কোনো ব্যক্তি পরিত্রাণের শাস্ত্রীয় উপায় অনুসরণ করে এবং অন্য কোনো ধরণের নিশ্চয়তার পরিবর্তে তাৎক্ষণিক আশ্বাসের শাস্ত্রীয় উপায়ের উপর নির্ভর করে, তবে তার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই নিশ্চয়তার ভিত্তি হল ঈশ্বরের বাক্য, যা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

যে পাপী অনুতাপ করে এবং বিশ্বাস করে তাকে ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার সমস্ত পাপের জন্য অনুতাপ করেছি, এবং আমি তোমার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করি।

আমি জানি যে আমার ক্ষমার জন্য ক্রুশের উপর যিশুর বলিদানই যথেষ্ট।

আমি জানি যে আমার বিচারের ভয় নেই কারণ আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।

তোমার আত্মার সাক্ষ্যের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি তোমার সন্তান।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

ইব্রীয় ১০:১১-২৫ অধ্যয়ন করুন। এই অংশে ব্যক্তিগত আশ্বাসের জন্য কোন ভিত্তি দেওয়া হয়েছে? আমাদের এই নিশ্চয়তা আছে বলে আমাদের কোন কোন নির্দেশনা দেওয়া হয়? আদেশগুলি তালিকাভুক্ত করুন এবং কীভাবে সেগুলি ব্যক্তিগতভাবে পূরণ করবেন তা বিবেচনা করুন।

পাঠ ৪

ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন

বড় আইডিয়া

"আমি ঈশ্বরকে আরো ভালোভাবে জানব, কারণ আমি প্রার্থনায় তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করি।"

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে চায়

প্রার্থনার অনুশীলন হল একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর অন্যতম চিহ্ন, যদিও অন্যান্য ধর্মের মানুষেরাও প্রার্থনা করে। খ্রিষ্টীয় প্রার্থনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে হল যে আমরা নিজেরা যা চাই তা ঈশ্বরকে করতে বাধ্য করার পরিবর্তে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করি।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি আমাদের নিজেদের চাহিদার পরিবর্তে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের জন্য উত্তম। আমরা জানি যে ঈশ্বরের নিখুঁত জ্ঞান এবং নিখুঁত প্রেমের কারণে, আমাদের জন্য সবশ্রেষ্ঠ হল ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হওয়া।

আমরা ঈশ্বরের ওপরেই পছন্দটি ছেড়ে দিই কারণ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি।

প্রার্থনা কেবল এটিকে অনুরোধের তালিকায় পরিণত করা নয়; এটি হল ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন।

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রার্থনায় ঈশ্বরের অন্বেষণ করে

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের থেকে যা পায় তার চেয়েও বেশি ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ককে মূল্য দেয়।

আমরা প্রার্থনায় সবচেয়ে বেশি স্বয়ং ঈশ্বরকেই চাই।

> ঈশ্বরের সাথে আমাদের সময়, এবং যতটা অগ্রাধিকার আমরা এটিকে দিই, তা হল তাঁর প্রতি আমাদের প্রেমের প্রকৃত পরিমাপ। - বার্নার্ড অফ ক্ল্যারভক্স (Bernard of Clairvaux)

শ্রেষ্ঠ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সততা থাকে।

প্রার্থনা হল আত্মিক জীবনের একটি চিহ্ন

প্রার্থনা হল আত্মার শ্বাস-প্রশ্বাস—একটি আত্মিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আত্মিক জীবনে শ্বাস নিই, এবং প্রশংসা ও উপাসনার প্রশ্বাস ফিরিয়ে দিই, যা বিশেষত আমাদের প্রার্থনায় প্রকাশিত হয়।

প্রার্থনা করার সময়

- যখন আপনার দিন শুরু করছেন, তখন প্রার্থনা করুন।
- প্রত্যেকদিন একটি নির্ধারিত সময়ে, প্রার্থনা করুন।
- যখন আপনি বিশেষভাবে পরীক্ষিত, তখন প্রার্থনা করুন।
- যখন আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, তখন প্রার্থনা করুন।
- যখন আপনার ঈশ্বরকে কোনোকিছু নিয়ে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, তখন প্রার্থনা করুন।

সারসংক্ষেপ

১। খ্রিষ্টীয় প্রার্থনা পৌত্তলিক প্রার্থনা থেকে আলাদা কারণ আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা চাই, এবং আমাদের কাছে ঈশ্বরের থেকে কিছু পাওয়ার চেয়ে ঈশ্বরকে জানা বেশি মূল্যবান।

২। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের জন্য আমাদের ভালোবাসার একটি পরিমাপ।

৩। প্রার্থনা হল একটি আত্মিক "গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ" যা দেখায় যে আমরা আত্মিকভাবে জীবিত।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার তোমার সাথে কথা বলতে পারার মহান সুযোগের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আনন্দিত যে আমি তোমাকে আমার প্রয়োজনের কথা বলতে পারি। কিন্তু, সবচেয়ে বেশি, তোমাকে জানার যে বিশেষ সুযোগ আমার রয়েছে তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তোমার সাথে সবসময়ে কথা বলার মাধ্যমে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা প্রদর্শন করতে আমাকে সাহায্য করো। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি করো, কারণ আমি তোমাকে আরো ভালোভাবে জানতে শুরু করেছি।

তোমার সাথে সময় কাটানোকে আমার জীবনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার করে তুলতে আমাকে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

মথি ৬:৫-১৮ পদে প্রার্থনা সম্পর্কে যিশু যা যা বলেছেন তা দেখুন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের রেফারেন্সগুলির তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ৫
ঈশ্বর যা লিখেছেন তা পড়া

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বরের বাক্য তাঁর সাথে আমার সম্পর্ককে পরিচালনা করে।"

ভূমিকা

গীত ১১৯ আমাদের কাছে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য বাইবেলের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

ঈশ্বরের বাক্যের উপকারিতা:

- এটি জীবন দেয় (৫০)।
- এটি সান্ত্বনা দেয় (৫২)।
- এটি একটি আলোকময় প্রদীপ (১০৫)।
- এটি তাঁকে ঈশ্বরের আরাধনাকারীদের একটি সহভাহিতার অংশ করে তুলেছে (৭৪, ৭৯)।

শাস্ত্রের প্রতি গীত রচয়িতার আবেগ

- তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে ভালোবাসতেন এবং এতে আনন্দ করতেন (১৬, ২৪, ৪৭, ৪৮, ৭৭, ৯২, ৯৭, ১০৩)।
- তিনি এটি পেয়ে এতই আনন্দিত ছিলেন যেন এটি কোনো মহাধন (১৪, ৭২)।
- তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এটি যাদের কাছে রয়েছে এবং যারা এটিকে মান্য করে তারা ধন্য (আনন্দিত) (১, ২)।

ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার কারণেই গীত রচয়িতার শাস্ত্রের প্রতিও একটি আবেগ ছিল। তিনি এটিকে ভালোবেসেছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন। ঈশ্বরের বাক্য হল ঈশ্বরের প্রকৃতির একটি প্রকাশ। তিনি ঈশ্বরের বিধান এবং এটির প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞা দেখতে পেয়েছিলেন (১৩৭)।

শাস্ত্র হল ঈশ্বর এবং তাঁর আরাধনাকারীর মধ্যে একটি সংযোগসূত্র—যা ঈশ্বরকে আরাধনাকারীর কাছে প্রকাশ করে এবং ঈশ্বরের প্রতি আরাধনাকারীর প্রতিক্রিয়াকে পরিচালনা করে। এটি পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত, পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশিত, এবং ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা আরাধনাকারীর জীবনে পরিপূর্ণ।

শাস্ত্র ঈশ্বরের প্রতি গীত রচয়িতার প্রতিক্রিয়াকে পরিচালিত করেছিল

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে প্রকাশ করা যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি সম্পর্কে প্রবেশ করতে পারি। তাই, শাস্ত্র পাঠকদের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিয়ার আহ্বান

শাস্ত্রের প্রতি গীত রচয়িতার প্রতিক্রিয়া:

- তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন ঈশ্বর তাঁর নিজের বাক্যের শিক্ষা তাঁকে দেন (১২, ১৮, ২৭, ৩৩, ৩৪)।

- তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন (৩৫-৩৭, ৫, ১০)।
- তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর হৃদয় ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলে (৩২, ৮০)।
- তিনি জানতেন যে ঈশ্বরর বাক্যে ঈশ্বরের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে বিশুদ্ধতা ঘটবে (৯, ১১)।
- তিনি ঈশ্বরের বিধান পালন করার ভিত্তিতে ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ দাবি করেছিলেন (২২, ১২১, ১৫৩)।
- তিনি বাধ্যতার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (৮)।
- তিনি সারাদিন শাস্ত্রে ধ্যান করার জন্য সময়ের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (১৫, ৯৭, ১৪৭-১৪৮)।

শাস্ত্রের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া

শাস্ত্রের প্রতি সঠিকভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য এখনই শুরু করুন:

- ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্যের ভূমিকা উপলব্ধি করুন।
- আপনার অনুতাপ এখনও অসম্পূর্ণ থাকলে ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করুন।
- ঈশ্বরের বাক্যে সময় দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন। গীত ১১৯ দিয়ে শুরু করুন এবং এই পদগুলি পড়ার সময় প্রার্থনা করুন। এরপর আপনি ফিলিপীয়, তীত এবং ইফিষীয় পড়তে পারেন।
- ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের আত্মার কাজের প্রতি ক্রমাগত সাড়া দেওয়া নির্ধারণ করুন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমাকে শাস্ত্র দেওয়ার জন্য, আমার কাছে তোমাকে প্রকাশ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার হৃদয়ে এবং মনে তোমার পবিত্র আত্মার কাজের দ্বারা আমাকে এটি বুঝতে সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তুমি কেমন এবং তোমাকে খুশি করার জন্য আমার কেমন হওয়া উচিত তা আমাকে আরো বুঝতে সাহায্য করো। আমি যেমন পড়েছি তেমনভাবে আমার হৃদয়ে তোমার কাজের প্রতি সর্বদাই সাড়া দিতে আমাকে সাহায্য করো। তোমার বাক্য দ্বারা আমাকে ক্রমাগত তোমার প্রতিমূর্তিতে পরিবর্তিত করো।

প্রভু, আমি প্রতিদিন তোমার বাক্যের ধ্যানে সময় অতিবাহিত করার প্রতিজ্ঞা করছি। তোমার বাক্যের জন্য আমাকে একটি ভালোবাসা দান করো যা তোমার জন্য আমার ভালোবাসা থেকে আসে।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

এই সপ্তাহে গীত ১১৯ নিয়ে ধ্যান করুন। এমন কিছু জিনিসের তালিকা তৈরি করুন যা লেখক বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের বাক্যের কারণে করবেন। কাজটি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, এবং আপনার হৃদয়ে এবং জীবনে এটি পরিপূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করুন।

পাঠ ৬

আমন্ত্রণের বিস্তার

বড় আইডিয়া

“যেভাবে আমি জেনেছি, আমি সেইভাবে অন্যদেরকেও ঈশ্বরকে জানার জন্য পরিচালিত করতে চাই।”

সুসমচার ব্যাখ্যা করার জন্য ব্রিজ ডায়াগ্রাম

পর্ব ১

“ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে সহভাগিতা করার জন্য এবং একটি সুখী জীবনযাপন করার জন্য। তিনি জীবনকে সমস্যা ও কষ্টে পূর্ণ করার জন্য নকশা তৈরী করেননি।”

["ঈশ্বর‘ শব্দটি লিখুন এবং একজন ব্যক্তিকে আঁকুন।]

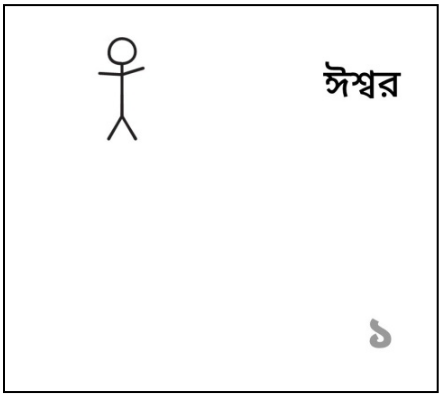

পর্ব ২

“মানুষ পাপের কারণে ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রথম মানব পাপ করেছিল, এবং তখন থেকেই প্রত্যেকটি মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে আসছে।”

[বিচ্ছিন্নতা আঁকুন এবং ‘পাপ‘ শব্দটি লিখুন।]

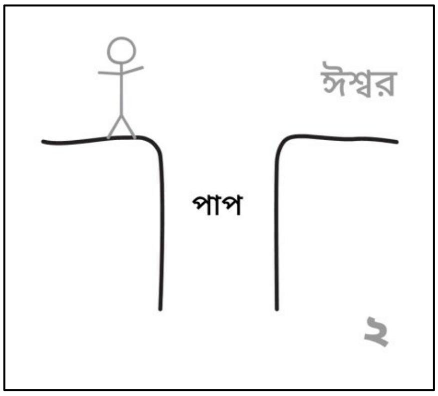

পর্ব ৩

"ঈশ্বর একজন ধার্মিক বিচারক, এবং অবিশ্বাসীরা যদি অনুগ্রহ না পায় ও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে ফিরে না আসে, তাহলে তাদেরকে একদিন অনন্তকালের জন্য নরকে ফেলে দেওয়া হবে।"

[তীর চিহ্নটি আঁকুন এবং "নরক" শব্দটি লিখুন।]

পর্ব ৪

"আমাদের করা কোনো কাজই আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারে না বা তার দ্বারা আমরা অনুগ্রহ অর্জন করতে পারি না – ভালো কাজ, মন্ডলীতে যাওয়া, ধর্মীয় নীতি পালন, টাকা-পয়সা দান করা....কোনোটিই নয়"

[এই তালিকার প্রতিটি কথা উল্লেখ করে একটি করে তীর চিহ্ন আঁকুন।]

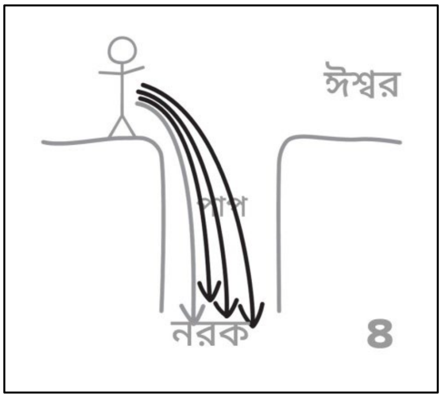

পর্ব ৫

"আমাদের পরিস্থিতি বেশ আশাহীন হত যদি না ঈশ্বর আমাদের জন্য তাঁর কাছে ফিরে আসার একটি উপায় তৈরি করতেন। ঈশ্বরের পুত্র যিশু একটি বলিদান হিসেবে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে আমরা ক্ষমা পেতে পারি। তিন দিন পর, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হন।"

[ক্রুশটি আঁকুন।]

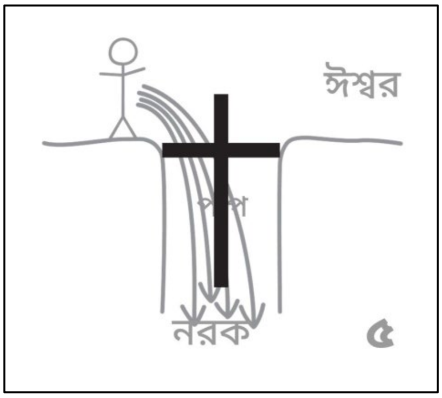

পর্ব ৬

"কিন্তু শুধু এটা জানাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরিত্রাণ পাওয়ার এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার ব্যক্তিগত চাহিদা থাকতে হবে। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই অনুতাপ করতে হবে, যার মানে হল পাপের জন্য এতটাই লজ্জিত হওয়া যাতে সে তা বন্ধ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি অনুতাপ করে, সে ঈশ্বরের কাছ প্রার্থনা করে ক্ষমা গ্রহণ করতে পারে।"

[তীর চিহ্নটি আঁকুন এবং "অনুতাপ" ও "গ্রহণ" শব্দ দুটি লিখুন।]

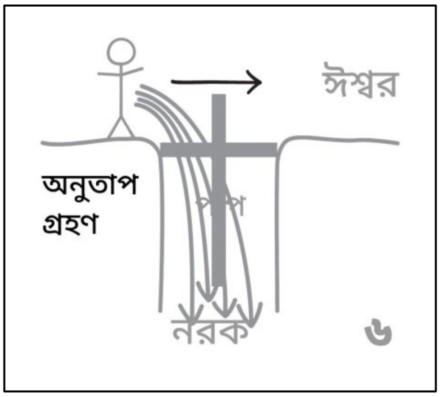

পর্ব ৭

"আপনি এই ছবিটির কোন অংশে আছেন বলে মনে হয়? আপনার জীবনে কি এমন কোনো বিশেষ সময় আছে যখন আপনি আপনার পাপের জন্য অনুতাপ করেছিলেন, ঈশ্বরের ক্ষমা গ্রহণ করেছিলেন, এবং ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করা শুরু করেছিলেন; নাকি আপনি এখনও আপনার পাপের দ্বারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন?"

[একটি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন। বহু লোকই স্বীকার করবে যে তারা এখনও ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন।]

"আপনি কি এই পদক্ষেপটির জন্য প্রস্তুত – অনুতাপ করা, ক্ষমা গ্রহণ করা, এবং ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করা? এখন আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারলে আমার ভালো লাগবে।"

[নিম্নলিখিতভাবে প্রার্থনা করতে পারেন।]

"প্রভু, আমি জানি আমি একজন পাপী এবং অনন্তকালীন শাস্তির যোগ্য। আমি আমার পাপের জন্য লজ্জিত এবং সেগুলি বন্ধ করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, এই কারণে নয় যে আমি এটার যোগ্য, বরং আসল কারণ হল যিশু আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। পরিত্রাণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এই সময় থেকে চিরকাল আমি তোমার জন্য জীবন যাপন করব।"

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি আনন্দিত যে তুমি কেবল আমাকেই নয়, বরং আমার পরিবার, আমার বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদেরকে, এবং এই জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিত্রাণ দিতে চাও।

পরিত্রাণ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি রক্ষা পেতে পারে এবং এই সুন্দর সহভাগিতায় প্রবেশ করতে পারে যা আমাদের তোমার সাথে এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে রয়েছে।

তুমি সমগ্র জগতকে এত ভালোবেসেছিলে যে তুমি তাদের জন্য তোমার পুত্রকেও দান করেছিলে।

পিতা, তোমার আমন্ত্রণের বিস্তারে বিশ্বস্ত হতে আমাকে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

১। এই সপ্তাহে ডায়াগ্রাম শেয়ার জন্য আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ করার প্রস্তুতি নিন।

২। এই সপ্তাহে আপনি কথা বলতে সক্ষম হবেন আপনার পরিচিত এমন অ-পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করুন। এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলার পরিকল্পনা করুন যা সুসমাচার প্রচারের জন্য দরজা খুলে দেবে।

৩। কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের তালিকা তৈরি করুন যাদেরকে আপনি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আরো প্রস্তুত বোধ করতে সাহায্য করার লক্ষ্যে রেখাচিত্রটি দেখাতে পারেন।

পাঠ ৭

আমার আনুগত্যের প্রসারণ

বড় আইডিয়া

"আমি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি এবং অনুসরণ করি কারণ তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।"

বাধ্যতায় বৃদ্ধিলাভ

► ফিলিপীয় ১:৯-১১

পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যে ফিলিপীয় বিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে আরো ভালোবাসতে থাকবে, এবং সেই প্রেম দ্বারা তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবে।

ঈশ্বর যেমন বিচক্ষণতা দেন তেমনভাবেই আমাদের জীবনকে ক্রমাগত উন্নত করার প্রত্যাশা করা উচিত।

যে ক্ষেত্রগুলিতে একজন বিশ্বাসীর উন্নতি করা উচিত

১। **প্রভাবের সতর্কতা।** আপনি কি এমন কিছু করেন যা আপনি চান না যে অন্যরা করুক।

২। **আত্ম-সংযম।** আপনার যা করা উচিত তা করার জন্য কি আপনি আপনার অনুভূতি এবং আকাঙ্খাগুলিকে পর্যাপ্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন?

৩। **স্বাস্থ্যের যত্ন।** আপনি কি ঈশ্বরের কাজের জন্য অপূরণীয় হাতিয়ার হিসেবে আপনার শরীরের যত্ন নেন?

৪। **বিনোদনের নির্বাচন।** আপনার বিনোদন কি আপনাকে ভুল চিন্তা বা মনোভাবের কারণে প্রলোভনের সাথে লড়াই করার প্রবণতায় নিয়ে যায়? পাপকে আকর্ষণীয় বা মজার হিসেবে উপস্থাপন করে এমন যেকোনো কিছু থেকে সতর্ক থাকুন।

৫। **শিষ্টাচার।** আপনি যে সমাজে বাস করেন, তাদের সৌজন্য দেখানোর রীতি আছে। এমনভাবে আপনার বিনয়ী হতে শেখা উচিত যা তারা বুঝতে পারে। কেউ এর যোগ্য না হলেও তার প্রতি সদয় আচরণ করুন।

৬। **ব্যাবসায়িক নৈতিকতা।** আপনি কি সমস্ত কাজে পুরোপুরিভাবে সৎ?

৭। **সময়ানুবর্তিতা।** আপনি কি সম্ভাব্য সব সময়েই একটি সময়সূচী বজায় রেখে নিজের এবং অন্যদের সময়ের মূল্য দেন?

৮। **পোশাক।** আপনার পোশাক কি শালীনতা, নম্রতা, এবং মিতব্যায়িতার?

৯। **ভাষা।** আপনার কথা কি ঈশ্বর এবং অন্যদের প্রতি পবিত্র এবং সম্মানজনক?

১০। **নির্ভরযোগ্যতা।** আপনি কি প্রতিশ্রুতি রাখেন?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি চাই তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাক। আমি আমার জন্য তোমার ইচ্ছা আরো ভালোভাবে বুঝতে চাই।

তোমার কাছে কোনটি সবচেয়ে আনন্দদায়ক তা বুঝতে শেখার জন্য আমাকে সাহায্য করো যাতে আমি একটি বিশুদ্ধ এবং অপরাধমুক্ত জীবনযাপন করতে পারি।

আমাকে এমন অভ্যাস এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলি দেখতে সাহায্য করো যা পরিবর্তন করতে হবে এবং এমন অভ্যাস এবং মনোভাব অর্জন করতে সাহায্য করো যা তোমাকে মহিমান্বিত করে।

আমি ঈশ্বরের মহিমার ফল বহন করতে চাই।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় পড়ুন। এই অধ্যায়টি এমন একজন ব্যক্তির জীবন বর্ণনা করে যার মধ্যে সেই প্রেম আছে যা তার অন্যদের প্রতি থাকা উচিত। ঈশ্বরকে আপনাকে দেখাতে দিন যে আপনার জীবনকে প্রেমে আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে তিনি কীভাবে আপনাকে পরিবর্তন করতে চান। আপনি যে পরিবর্তনগুলি দেখতে চাইবেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ৮

ভক্তিমূলক বাইবেল অধ্যয়ন

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বরের বাক্য আমার জীবন এবং বিশ্বাসকে প্রতিদিন প্রভাবিত করে।"

বাইবেল অধ্যয়নের কারণসমূহ

১। **ঈশ্বরের সাথে একটি সম্পর্কের জন্য।** গীত ১১৯ বলে যে ঈশ্বরের বাক্য হল ঈশ্বরের নিজস্ব প্রকৃতির একটি প্রকাশ, তাই, শাস্ত্র হল ঈশ্বরকে জানার একটি উপায়।

২। **সত্য জানা এবং তা বিশ্বাস করার জন্য** (২ তিমথি ৩:১৬)। বাইবেল হল আমাদের মতবাদের উৎস।

৩। **জীবনের নির্দেশনা পাওয়ার জন্য** (২ তিমথি ৩:১৬)।

৪। **কার্যকর পরিচর্যা কাজের জন্য** (২ তিমথি ৩:১৬)।

৫। **আত্মিক পরিপক্বতার জন্য** (ইব্রীয় ৫:১২-১৩)।

ভক্তিমূলক বাইবেল অধ্যয়নের কিছু অনুপযুক্ত উদ্দেশ্য

১। **নতুন নতুন ব্যাখার উদ্ভাবন করা।** আমাদের শাস্ত্র প্রয়োগে এবং সেটির সংযোগ স্থাপনে উদ্ভাবনী হওয়া উচিত, কিন্তু এটির অর্থ ব্যাখার ক্ষেত্রে নয়।

২। **তর্কের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।** যদি কোনো ব্যক্তি কেবল তর্ক-বিতর্কের জন্য বাইবেল পড়ে, তাহলে তার উদ্দেশ্য বিকৃত হবে এবং কেবল সেটাই দেখতে পাবে যা সে দেখতে চায়।

৩। **উৎসাহিত বোধ করার জন্য।** যদি কোনো ব্যক্তি সর্বদা তার অনুভূতির জন্য সহায়ক পদগুলি খুঁজতে দ্রুত সেই প্যাসেজগুলির মধ্যে দিয়ে যায়, তাহলে সে বাইবেলকে সেটির সম্পূর্ণ বার্তা প্রকাশ করতে দিচ্ছে না।

কীভাবে ভক্তিমূলকভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করবেন

(১) প্যাসেজেটি বোঝার জন্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে শুরু করুন।

অংশটির প্রকৃত বার্তা গ্রহণ করার জন্য আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করুন। আপনি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য নয়, বরং তা পালন করার জন্যও অধ্যয়ন করছেন।

(২) প্যাসেজেটি ব্যাখ্যা করুন।

প্যাসেজেটি আসলে কী বলছে? ভাষান্তর করুন এবং বিবৃতিগুলির তালিকা করুন। নিশ্চিত করুন যে আপনার উপসংহার সহজ শাস্ত্রীয় শিক্ষাকে কোনোভাবেই বিরোধিতা করে না।

(৩) বক্তিগতভাবে অংশটি প্রয়োগ করুন।

এখানে কি এমন কোনো

- পাপ আছে যা স্বীকার বা বর্জন করতে হবে?
- প্রতিশ্রুতি আছে যা দাবি করতে হবে?
- আচরণ আছে যা পরিবর্তন করতে হবে?
- আদেশ আছে যা মানতে হবে?
- উদাহরণ আছে যা অনুসরণ করতে হবে?
- প্রার্থনা আছে যা করতে হবে?
- ভুল আছে যা বর্জন করতে হবে?
- প্রলোভন আছে যা এড়িয়ে চলতে হবে?
- কিছু আছে যার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হবে?

একটি অংশে এরকম অনেক কিছুই থাকতে পারে।

(৪) আপনার মধ্যে সত্যের পরিপূর্ণতার জন্য প্রার্থনা করুন।

প্রার্থনা করুন যাতে ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে এবং জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি সাধন করেন।

(৫) এই প্রয়োগটির কারণে আপনি কী পরিবর্তন করবেন তা প্রার্থনার মাধ্যমে নির্ধারণ করুন।

নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলি হওয়া উচিত:

- **ব্যক্তিগত** – এমনকিছু যা আপনার নিজের করা প্রয়োজন।
- **ব্যবহারিক** – শুধু তাত্ত্বিক নয়, বাস্তবে কিছু করতে হবে।
- **দায়বদ্ধ** – একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ করতে হবে।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

শাস্ত্রে তুমি আমাদেরকে যে ঐশ্বর্য্যধন দিয়েছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

কীভাবে তোমাকে জানতে হয়, কীভাবে জীবন যাপন করতে হয়, এবং কীভাবে অন্যদের সাহায্য করতে হয় সেই সম্পর্কে আমাদের কাছে সত্য প্রকাশ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

সযত্নে তোমার বাক্য অধ্যয়ন করতে আমাকে সাহায্য করো। তুমি যে সত্য প্রকাশ করেছ তার বোধগম্যতা আমাকে দান করো। এটির দ্বারা আমাকে বিশ্বস্তভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

এই পাঠে তালিকাভুক্ত ভক্তিমূলক বাইবেল অধ্যয়নের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে ১ থিষলনীকীয় ৫ অধ্যায় অধ্যয়ন করুন। কিছু ব্যক্তিগত প্রয়োগ বর্ণনা করুন যা আপনি খুঁজে পেয়েছেন।

পাঠ ৯
দায়ূদের মতো প্রার্থনা করা

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বরের সাথে কথা বলা আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক অর্থ প্রদান করে।"

প্রার্থনা: ঈশ্বরের সাথে কথা বলা

গীতের বেশিরভাগই হল প্রার্থনা, এবং সেগুলি আমাদেরকে প্রার্থনা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানায়।

যখন আপনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন বা কিছু কিছু বিষয়ে আর কথা বলতে চান না, এটির কারণ হতে পারে যে আপনি মনে করেন আপনি সেই বিষয়গুলিতে তাঁর সাথে সহমত হতে পারবেন না।

গীত দেখায় যে আমাদের ঈশ্বরের সাথে আমাদের জীবনের সবকিছু নিয়ে এবং আমরা সমস্ত অনুভূতি নিয়ে কথা বলা উচিত।

আপনি যা নিয়ে কথা বলেন তা আপনার সম্পর্কের পরিধিকে তুলে ধরে।

একটি সম্পর্ক হল জীবন ভাগ করে নেওয়া।

কিছু কিছু সময়ে একটা সম্পর্কে এমন কিছু ঘটে যা সেটিকে সীমিত করে দেয়।

ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্কটি কেমন? যদি সেখানে বেশি কিছু বলার না থাকে তাহলে সেটি অগভীর।

আমাদের ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক দ্বারা পরিবর্তিত হতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত।

আমাদের জীবনের সবকিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর আসল অর্থ লাভ করে।

সবকিছু সমন্বয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে আনার মাধ্যমে তার যথাযথ স্থান এবং মূল্য লাভ করে। আপনি যদি সবকিছু নিয়ে প্রার্থনা না করেন, তবে:

- অনেক কিছুর কোন মানে থাকবে না।
- অনুভূতিগুলি অনুপাতের হার ছাড়িয়ে যাবে।
- সিদ্ধান্তগুলি বিপথগামী হবে।
- মনোভাব অসংলগ্ন হবে।

যে ব্যক্তি অনেক চিন্তিত, সে বেশি প্রার্থনা করে না; যে ব্যক্তি প্রচুর প্রার্থনা করে, সে খুব বেশি চিন্তা করে না।

সদাপ্রভু ভগ্নচিত্ত হৃদয়ের লোকদের নিকটবর্তী (গীত ৩৪:১৮)। আমাদেরকে অবশ্যই নম্র এবং অনুগত হতে হবে, ঈশ্বরের কাছে সবকিছু উপস্থাপন করতে হবে এবং আমরা যেন অবশ্যই তাঁকে তাঁর মতো করে উত্তর দিতে দিই।

► আপনি কী নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন? তাঁর সাথে আপনার কথা বলার বিষয়গুলি কী কী?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি চাই আমার সবকিছুতে তুমি যথার্থ মূল্য এবং আমার জীবনে যা কিছু ঘটে, সেই সবকিছুতে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করো। আমি তোমার সামঞ্জস্যতার জন্য তোমার কাছে আমার সমস্ত অনুভূতি নিয়ে আসতে চাই।

আমার জীবনের সমস্ত কিছু তোমার কাছে উন্মুক্ত করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হতে চাই। আমি চাই তোমার সাথে আমার সম্পর্কে আমার সবকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকুক।

তোমাকে আরো ভালো করে জানার মাধ্যমে আমাকে ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

গীত ৩৪ অধ্যায় পড়ুন। সবকিছু ঈশ্বরের কাছে আনা যায় – এই বিষয়ে দায়ূদের আত্মবিশ্বাসের উপর একটি প্যারাগ্রাফ লিখুন। ১৫ এবং ১৮ পদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন।

পাঠ ১০

বিশ্বাসের পরিশোধন

বড় আইডিয়া

"আমার বিশ্বাস পরীক্ষা সহ্য করার ফলে আমি আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পাই।"

বিশ্বাসের পরীক্ষা

► ১ পিতর ১:৬-৭; ইব্রীয় ১১:১, ৬

সবচেয়ে প্রাথমিক বিশ্বাস হল যে ঈশ্বর তাদেরকে সাড়া দেন যারা সঠিকভাবে তাঁর অনুসন্ধান করে। এটি হল বিশ্বাস করা যে ঈশ্বরের প্রতিদান অর্জনযোগ্য এবং যেকোনো কিছুর চেয়ে মূল্যবান।

পরীক্ষার সময়ে, আমরা সন্দেহ করতে প্রলুব্ধ হই যে ঈশ্বর কি সত্যিই আমাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা দেবেন। প্রতিটি পরীক্ষা হল বিশ্বাসের পরীক্ষা। বিশ্বাস হল প্রতিটি পরীক্ষার উপর বিজয়।

► ১ যোহন ৫:৪

পরীক্ষাগুলি একটি প্রক্রিয়া করে দেয় যা আমাদের প্রয়োজন।

► যাকোব ১:২-৪

বিশ্বাসের পরীক্ষাগুলি ধৈর্য্যের বিকাশ ঘটায়। ধৈর্য্য ধরার মানে হল বিশ্বাসে সহ্য করা। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের দ্বারা সহনশীল হতে ব্যর্থ হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খ্রিষ্টীয় গুণাবলী উৎপন্ন হতে পারে না।

পরীক্ষার ধরণ

১। **কঠিন পরিস্থিতি।** বিশ্বাসের পরীক্ষা হল

- হতাশা বা ক্রোধের কাছে সমর্পিত হওয়ার প্রলোভন, ভুল মনোভাব গ্রহণ করা
- পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য হঠকারী কাজ করার প্রলোভন
- আপনার নিজের মতো করে সমস্যা সমাধানের জন্য ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার প্রলোভন

২। **অন্যায় ও দুর্ব্যবহার।** বিশ্বাসের পরীক্ষা হল

- অন্যরা দুর্ব্যবহার করেছিল বলে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করার জন্য প্রলোভন
- ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে অনিচ্ছুক হওয়ার প্রলোভন
- খ্রিষ্ট যেমন ক্ষমা করেছেন এবং ভালোবেসেছেন তা করতে অস্বীকার করার প্রলোভন

৩। **শারীরিক কষ্ট।** বিশ্বাসের পরীক্ষা হল

- হতাশার কাছে সমর্পণের প্রলোভন
- ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে আনন্দ বা বিনোদন খোঁজার প্রলোভন

৪। **দুঃখজনক ঘটনা।** বিশ্বাসের পরীক্ষা হল

- ঈশ্বরের প্রেম এবং উত্তমতাকে সন্দেহ করার প্রলোভন
- ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণকে সন্দেহ করার প্রলোভন

৫। **বিভ্রান্তি।** বিশ্বাসের পরীক্ষা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা জেনেও তার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের বোধগম্যতার কাছে সমর্পণ করার প্রলোভন।

৬। **নির্যাতন।** বিশ্বাসের পরীক্ষা হল কষ্টভোগ এড়িয়ে চলতে চাওয়ার প্রলোভন।

৭। **পাপের প্রলোভন।** বিশ্বাসের পরীক্ষা হল পাপের আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণের প্রলোভন।

► ১ করিন্থীয় ১০:১৩

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার সাথে সবসময়ে থেকে প্রত্যেক পরীক্ষায় আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাসকে আরো শক্তিশালী করতে আমাকে সাহায্য করো। আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে কঠিন সময় হল বিশ্বাসের একটি চ্যালেঞ্জ, এবং সেইজন্য আমার বিশ্বাসকে অবশ্যই ধৈর্য্যশীল হতে হবে।

আমি পরিস্থিতি নির্বিশেষে তোমাকে বিশ্বাস করে যেতে চাই। আমি সবসময়ে তোমার প্রতি অনুগত থেকে আমার বিশ্বাস প্রকাশ করব।

বিশ্বাসের উন্নতির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যা তুমি আমাকে পরীক্ষায় বিজয়ী করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

যাকোব ৫:৭-১১ পড়ুন। বিশ্বাসে ধৈর্য্যশীল থাকার জন্য আমাদেরকে যে কারণগুলি দেওয়া হয়েছে তা লক্ষ্য করুন। উদাহরণ হিসেবে ভাববাদীদের উল্লেখ রয়েছে। আপনি এমন লোকেদের জানেন যারা বিশ্বাস দ্বারা কষ্ট সহ্য করেছিল? তারা তা না করলে কী হত?

পাঠ ১১
আত্মিক শৃঙ্খলাসমূহ প্রতিষ্ঠা

বড় আইডিয়া

"আমি ঈশ্বরের সাথে আমার সম্পর্কের উন্নতির জন্য সময় এবং প্রয়াসের প্রতিজ্ঞা করি।"

ভূমিকা

আত্মিক শৃঙ্খলা হল স্বেচ্ছাকৃত অনুশীলন যা আত্মিক অগ্রাধিকারগুলি মেনে চলার এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হয় এবং বজায় রাখা হয়।

আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি সম্পর্কে কিছু বিবেচনা

- এগুলি একটি লক্ষ্যের মাধ্যম, এগুলি নিজেরা লক্ষ্য নয়।
- এগুলি আত্মিক অবস্থার সুনির্দিষ্ট পরিমাপ নয়।
- এগুলি ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার বিকল্প নয়।
- উত্তম ফলাফলের জন্য এগুলিকে অবশ্যই স্বেচ্ছাকৃত হতে হবে।

আত্মিক শৃঙ্খলাসমূহের একটি তালিকা

১। প্রার্থনা

২। বাইবেল অধ্যয়ন। গীত ১১৯ একজন আরাধনাকারীর জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের কাজ দেখায়।

৩। উপবাস (মথি ৯:১৫, মথি ৬:১৬-১৮)।

৪। মন্ডলীতে উপস্থিতি (ইব্রীয় ১০:২৫)।

৫। প্রভুর ভোজ (১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬)।

৬। আত্মিক দায়বদ্ধতা (ইব্রীয় ১৩:১৭, যাকোব ৫:১৬, গালাতীয় ৬:২)।

৭। দান (ইব্রীয় ১৩:১৬, ১ করিন্থীয় ১৬:২)।

৮। পরিচর্যা কাজ (১ করিন্থীয় ১২)।

৯। একটি আত্মিক ডায়েরি (গীত ৭৮:১১)।

১০। ভক্তিমূলক অধ্যয়ন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার জীবনে এই আত্মিক শৃঙ্খলাগুলির জন্য একটি অবস্থান তৈরির মাধ্যমে আত্মিক অগ্রাধিকারগুলির উপর আমার মনোযোগ বজায় রাখার জন্য আমাকে সাহায্য করো। আমি তোমাকে তোমার যোগ্য সময় দিতে চাই।

আমাকে আমার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বস্ত থাকতে সাহায্য করো। আমার আত্মিক উন্নতিতে অহংকার থেকে রক্ষা করো।

আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে আমার আত্মিক শৃঙ্খলাগুলির উদ্দেশ্য হল তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা এবং তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস প্রকাশ করা।

তোমার অনুগ্রহের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যা আমি যা করতে পারি তার বাইরে গিয়ে আমার মধ্যে কাজ করে।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

আত্মিক শৃঙ্খলাগুলির যে তালিকায় যে রেফারেন্সগুলি দেওয়া হয়েছে তা দেখুন। লক্ষ্য করুন এই শৃঙ্খলাগুলিকে কীভাবে খ্রিষ্টীয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বলা হয়েছে। (গীত ১১৯ আগে অধ্যয়ন করা হয়েছে, তাই এই সপ্তাহে পুরো অধ্যায়টি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন নেই।)

ব্যক্তিগত আত্মিক শৃঙ্খলাগুলির অঙ্গীকার

১। **প্রার্থনা।** আমি প্রতিদিন __________-র সময়ে _____ মিনিট ধরে প্রার্থনা করব।

২। **বাইবেল অধ্যয়ন।** আমি প্রত্যেকদিন __________-র সময়ে বাইবেল অধ্যয়ন করব। আমি ______________________________-র দ্বারা আমার অধ্যয়ন পরিমাপ করব (সময় বা অন্যান্য কিছু)।

৩। **উপবাস।** আমি প্রত্যেক সপ্তাহে ____________ (কোন দিন) __________ (কতক্ষণ)-এর জন্য উপবাস করব।

৪। **মন্ডলীতে উপস্থিতি।** আমি নিয়মিত নিম্নলিখিত মন্ডলী সভা এবং বাইবেল স্টাডিগুলিতে অংশগ্রহণ করব:

দিন ____________ সময় ____________

দিন ____________ সময় ____________

দিন ____________ সময় ____________

৫। **প্রভুর ভোজ।** আমি আমার মন্ডলীতে দেওয়া প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করব, যা প্রত্যেক_____________ (কতদিন অন্তর) দেওয়া হয় ।

৬। **আত্মিক দায়বদ্ধতা।** আমি প্রত্যেক _____________ (সময়) ______________ (নির্দিষ্ট আত্মিক পরামর্শদাতা)-এর কাছে আমার আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে জানাব এবং তার থেকে আত্মিক নির্দেশনা গ্রহণ করব।

৭। **দান।** আমি ______________________________ (নির্দিষ্ট মন্ডলী)-তে দশমাংশ দেব।

৮। **পরিচর্যা কাজ।** আমি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিয়মিত পরিচর্যা কাজ করব:

৯। **একটি আত্মিক ডায়েরি।** আমি একটি জার্নাল বা ডায়েরি বজায় রাখব যেটি আমি প্রতি সপ্তাহে _____ বার (কতবার) আপডেট করব।

১০। **ভক্তিমূলক অধ্যয়ন।** আমি নিম্নলিখিত ভক্তিমূলক অধ্যয়ন করব:

অঙ্গীকারের তারিখ: ______________________________

যে দিন অবধি মেনে চলা হবে:______________________

নাম:____

পাঠ ১২
আত্মিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বর আমাকে একটি নিবিড় আত্মিক সমাজের মাঝে বৃদ্ধিদান করেন।"

আত্মিক দায়বদ্ধতা

আত্মিক দায়বদ্ধতা থাকার অর্থ হল এমন কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করা যে আপনাকে আত্মিক নির্দেশনা প্রদান করে।

আত্মিক দায়বদ্ধতাযুক্ত একজন ব্যক্তি

- তার আত্মিক অবস্থার কথা জানায়
- আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি পালনের ক্ষেত্রে তার সাফল্য এবং ব্যর্থতার কথা জানায়
- ভবিষ্যতের জন্য তার অঙ্গীকারের কথা জানায়

আত্মিক দায়বদ্ধতা ছাড়া, আমরা শাস্ত্রের সমস্ত আজ্ঞা পূরণ করতে পারব না; এবং আমরা সেই উপায়টি অবহেলা করব যা ঈশ্বর আমাদের বিজয় এবং আত্মিক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ দানের জন্য পরিকল্পনা করেছেন।

► যাকোব ৫:১৬, গালাতীয় ৬:২, ইব্রীয় ১০:২৪, ইব্রীয় ১৩:১৭।

আপনার জীবনে আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে নিজেকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করুন।

আমার কি কোন সম্পর্ক আছে যা অনুমতি দেয় যে:

- কেউ আমাকে আমার সবচেয়ে গুরুতর বোঝা বহন করতে সাহায্য করবে?
- আমি কারোর কাছে আমার দোষ স্বীকার করব?
- আমি কাউকে তার বোঝা বহন করতে সাহায্য করব?
- কেউ আমার বর্তমান আত্মিক অবস্থায় সাহায্য করবে?

এমন কি সময় আছে যে যখন এই ধরণের সম্পর্কের অভাব বোধ করি:

- যখন কেউ থাকে না তখনও কি আমি ভরসা রাখতে পারি?
- আমি যখন খুশি যে আমার অবস্থা কেউ জানে না?
- যখন আমি আমার আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি সম্পর্কে জানাতে চাই না?

এমন কি কেউ আছে যার আত্মিক কর্তৃত্ব আমি গ্রহণ করেছি?

- কখন আমি তার নির্দেশনা মেনে নিয়েছি?
- আত্মিক বিপদসমূহ নিয়ে তার সর্তকতাগুলি কি আমার প্রয়োজন?

সম্পর্ক গড়ে তোলা যা আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করে

আত্মিক দায়বদ্ধতা কার্যকরী হয় যখন সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকে…

- গোপনীয়তা
- নিশ্চয়তা যে অন্যেরা আপনাকে গ্রহণ করে এবং আপনার বিষয়ে খেয়াল রাখে
- আলোচনার জন্য একটি নির্ধারিত সময়

কাউকে আত্মিকভাবে দায়বদ্ধতায় ধরে রাখার অর্থ হল যে আপনি তাকে নিয়মিত জিজ্ঞাসা করবেন…

- আপনার আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি কেমনভাবে পালন করছেন?
- আপনি কি আত্মিক বিজয় লাভ করেছেন?
- আপনি সাম্প্রতিক যে অঙ্গীকারগুলি করেছেন সেগুলি কি অনুসরণ করছেন?
- আপনি সম্প্রতি যে সত্য শিখেছেন তার জন্য কোন নির্দিষ্ট অঙ্গীকারটি আপনার করা প্রয়োজন?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি তোমার বাক্যের সমস্ত আদেশ পালন করার জন্য বিশ্বস্ত হতে চাই। আমি আমার ভাই-বোনেদেরকে তাদের বোঝা বহন করতে সাহায্য করতে চাই; আমি তাদের উৎসাহিত করতে চাই; আমি তাদের কাছে আমার ব্যর্থতা স্বীকার করতে চাই যাতে তারা আমার জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

আমি আত্মিক লিডারদের গ্রহণ করতে চাই যাদেরকে তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য আহ্বান করেছ।

আমার দোষ স্বীকার করার জন্য যে নম্রতা দরকার এবং অন্যদেরকে তাদের দোষগুলি সংশোধনের ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য যে ভালোবাসা দরকার তা আমাকে দাও। যখন আমি সংশোধিত হই বা অন্যকে সংশোধন করতে সাহায্য করি তখন আমাকে সাহায্য করো যেন আমি রাগ না করি।

আমাকে আত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য যে আত্মিক পরিবার তুমি আমাকে দিয়েছ, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

যাকোব ৫:১৬; গালাতীয় ৬:২; ইব্রীয় ১০:২৪, ইব্রীয় ১৩:১৭ দেখুন। এই পদগুলির সাথে সংযুক্ত অংশটি পড়ুন। আপনি সম্প্রতি সেই নির্দেশাবলী পালন করেছেন এমন নির্দিষ্ট উপায়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করার চেষ্টা করুন। সেগুলিকে আরো ভালোভাবে মেনে চলার জন্য আপনি কোন কোন কাজ শুরু করতে পারেন?

পাঠ ১৩
প্রার্থনার উপকারিতাসমূহ

বড় আইডিয়া

"প্রার্থনা হল ঈশ্বরের আশীর্বাদের একটি মাধ্যম।"

যে যে কারণে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত

আমাদের প্রার্থনা করা উচিত:

১। ঈশ্বরকে জানার জন্য
২। খ্রিষ্টসাদৃশ্যয়/পবিত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য
৩। পারিবারিক পরিত্রাণ এবং আশীর্বাদের জন্য
৪। ব্যক্তিগত অভিষেক এবং পরিচর্যা কাজের বৃদ্ধির জন্য
৫। প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং নির্দেশনার জন্য
৬। বাইবেল বোঝার জন্য
৭। আর্থিক প্রয়োজনীয়তার জন্য
৮। আনন্দ এবং পরিপূর্ণতার জন্য
৯। আমাদের জীবনে উদ্দেশ্য এবং শৃঙ্খলার জন্য।
১০। নির্দিষ্ট উত্তর এবং অলৌকিক কাজের জন্য
১১। মিশনের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

তুমি আমাকে এমনভাবে আশীর্বাদ করতে চাও যা আমি আগে ভাবিনি, তা আমাকে দেখতে সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমার পরিবার এবং আমার চারপাশের অন্যদের জন্য তোমার আশীর্বাদের একটি মাধ্যম হতে আমার প্রার্থনাকে সাহায্য করো। সর্বোপরি, আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই যাতে আমি তোমাকে আরো ভালোভাবে জানতে পারি।

ধন্যবাদ, পিতা, প্রার্থনার বিশেষাধিকারের জন্য।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

গীত ১৪১-১৪৬ পড়ুন। এই গীতগুলির সমস্তই প্রার্থনা। সেখানে প্রার্থনা করা বিষয়গুলি দেখুন। প্রার্থনার কারণ হিসেবে ঈশ্বর সম্পর্কে উদ্ধৃত বিবৃতিগুলি দেখুন।

পাঠ ১৪
যিশুর মতো প্রার্থনা করুন

বড় আইডিয়া

"আমি সবচেয়ে ভালো প্রার্থনা করি যখন দেখি ঈশ্বর কী করতে চান।"

প্রভুর প্রার্থনা - একটি আদর্শ প্রার্থনা

যদি আমরা জানি যে ঈশ্বর কী করতে চান, তাহলে আমরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থনা করতে পারি এবং জানতে পারি যে তিনি উত্তর দেবেন।

একজন ব্যক্তি যদি প্রার্থনার প্রাথমিক নীতিগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে সে ভালোভাবে প্রার্থনা করতে পারে না।

আমাদের সমস্ত প্রার্থনা যিশু তার আদর্শ প্রার্থনায় যে নীতিগুলি শিখিয়েছিলেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

► মথি ৬:৯-১৩

আমাদেরকে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রেখে প্রার্থনা করতে হবে।

ঈশ্বরের নাম পবিত্র হোক, বা সম্মানিত হোক – এই প্রার্থনাটি প্রথমে করা প্রকাশ করে যে আমরা নিজেরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। আমাদের নিজেদের জীবনে সেই সবকিছু চাওয়া উচিত বা হৃদয়কে ঠিক তেমনই করতে চাওয়া উচিত যা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে।

ঈশ্বরের রাজ্য প্রত্যেকবার বৃদ্ধি পায় যখন একজন বিদ্রোহী ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে। আমাদের প্রথমে প্রার্থনা করা উচিত যেন তাঁর রাজ্য আমাদের নিজেদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে আসে, তারপরে যারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে তাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এটি প্রসারিত হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছার জন্য প্রার্থনা করা খুব কমই বোঝা যায়, কারণ এটি একটি ভালো জিনিস, বিশেষত যখন কারোর নিজের হৃদয় ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করেনি। আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনাটি করা একটি পবিত্র হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা করে শুরু করা হবে।

প্রতিফলনের জন্য বিরতি

আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যা জগতে, আপনি যেখানে বাস করেন এবং কাজ করেন, আপনার বাড়িতে, এবং আপনার হৃদয়ে সম্পন্ন হতে পারে?

প্রভুর প্রার্থনায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করা

সত্যটি হল যে দৈনন্দিন প্রয়োজনের আমাদের প্রার্থনা দেখায় যে ঈশ্বর চান আমরা যেন আমাদের সঞ্চিত সম্পদের উপর নির্ভর না করে, তাঁর উপর অবিরতভাবে নির্ভরশীল থাকি।

ক্ষমার জন্য প্রার্থনার স্বীকার করে যে আমরা ঈশ্বরের যথাযথ ইচ্ছা সিদ্ধ করতে ব্যর্থ হই এবং তাঁর দৈনন্দিন অনুগ্রহ আমাদের প্রয়োজন।

এরপর একটি অনুরোধ আসে যেন ঈশ্বর আমাদেরকে শয়তানের আত্মিক এবং শারীরিক উভয় প্রকোপ থেকেই রক্ষা করেন।

আমরা চাই আমাদের জীবন এবং পরিচর্যা কাজের প্রতিটি দিক ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী হোক, ঈশ্বরের দ্বারা সক্রিয় হোক, এবং ঈশ্বরের মহিমা করুক। আমরা সেইজন্য প্রার্থনা করি এবং সেই উদ্দেশ্যে নিবেদন করি।

যিশুর মতো প্রার্থনা করার নীতিটি হল: প্রার্থনা আমাদেরকে সবকিছু ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করে, যাতে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা উত্তম তা চাইতে পারি।

প্রার্থনা

আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,

আমি প্রার্থনা করি যে তোমার নাম সমাদৃত হোক; তোমার রাজ্য বিস্তৃত হোক; যাতে যারা তোমার বিরোধিতা করেছে তারা তোমার কাছে সমর্পণ করে।

আমি প্রার্থনা করি যে তোমার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে আমাদের জগতে, আমরা যেখানে থাকি, এবং আমাদের সকলের হৃদয়ে পূর্ণ হোক।

আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন প্রদান করো।

তোমার নিখুঁত ইচ্ছাপূরণে ঘাটতির জন্য আমাদের ক্ষমা করো, এবং যারা আমাদের ব্যর্থ করে তাদের ক্ষমা করতে আমাদের সাহায্য করো।

আমাদের প্রলোভনে পড়া থেকে রক্ষা করো, এবং শয়তান আমাদের বিরুদ্ধে আনতে পারে এমন কিছু থেকে আমাদের রক্ষা করো।

কারণ তোমার রাজ্য; এটি তোমার শক্তি; এবং তোমার মহিমা যুগে যুগে স্থায়ী।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

প্রতিটি লাইনের নিচে কিছুটা জায়গা রেখে প্রভুর প্রার্থনাটি লিখুন। প্রার্থনাটির মধ্য দিয়ে যান এবং প্রতিটি অনুরোধের নিচে নির্দিষ্ট অনুরোধগুলি তালিকাভুক্ত করুন যা আপনি ব্যক্তিগতভাবে প্রভুর প্রার্থনা প্রয়োগ করার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন।

পাঠ ১৫
পাপের উপর বিজয়লাভের সুযোগ

বড় আইডিয়া

"পাপ আমাকে জয় করতে পারবে না যখন আমি ঈশ্বরের শক্তি আমার মধ্যে কাজ করতে দিই।"

পাপের উপর বিজয়

আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল পাপ।

ঈশ্বর আমাদেরকে সেই সমস্ত শত্রুর শক্তি থেকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি দিন ধার্মিকতা এবং পবিত্রতার সাথে তাঁর সেবা করা থেকে বিরত রাখে (লুক ১:৬৮-৭৫)।

১ যোহন পত্রটি জোর দেয় যে একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর মূল চরিত্র হল পাপের উপর বিজয়।

প্রেরিত জানতেন যে এমন কিছু সময় আসবে যখন একজন বিশ্বাসীর নিশ্চয়তার প্রয়োজন। তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন বিশ্বাসীর পক্ষে প্রমাণের সন্ধান করা সঠিক, যা তার আশ্বাসের ভিত্তি। বারংবার তিনি এই কথাটি ব্যবহার করেছেন, "এভাবেই আমরা জানতে" (১ যোহন ২:৫, ১৮; ৩:১০) এবং "আমরা এভাবেই বুঝতে পারি" (১ যোহন ৩:১৬)।

► ১ যোহন ৩:১৯

এই পত্রটিতে যে মাপকাঠিটির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তা হল পাপের উপর বিজয়। একজন বিশ্বাসীর সাধারণত শর্ত হল পাপ থেকে মুক্তি।

► ১ যোহন ২:১-২

যোহন স্বীকার করেছেন যে পাপ ঘটতে পারে, যদিও তা প্রয়োজনীয় নয়।

১ যোহন থেকে নিম্নলিখিত পদগুলি দেখায় তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন যে একজন বিশ্বাসীর সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল পাপের উপর বিজয়। ব্র্যাকেটে থাকা বিবৃতিগুলি হল সংযুক্ত মন্তব্য।

> আমরা যদি তাঁর আদেশ পালন করি, [এটি একটি প্রমাণ] তাহলেই বুঝতে পারব যে আমরা তাঁকে জেনেছি। যে ব্যক্তি বলে, "আমি তাঁকে জানি," কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করে না, সে মিথ্যাচারী, তার অন্তরে সত্য নেই। (২:৩-৪)।
>
> যে কেউ পাপ করে, [সে আগে বিশ্বাসী ছিল অথবা ছিল না] সে বিধান লঙ্ঘন করে; প্রকৃতপক্ষে, বিধান লঙ্ঘন করাই হল পাপ। কিন্তু তোমরা জানো যে, আমাদের পাপ হরণের জন্য তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্যে পাপের লেশমাত্র নেই। যে তাঁর মধ্যে বাস করে, সে পাপে লিপ্ত থাকে না। যে অবিরত পাপ করতেই থাকে, সে তাঁকে দেখেনি বা তাঁকে জানেও না। (৩:৪-৬)।
>
> প্রিয় সন্তানেরা, কাউকে তোমাদের বিপথে চালিত করতে দিয়ো না। যে ন্যায়সংগত আচরণ করে, সে ধার্মিক, যেমন তিনি ধার্মিক। [ধার্মিকতা হল বাস্তব, তা কোনো ছলনা করা নয়—যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সঠিক কাজ করে,

সে ধার্মিক।] যে পাপ করে, সে দিয়াবলের, কারণ দিয়াবল প্রথম থেকেই পাপ করে আসছে। ঈশ্বরের পুত্র এই কারণেই প্রকাশিত হয়েছেন, যেন দিয়াবলের সব কাজ ধ্বংস করেন। (৩:৭-৮)।

ঈশ্বর থেকে জাত কোনো ব্যক্তি পাপে লিপ্ত থাকতে পারে না, কারণ ঈশ্বরের স্বভাব তার মধ্যে থাকে; সে ক্রমাগত পাপ করতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর থেকে জাত। (৩:৯)।

যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তারা তাঁর মধ্যেই বাস করে এবং তিনিও তাদের মধ্যে বাস করেন। [যদি সে খ্রিষ্টের মধ্যে থাকা বন্ধ করে তবে সে পাপ করবে। যদি সে পাপ করে, তবে সে খ্রিষ্টের মধ্যে থাকা বন্ধ করে দিয়েছে।] আবার তিনি যে আত্মা আমাদের দিয়েছেন, তাঁর দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। (৩:২৪)।

ঈশ্বরকে প্রেম করে এবং তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের প্রেম করি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করা হল এই: তাঁর আদেশ পালন করা। আর, কারণ তাঁর আদেশ দুর্বহ নয়। (৫:২-৩)। [প্রকৃত প্রেম বাধ্যতাকে অনুপ্রাণিত করে। অবাধ্যতা প্রেমের অভাব প্রকাশ করে।]

কারণ ঈশ্বর থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তি জগৎকে জয় করে। [এর প্রলোভন এবং আত্মা]। আমাদের জয় এই যে, আমাদের বিশ্বাসই জগতকে পরাস্ত করেছে। (৫:৪)।

এই পদগুলি থেকে, এটি স্পষ্টভাবে মনে হয় যে বিশ্বাসীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল যে সে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে জীবন যাপন করে।

► ১ করিন্থীয় ১০:১৩, যাকোব ১:১২

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

যে শত্রুরা আমাকে তোমার সেবা করা থেকে বিরত রাখে, এবং সবচেয়ে বড় শত্রু, পাপ থেকে আমাকে উদ্ধার করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমি যখন অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে এসেছি তখন আমাকে পাপ প্রত্যাখ্যান করতে সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

প্রতিদিন অনুগ্রহের জন্য তোমার উপর নির্ভর করার কথা আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো। আমি জানি যে তোমার সাহায্যে আমি প্রলোভন সহ্য করতে পারি এবং পাপের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে জীবন যাপন পারি।

বিজয়ে জীবন যাপন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি বিশ্বস্ত হতে চাই এবং সেই জীবনমুকুট পেতে চাই যা তুমি তাদের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছ যারা তোমাকে ভালোবাসে।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

রোমীয় ৬ অধ্যায় অধ্যয়ন করুন। সেই বিবৃতিগুলি দেখুন যেগুলি প্রকাশ করে যে একজন বিশ্বাসীর পাপ থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধার পাওয়া উচিত।

পাঠ ১৬
মিশনের জন্য আসক্তি

বড় আইডিয়া

“পাপীদের পরিত্রাণের জন্য আমার উদ্যম আছে।”

সুসমাচার প্রচার একটি শাস্ত্রীয় অগ্রাধিকার

► মথি ৯:৩৬-৩৮, মথি ২৮:১৮-২০, প্রেরিত ৪:২৯, প্রেরিত ১১:১৮, ফিলিপীয় ১:১৮, ইফিষীয় ৬:১৯, রোমীয় ১০:১৩-১৫

হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবর্তনের জন্য একজন বিশ্বাসীর আকাঙ্ক্ষিত হওয়ার কারণসমূহ

- তার যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করার ইচ্ছা থাকা উচিত, যিনি হারিয়ে যাওয়া লোকেদের পরিত্রাণের জন্য স্বর্গ ছেড়ে এসে জীবন যাপন করেছিলেন এবং মারা গিয়েছিলেন।
- তার আকাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত যেন একজন বিরোধীর ঈশ্বরের উপাসকে রূপারন্তিত হওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর মহিমান্বিত হন।
- তার সুসমাচারের বিস্তারকে খ্রিষ্ট এবং তাঁর বলিদানের একটি বিজয় হিসেবে দেখা উচিত।
- তার সেই কাজে অংশগ্রহণ করতে চাওয়া উচিত যেটি ঈশ্বরের অগ্রাধিকার।
- তার সেই হারিয়ে যাওয়া লোকেদের জন্য সমবেদনা থাকা উচিত যারা তাদের পাপের জন্য অনন্ত বিচারের সম্মুখীন হচ্ছে।

কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সুসমাচার প্রচার না করার কারণসমূহ

- একটি সাধারণ আত্মিক উদ্যমের অভাব
- সুসমাচার প্রচারের জন্য ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা অনুভব না করা
- কীভাবে একটি আত্মিক কথোপকথন শুরু করতে হয় তা না জানা
- কীভাবে একটি গ্রহণযোগ্য উপায়ে সুসমাচার উপস্থাপন করতে হয় তা না জানা
- বিরোধিতার উত্তর দিতে সক্ষম না হতে পারার ভয়
- জগত থেকে আলাদা হওয়ার কারণে বিব্রত অবস্থা
- তার পরিশ্রম কার্যকর হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকা

সুসমাচার প্রচারের শুরু করা

যদি কোনো বিশ্বাসীর আত্মিক উদ্যম না থাকে, তাহলে তার ব্যক্তিগত পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন।

প্রত্যেক বিশ্বাসীর প্রয়োজন···

১। বিশ্বাস – তার উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে ঈশ্বর সুসমাচারকে শক্তিশালী করার জন্য কী করেছেন।

২। প্রস্তুতি – সুসমাচারের সংযোগ স্থাপনের জন্য তার সুসজ্জিত হওয়া প্রয়োজন।

▶ শুরু জন্য আপনার কী করা প্রয়োজন?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

তুমি জগতকে এত ভালোবেসেছ যে তুমি তোমার পুত্রকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পাঠিয়েছিলে। হারিয়ে যাওয়া মানুষদের বাঁচাতে তোমার ইচ্ছা ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমি তোমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতে চাই। আমি জানি পাপীদের কাছে বার্তা বহন করা আমার জন্য তোমাকে খুশি করে।

আমি চাই পাপীদের অনুতাপ এবং তাদের তোমার উপাসক হয়ে ওঠার মাধ্যমে তুমি গৌরবান্বিত হও।

যিশু হারিয়ে যাওয়া মানুষদের জন্য যে সমবেদনা অনুভব করেছিলেন আমি তা অনুভব করতে চাই।

আমি চাই তুমি আমার পরিশ্রমকে নির্দেশনা দাও এবং শক্তিযুক্ত করো। হারিয়ে যাওয়া লোকেদের তোমার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য তোমার পবিত্র আত্মার নির্ধারিত কাজে সহযোগিতা করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

পাঠ ৬-এ শেখানো সুসমাচার উপস্থাপনা বা আপনার পছন্দের সুসমাচার উপস্থাপনের অন্য পদ্ধতি পর্যালোচনা করুন। আপনার সুসমাচার উপস্থাপনের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি বিবেচনা করুন এবং কোন অতিরিক্ত অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ আপনার কার্যকারিতা বাড়াবে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করুন। সেই প্রস্তুতির জন্য একটি নির্দিষ্ট অঙ্গীকার করুন।

পাঠ ১৭

বিশ্বাস যা দৃঢ় রাখে

বড় আইডিয়া

"ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাস দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির উপর নির্ভর করে না।"

বাস্তব জীবনের জন্য বিশ্বাস

যদি আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক গল্পে একটি সুখদায়ক সমাপ্তির উপর নির্ভর করে, তাহলে আমাদের বিশ্বাস বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, কারণ যারা তা প্রাপ্য নয় তাদের প্রতি খারাপ কিছু ঘটে।

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস কোনো:

- অযৌক্তিক আশাবাদ নয় ("চিন্তা কোরো না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।")
- কঠোর বৈরাগ্যবাদ নয় ("জীবন সুখের নয়, তাই তোমাকে কঠিন হতে হবে।")
- বুদ্ধিহীন পলায়নবাদ নয় ("আমাকে মনে করিও না… আমি এটা নিয়ে ভাবতে চাই না।")

সবচেয়ে প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরণের বিশ্বাস হল ঈশ্বরের প্রতি একটি প্রাথমিক আস্থা, যা কী ঘটছে তা নির্বিশেষে সবকিছু সহ্য করতে পারে। এই সহ্যশক্তির বিশ্বাসযুক্ত একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগত হয়ে চলে।

আমাদের কাছে সেই সকল আত্মিক বীরদের রেকর্ড আছে যারা তাদের বিশ্বাসের অভাবের কারণে নয়, বরং তাদের বিশ্বাস ছিল বলেই কষ্টভোগ করেছিলেন। তাদের বিশ্বাস তাদেরকে কষ্টভোগ করতে ইচ্ছুক করে তুলেছিল।

ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আমাদেরকে সেই সমস্ত পরিস্থিতি সহ্য করতে সাহায্য করে যা সবসময়ে স্বল্প মেয়াদে সঠিক কাজ করে না।

বিশ্বাসের একটি প্রমাণ হল যখন একজন বিশ্বাসী সমস্ত পরিস্থিতিতে সহ্য করে এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা অব্যাহত রাখে।

ঈশ্বর সবসময় একটি অলৌকিক কাজের মাধ্যমে সমস্যা দূর করেন না।

বাস্তব জীবনে অনেক দুঃখের গল্প আছে বলে মনে হয়, কিন্তু খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস হল এই আত্মবিশ্বাস যে ঈশ্বর গল্পের আসল সমাপ্তি লিখছেন।

বিশ্বাস কোনো নিশ্চয়তা নয় যে আমরা দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই পাব। বিশ্বাস হল ঈশ্বরের চরিত্রের প্রতি আস্থা যা আমাদের কষ্টের সময়ে দৃঢ় রাখে যা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি তোমাকে তখনও বিশ্বাস করতে চাই যখন এমনকিছু ঘটে যা আমি বুঝি না। আমি জানি যে তুমি সর্বদাই আমার যত্ন নিচ্ছ।

আমাকে সেই বিশ্বাসের অধিকারী হতে সাহায্য করো যা সহ্য করে যাতে আমি সমস্ত পরিস্থিতিতে তোমাকে ক্রমাগত অনুসরণ করতে পারি।

আমার প্রতি তোমার বিশ্বস্ততার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

ইব্রীয় **১১** পড়ুন। লক্ষ্য করুন বিশ্বাসের ব্যক্তিরা কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার কারণে ক্রমাগত তাঁর নির্দেশনাকে অনুসরণ করেছিল।

পাঠ ১৮
মন্ডলীকে আমাদের প্রয়োজন

বড় আইডিয়া

“আমি একার দ্বারা আমার জন্য ঈশ্বরের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি না।”

ভূমিকা

মন্ডলী এক এবং বিশ্বজনীন…

► ইফিষীয় ১:২২-২৩, ইফিষীয় ৪:৪

…তবে, মন্ডলী স্থানীয়ও হয়।

স্থানীয় মন্ডলীর কিছু উদ্দেশ্য যা নতুন নিয়মে পাওয়া যায়

১। মন্ডলীতে উপাসনা এবং সংশোধন (১ করিন্থীয় ১৪:১২)।
২। প্রতিষ্ঠিত মতবাদের শিক্ষাদান (১ তিমথি ৩:১৫)।
৩। সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্য তৈরি করার জন্য লোকেদের পাঠানো (মথি ২৮:১৯-২০)।
৪। পাস্টারদের আর্থিক সহায়তা (১ তিমথি ৫:১৭-১৮)।
৫। মিশনারিদের পাঠানো এবং সাহায্য করা (প্রেরিত ১৩:২-৪, রোমীয় ১৫:২৪)।
৬। যে সদস্যদের প্রয়োজন তাদের আর্থিক সাহায্য করা (১ তিমথি ৫:৩)।
৭। যে সদস্যরা পাপে পতিত হয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা (১ করিন্থীয় ৫:৯-১৩)।
৮। বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজ (মথি ২৮:১৯, ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬)।
৯। একটি খ্রিষ্টীয় সমাজের মধ্যে বিশ্বাসীদের পরিচর্যা করা (প্রেরিত ২:৪২)।

কেউ একা একা কাজ করলে এই উদ্দেশ্যগুলি পরিপূর্ণ হতে পারে না। বিশ্বাসীদের একটি স্থানীয় সংস্থার জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা আছে। তিনি যা প্রয়োজন তা প্রদান করেন এবং আমাদের থেকে প্রতিজ্ঞা চান।

কীভাবে স্থানীয় সংস্থা কাজ করে তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল:

প্রয়োজনীয় বিষয়	**ঈশ্বরের কাজ**	**সদস্যদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া**
নেতৃত্বদান	পাস্টারদের আহ্বান করা	পালকের কাছে আত্মনিবেদন
আর্থিক সংস্থান	সহায়তার আদেশ দেওয়া	আর্থিক সহায়তার প্রতিজ্ঞা
আত্মিক বরদান	আত্মিক বরদান প্রদান করা	পরিচর্যার জন্য ঐকতানে বরদানগুলির ব্যবহার
সহযোগিতা	“দেহের” পরিকল্পনা	পারস্পরিক নির্ভরতার উপলব্ধি

প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর স্থানীয় মন্ডলীকে এটির বাইবেলভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য তার নিজেকে, তার সমস্ত সম্পদকে, এবং সক্ষমতাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করা উচিত। যতক্ষণ সে না করছে, সে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে তার উদ্দেশ্য পূরণ করছে না।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমাকে একটি আত্মিক পরিবার দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ যা আমার সাথে জীবন শেয়ার করে। আমাকে সেই দেহের অংশ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ যা পৃথিবীতে তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছে।

আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে আমার মন্ডলীকে প্রয়োজন এবং মন্ডলীর আমাকে প্রয়োজন। স্থানীয় মন্ডলীর সদস্যদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকারের প্রয়োজন তা পালন করতে আমাকে সাহায্য করো যাতে এটি তার উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে পারে।

আমাদেরকে একসাথে একটি মন্দির হয়ে উঠতে সাহায্য করো যেখানে পবিত্র আত্মা বাস করেন এবং তোমার লোকেদের জীবন দান করেন।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

১ করিন্থীয় **১২** অধ্যয়ন করুন। দেহের [মন্ডলীর] সদস্যদের পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ধ্যান করুন।

পাঠ ১৯

প্রলোভনের উপর জয়লাভ

বড় আইডিয়া

“আমি পবিত্র আত্মার নির্দেশনা এবং শক্তির মাধ্যমে প্রলোভনের উপর জয়লাভ করতে পারি।”

প্রলোভন

► ১ করিন্থীয় ১০:১৩

এই পদটি আমাদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলে।

১। মনুষ্যপ্রকৃতিতে প্রতিটি প্রলোভন হামেশাই ঘটে।
২। ঈশ্বর আমাদের সীমা জানেন।
৩। ঈশ্বর চান যেন আমরা বিজয়ী জীবন যাপন করি।
৪। আমাদের বিজয়ী জীবন যাপন করার জন্য যা প্রয়োজন তা ঈশ্বর আমাদের প্রদান করেন।

বিশ্বাসের প্রত্যুত্তর হিসেবে বিজয়ী জীবন যাপনের জন্য অনুগ্রহ প্রদান করা হয়েছে (১ যোহন ৫:৪)।

► যাকোব ১:১৪-১৫

জন ওয়েসলি লক্ষ্য করেছেন যে পাপের পদক্ষেপগুলি সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে ঘটে।[7]

১। একটি প্রলোভন আসে

২। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীকে সাবধান হওয়ার সতর্কতা প্রদান করেন।

৩। সেই ব্যক্তি প্রলোভনের দিকে মনোযোগ দেয়, এবং এটি তার কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। (এই প্রক্রিয়াটিতে এটাই হল সেই জায়গা যেখানে ব্যক্তিটি প্রথম ভুলটি করে।)

৪। পবিত্র আত্মা কষ্ট পান, ব্যক্তির বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা শীতল হতে শুরু করে।

৫। পবিত্র আত্মা তীব্রভাবে তিরস্কার করেন।

৬। ব্যক্তিটি পবিত্র আত্মার *আর্তনাদ* থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং প্রলোভনকারীর *আকর্ষণীয়* স্বর শোনে।

৭। মন্দ আকাঙ্খা শুরু হয় এবং তার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে; বিশ্বাস এবং প্রেম মুছে যায়; সে বাহ্যিক পাপ করতে প্রস্তুত হয়।

---

[7] Stephen Gibson দ্বারা সম্পাদিত *A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century* পুস্তকে ভাষান্তর করা হয়েছে।।

প্রলোভন হল আমাদের বিশ্বাসের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ, কারণ প্রলোভন আমাদেরকে সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যই যে শ্রেষ্ঠ উপায় তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

যদি কোনো বিশ্বাসী পাপের উপর বিজয়ী জীবন যাপন করা দেখতে না পায়, তাহলে এটি সম্ভবত নিচের একটি বা একাধিক সমস্যার কারণে হয়ে থাকে।

১। সে দেখতে পায় না যে ঈশ্বর আনুগত্য চান।

২। সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সক্ষম করার প্রতিজ্ঞা দেখতে পায় না বা বিশ্বাস করে না।

৩। সে ব্যক্তিগত শক্তির পরিবর্তে ঈশ্বরের সক্ষম অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না।

৪। সে পরিপূর্ণ, শর্তহীন বাধ্যতার পরিবর্তে নির্বাচিত আনুগত্যের দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করে।

৫। সে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার জন্য একক উদ্দেশ্যের অধিকারী হয়ে উঠতে অনুগ্রহ দ্বারা চায়নি (ফিলিপীয় ৩:১৩-১৫)।

৬। সে আত্মিক নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখে না ঈশ্বরের সাথে তার বিশ্বাস-গঠনকারী সম্পর্ককে দৃঢ় রাখে।

ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আমাদের পরিত্রাণের জন্য যিশুর আত্মবলিদানের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সাধন করে ফেলেছেন। আমাদের যে অনুগ্রহ অব্যাহত রাখতে হবে তা দিতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সেই বিনিয়োগকে নষ্ট হতে দেবেন না।

► রোমীয় ৮:৩২, যিহুদা ১:২৪-২৫

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি কৃতজ্ঞ যে তুমি আমার ব্যাপারে সবকিছু বুঝতে পারো। তুমি আমার সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতাগুলি জানো। যে প্রলোভন আমার কাছে আসে তা সীমিত করার জন্য এবং যাতে আমি বিজয়ে জীবন যাপন করতে পারি সেই কারণে অনুগ্রহ প্রদানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাকে সর্বদা পবিত্র আত্মার নির্দেশনা অনুসরণ করতে সাহায্য করো। আমি যখনই পাপকে চিনতে পারি, সবসময়ে সেই মুহুর্তেই আমাকে সেটি প্রত্যাখ্যান করতে সাহায্য করো।

আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে কেবল তুমিই আমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

প্রকাশিত বাক্য ২-৩ অধ্যায় পড়ুন। এই অধ্যায়গুলিতে সাতটি মন্ডলীর জন্য লেখা চিঠি রয়েছে। তারা একাধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রলোভন এবং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। প্রতিটি চিঠির শেষে প্রতিজ্ঞাটি লক্ষ্য করুন যেটি তার জন্য দেওয়া হয়েছে যে জয় করে।

পাঠ ২০

ঈশ্বরের নির্দেশনা

বড় আইডিয়া

"কেবল আমার কম্যান্ডারের নির্দেশে আমি জীবন যুদ্ধে জয়ী হই।"

প্রার্থনা – যুদ্ধে সংযোগ স্থাপন

একটি যুদ্ধ জেতার জন্য সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটি আত্মিক যুদ্ধে আছি। প্রার্থনা হল আমাদের কম্যান্ডারের সাথে আমাদের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম।

► ইফিষীয় ৬:১৮

ঈশ্বর তাদের জন্য নির্দেশনার প্রতিজ্ঞা করেছেন যারা তাঁর কথা শুনবে এবং তাঁকে বিশ্বাস করবে।

► হিতোপদেশ ৩:৫-৬, গীত ৩৭:২৩

এমন কিছু কিছু সময় আছে যখন আমাদের বিশেষভাবে ঈশ্বরের নির্দেশনা চাওয়া উচিত:

১। **যখন জীবন-পরিবর্তনকারী কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়**: বিয়ে, পেশা, পড়াশোনা, একটি স্থানীয় মন্ডলীর প্রতি অঙ্গীকার।

২। **যখন কোনো বাস্তব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়**: চাকরির সুযোগ, বাসস্থানের জায়গা, বড় খরচ করে কিছু কেনা।

৩। **যখন পরিচর্যা কাজের পরিকল্পনা এবং তা কার্যকর করা হয়**: ব্যক্তিগত আহ্বান, কোথায় এবং কার সাথে পরিচর্যা কাজ করতে হবে, প্রচার করা এবং শিক্ষা দেওয়ার বিষয়বস্তু।

৪। **যখন মন্ডলীর জীবনে যোগদান করা হয়**: কীভাবে আরাধনা করতে হয়, কী শিখতে হয়, কী দিতে হয়, কীভাবে পৃথিবীতে খ্রিষ্টের দেহের একটি অংশ হতে হয়।

ঈশ্বরের নির্দেশনাকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করার উপায়

১। **প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকুন।** যদি আপনার জীবনের বেশিরভাগ অংশ ঈশ্বরের সাথে আপনার কথোপকথন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আপনি আপনার নিজের প্রবণতা এবং সীমিত উপলব্ধি অনুসরণ করছেন।

২। **আপনার নিজের যুক্তিকে নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় সত্যের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করবেন না।** হিতোপদেশ ৩:৫ বলে, "...নিজের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর কোরো না"

৩। **ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে সুনির্দিষ্ট ভাবে আপনি যা জানেন, তা সর্বদা মেনে চলুন।** এটি আপনার উপলব্ধি উন্নত করবে। আপনার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে আপনি যা জানেন তার কেবল একটি অংশ মেনে চললে আপনি আরও বিভ্রান্ত হবেন—সেই আলো অন্ধকারে পরিণত হবে (লূক ১১:৩৫)।

৪। **ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য স্থগিত করবেন না।** আপনি ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার আগে পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি তাঁর সময়ে থাকছেন।

৫। **ধৈর্য্যশীল হন।** আপনাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে যখন ঈশ্বর আপনার জন্য দরজা খুলে দেন এবং পরিস্থিতি প্রস্তুত করেন। অধৈর্য্যতার কারণে বিষয়গুলি নিজের হাতে নেবেন না। "সদাপ্রভুর সামনে নীরব হও, ধৈর্য ধরে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকো" (গীত ৩৭:৭)। জরুরী বোধের কারণে এমন কিছু করবেন না যা আপনি ভুল জানেন।

৬। **ভালো উপদেশ শুনুন**, (হিতোপদেশ ২৪:৬)। যখন ঈশ্বর চান যে আপনি একটি বড় সিদ্ধান্ত নিন, তিনি সাধারণত আপনার জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে তা দেখাবেন। যদি এমন ধার্মিক, বয়স্ক লোক থাকে যারা আপনাকে চেনেন এবং আপনার যত্ন নেন, তাহলে আপনি সহজে এমন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেবেন না যা তারা ভুল বলে মনে করেন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি আনন্দিত যে তুমি জানো যে আমার কোন পছন্দের কেমন ফলাফল হবে। আমার জন্য উত্তম জিনিস পরিকল্পনা করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি জানি যে তুমি আমার পদক্ষেপগুলিকে আমি যতটা দেখতে পাচ্ছি তার চেয়েও বেশি নির্দেশনা দিচ্ছ।

তোমার নির্দেশিকাকে আরো ভালোভাবে অনুসরণ করা শিখতে আমাকে সাহায্য করুন। প্রার্থনায় তোমার কাছাকাছি থাকতে আমাকে সাহায্য করো। তুমি আমাকে যে সত্য দেখাও তার প্রতি মনোযোগ দিতে আমাকে সাহায্য করো। ধৈর্য্য ধরে তোমার নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি তোমাকে প্রত্যেক সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করতে চাই। আমি তোমার ইচ্ছাকে আন্তরিকভাবে মেনে চলতে চাই।

আমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠটি চাওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

হিতোপদেশ ৩:১- ১২ অধ্যয়ন করুন। কোন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরিত্র এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যা ঈশ্বর নির্দেশিত এবং আশীর্বাদ করে এমন একটি জীবনের আদর্শ হবে? কীভাবে আপনি ব্যক্তিগতভাবে সেগুলির বিকাশ করতে পারেন?

পাঠ ২১
প্রার্থনার বাধাসমূহ

বড় আইডিয়া

“আমাকে অবশ্যই সেই ত্রুটিগুলি এড়িয়ে চলতে হবে যেগুলি আমার প্রার্থনাকে বাধা দেয়।”

প্রার্থনার বাধাসমূহ

(১) অনুপ্রেরণার অভাব

► মার্ক ১:৩৫

একজন ব্যস্ত ব্যক্তি প্রার্থনাকে অবহেলা করেন কারণ তিনি মনে করেন যে তিনি যা করছেন তা ঈশ্বর যা করছেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যখন প্রার্থনা করেছেন, আপনি প্রার্থনার চেয়েও বেশি কিছু করতে পারেন, তবে আপনি প্রার্থনা না করা পর্যন্ত প্রার্থনার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবেন না।

(২) আত্মিকতার অহংকার

► মথি ৬:৫-৬

(৩) অব্যক্তিক প্রার্থনা

► মথি ৬:৭

ঈশ্বরকে আমাদের প্রার্থনা দ্বারা যান্ত্রিকভাবে চালনা করা যায় না। তিনি একজন ব্যক্তি।

(৪) ক্ষমাহীনতা

► মথি ৬:১৫, ১ তিমথি ২:৮

ক্ষমার অনুগ্রহ ছাড়া, আমরা ঈশ্বরের সাথে একটি সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে পারি না।

(৫) অন্যদের প্রতি অস্বীকৃত অপরাধ

► মথি ৫:২৩-২৪

আমরা যদি চাই যে আমাদের উপাসনা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হোক, আমাদের অবশ্যই অন্যদের কাছে আমাদের যেকোনো ভুল স্বীকার করতে হবে।

► ১ পিতর ৩:৭

আপনি যদি নির্দয়, অত্যাচারী এবং কারোর অনুভূতি এবং অধিকারের প্রতি অবিবেচক হন, তাহলে ঈশ্বর আপনার প্রতি সন্তুষ্ট নন এবং আপনার পক্ষে প্রার্থনা করা কঠিন হবে।

(৬) অব্যাহত রাখতে ব্যর্থতা

► মথি ৭:৭

আপনি প্রার্থনা করার সংকল্প করেছেন এমন চাহিদাগুলি মনে রাখার জন্য একটি তালিকা ব্যবহার করে প্রার্থনায় স্থির থাকুন।

(৭) অবাধ্যতা

► ১ যোহন ৩:২২।

বাধ্যতা হল বিশ্বাসের ভিত্তি।

(৮) পাপময় উদ্দেশ্য

► যাকোব ৪:৩

(৯) অবিশ্বাস

► ইব্রীয় ১১:৬

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমি অন্যদের প্রতি আমার কাজের মাধ্যমে তোমাকে খুশি করতে চাই। আমি নম্র এবং ক্ষমাশীল হতে চাই। তুমি আমার অনুরোধ সম্পর্কে আপনি কী করতে চাও তা আমাকে যতক্ষণ না দেখাচ্ছ, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রার্থনায় অবিরত থাকতে চাই।

আমি চাই আমার সমস্ত উদ্দেশ্য সৎ এবং পবিত্র হোক। আমি বিশ্বাসে প্রার্থনা করতে চাই যাতে তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হয়।

পিতা, আমি তোমার সাথে আমার সময়কে গুরুত্ব দিই। আমাকে সেই সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলতে সাহায্য করো যা তোমার সাথে আমার সম্পর্ককে বাধা দেয়। কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে তা আমাকে শেখাও।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

১ তিমথি ২:১-৮ পড়ুন। এই অংশটি থেকে, আপনি কীভাবে একজন ব্যক্তিকে বর্ণনা করবেন যে ঈশ্বর তার থেকে যেমনভাবে চায় তেমনভাবেই প্রার্থনা করে?

পাঠ ২২
সম্পর্ক সকল

বড় আইডিয়া

“ঈশ্বরের নীতিগুলি আমার সমস্ত সম্পর্ককে পরিচালনা এবং পরিপূর্ণ করে।”

শান্তির নীতি

► ইব্রীয় ১২:১৪

শান্তি অন্বেষণ করার জন্য, আপনি অন্তত প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সেই আচরণ করুন যা আপনি তার কাছে থেকে পেতে চান। কিন্তু, শান্তির অনুধাবন করার জন্য আপনার অন্যের কাছে ঋণী থাকার চেয়ে আরও *বেশি* কিছু প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে এমন ভালবাসা এবং দয়া দেওয়া যার জন্য আপনি ঋণী নন।

আপনি যদি শান্তি চান তবে দ্বন্দ্বের সময়ে আপনি সমঝোতার চেষ্টা করবেন। আপনি ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হবেন এবং আপনি ক্ষমা পাবেন।

যখন কোনো ব্যক্তি ক্ষমা করতে অস্বীকার করে, তখন সে তার জীবনের একটি ক্ষেত্রকে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রতিরোধে রাখে, কারণ ঈশ্বর চান আমরা ক্ষমা করি।

যেহেতু ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করেছেন, সেহেতু আমরা তাঁরই এবং আমাদের উপর কেবল তাঁরই অধিকার আছে। আমাদেরকে সচেতনভাবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের অধিকার সমর্পণ করতে হবে।

প্রেমের নীতি

যার কাছে আমাদের কোনো ঋণ নেই, তার সাথে আমাদের অবশ্যই প্রেমপূর্ণ আচরণ করতে হবে (রোমীয় ১৩:৮)।

প্রেম প্রমাণ দেয় যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী (১ যোহন ৪:২০)।

অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রতি আপনার কাজ এবং মনোভাব যিশু ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেন (মথি ২৫:৪০)।

খ্রিষ্টীয় প্রেম আবশ্যিকভাবে আমাদের শত্রুদের প্রতিও প্রদর্শিত হওয়া উচিত (মথি ৫:৪৪-৪৫)।

রূঢ় আচরণের কোনো অজুহাত নেই। আমরা মানুষের সাথে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী আচরণ করব না।

সম্মানের নীতি

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহজাত মূল্য প্রদান করে।

মানুষজনের মধ্যে প্রতিটি সংযোগে সম্মান প্রদর্শিত হওয়া উচিত। অবশ্যই ন্যূনতম সৌজন্য। ম্যানিপুলেশন এবং প্রতারণা করা অন্যায়

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার সমস্ত সম্পর্কে আমাকে শান্তি, প্রেম, এবং সম্মানের শাস্ত্রীয় নীতি দ্বারা জীবন যাপন করতে সাহায্য করো।

আমি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চাই যারা আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে। যারা আমার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত তাদের সাথে পুনর্মিলন করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি অন্যদের জন্য এমন ভালোবাসার অধিকারী হতে চাই যা সাধারণ মানুষের ধৈর্য্যের বাইরে।

তোমার প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্মান করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

বিভিন্ন সম্পর্কে আচরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলীর জন্য ইফিষীয় ৫:২২–৬:৯ পড়ুন। আপনার সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে আপনার আলাদাভাবে কী করা উচিত তা তালিকাভুক্ত করুন।

পাঠ ২৩
একটি সচেতন খ্রিষ্টীয় জীবনধারা

বড় আইডিয়া

“আমার দৈনন্দিন জীবন দেখায় যে আমি ঈশ্বরকে খুশি করার বিষয়ে সচেতন।”

জীবনধারার সিদ্ধান্তের জন্য নীতিসমূহ

আচরণ, বিনোদনের নির্বাচন, এবং পোশাক–এই সবই হৃদয়ের প্রবণতা বিষয়ক কিছু না কিছু তুলে ধরে।

১। **খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য প্রদত্ত বাইবেলের সমস্ত আদেশ আমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে** (মথি ৫:১৯-এ)।

২। **ঈশ্বরের আদেশগুলি আমাদের কল্যাণের জন্য প্রদত্ত** (দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-১৩)। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে ভালো কিছু সরিয়ে রাখেন না বা আমাদের জন্য ক্ষতিকর কোনো আদেশ দেন না।

৩। **খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা থেকে স্বাধীনতা নয়** (১ করিন্থীয় ৯:২১, রোমীয় ৬:১৮)।

৪। **যদি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তাহলে আমরা তাঁর ইচ্ছা জানতে চাই, তা এড়িয়ে যেতে চাই না** (১ যোহন ৫:২-৩)। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালোবাসে, সে কখনোই প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে না, “ঈশ্বর কি আমাকে এই কাজের জন্য দোষারোপ করবেন?” বরং বলবে, “ঈশ্বর কীসে সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন?” (কলসীয় ১:১০)।

৫। **শাস্ত্র আমাদের জীবনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠার একটি ভিত্তি প্রদান করে।** স্টাডি অ্যাসাইনমেন্টে কিছু অংশ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যা সচেতন খ্রিষ্টীয় জীবনযাপনের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি খ্রিষ্টীয় জীবনধারার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

৬। **জীবনের বিশদ নিয়মগুলি আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস নয়** (মথি ২৩:২৩-এ)।

৭। **ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আনুগত্য বা ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য নিয়ম পালন করাই যথেষ্ট নয়** (মথি ২৩:২৫)।

৮। **অন্যদের সাক্ষ্যে আমাদের আত্মবিশ্বাস তাদের জীবনধারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশদের উপর নির্ভর করে না** (রোমীয় ১৪:১০)।

৯। **বিভিন্ন মতামতের সহনশীলতা ব্যক্তিগত অসচেতনতার অজুহাত দেয় না** (রোমীয় ১৪:৫, ২৩)। যখন কেউ তার বিবেককে লঙ্ঘন করে, তখন তার ফলাফল হয় বিপর্যয়কর। যদি একজন ব্যক্তি এমন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় যা সে ভুল বলে মনে করে, তবে সে পাপের জন্য দোষী। যখন কোনো ব্যক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত আলোতে পথ চলে, তখন তার জন্য আশীর্বাদ থাকে (১ যোহন ১:৭)।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

তোমার বাক্যের আদেশের সংগতিপূর্ণ জীবন যাপন করতে আমাকে সাহায্য করো। আমি জানি যে তুমি যা আদেশ করো তা সবই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যেরা যাই করুক, আমাকে আমার বিবেকের প্রতি বিশ্বস্ত হতে সাহায্য করো। যারা আমার সাথে একমত নয়, তাদের প্রতি খ্রিষ্টীয় মনোভাব রাখতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি চাই আমার সমস্ত কাজে বিশ্বাস প্রদর্শিত হোক। আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই সমস্ত বিকল্প বেছে নিতে সাহায্য করো যা আমার জীবনকে তোমার অনুগ্রহের একটি উত্তম উদাহরণ করে তুলবে।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

নিম্নলিখিত শাস্ত্রাংশগুলি অধ্যয়ন করুন যা সচেতন খ্রিষ্টীয় আচরণের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে:

- ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০
- ১ করিন্থীয় ১০:৩১
- ১ করিন্থীয় ১১:১৪-১৫
- ১ তিমথি ২:৯-১০
- ১ পিতর ৩:৩-৪
- দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৫
- গীত ১৯:১৪
- গীত ১০১:৩

এই শাস্ত্রাংশগুলির উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তিগত মাপকাঠি বা মানগুলি আপনার থাকা উচিত?

পাঠ ২৪
একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কথাবার্তা

বড় আইডিয়া

"আমার কথোপকথনের জন্য বাইবেলের একাধিক নীতি রয়েছে।"

কথোপকথনের বিষয়ে বাইবেলের নীতিসমূহ

কীভাবে আমরা আমাদের কথাগুলিকে মঙ্গল সাধন করা এবং ক্ষতি করা এড়ানোর জন্য ব্যবহার করতে পারি? বাইবেল এই বিষয়ে কিছু নীতি প্রদান করে।

১। **অতিরিক্ত কথা বলবেন না** (উপদেশক ১০:১৪, হিতোপদেশ ১০:১৯)।

২। **ভাবনা-চিন্তা না করে কথা বলবেন না** (যাকোব ১:১৯, হিতোপদেশ ২৯:১১)।

৩। **প্রথমবার দেখেই কোনো পরিস্থিতির বিচার করবেন না** (হিতোপদেশ ১৮:১৩)।

৪। **কৌতুকের বিষয়ে সচেতন থাকুন** (হিতোপদেশ ২৬:১৮-১৯)।

৫। **ভুল ব্যক্তিকে কোনোকিছু বলবেন না** (হিতোপদেশ ১১:১৩)। এমন অনেক সময় আসে যখন কিছু বলার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেটি বলার জন্য আপনি সঠিক ব্যক্তি নাও হতে পারেন (হিতোপদেশ ২৫:৯)।

৬। **সমালোচনার ব্যাপারে সচেতন থাকুন।** সমালোচনা করার একটি সঠিক সময় এবং পদ্ধতি আছে (হিতোপদেশ ২৭:৫-৬ক)। নিশ্চিত হন যে আপনার সমালোচনার উদ্দেশ্য হল গড়ে তোলা, ধ্বংস করা নয়।

৭। **প্রতারণা করবেন না** (কলসীয় ৩:৯)। প্রতারণা পাপময় জীবনে মানানসই, খ্রিষ্টীয় জীবনে নয়।

৮। **আপনার কথাকে পবিত্র রাখুন** (ইফিষীয় ৫:৪)। অতীত বা বর্তমানের কোনো কলঙ্ক নিয়ে ততক্ষণ কথা বলবেন না যতক্ষণ না একটি পরিস্থিতি সামলানোর জন্য এটি সঠিকভাবে উপযুক্ত হচ্ছে। আপনার যে কৌতুকময় কথা গোপনে বলার প্রয়োজন হয়, তা একেবারেই বলবেন না। জগতের লোকেরা সাধারণত তাদের বিস্ময় প্রকাশে যৌনতামূলক শব্দ বা শরীরের গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে কথা বলে, কিন্তু এটি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য উপযুক্ত আপনি আন্তরিকভাবে সাহায্যের জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করলে, অকারণে সমস্যার সময়ে ঈশ্বর বা যিশুর নাম বিস্ময়কর শব্দ হিসেবে উল্লেখ করা কথাগুলি ব্যবহার করা অসম্মানজনক।

৯। **আপনার কথা দিয়ে লোকের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন না** (হিতোপদেশ ১৬:২৮)। কথা বলার আগে, কেবল "এটা কি সত্যি?" নয়, সাথে "কেন আমার এটা বলা উচিত"–এটিও বিবেচনা করুন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার কথার যে প্রভাব থাকতে পারে তা মনে রাখতে, এবং আমার নিজের কথার দায়িত্ব নিতে আমাকে সাহায্য করো। আমি চাই আমার কথা মঙ্গল সাধন করুক, ক্ষতি নয়।

আমি চাই তোমার জন্য আমার সাক্ষ্য সম্মানিত হোক।

আমাকে পবিত্র, সৎ, দয়ালু, এবং সচেতন হতে সাহায্য করো।

তোমার সত্যের সংযোগ স্থাপনের সুযোগের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

যাকোব ৩ অধ্যায়টি অধ্যয়ন করুন। এখানে বর্ণিত কথোপকথনের অসাধারণ সম্ভাবনা লক্ষ্য করুন। ১৩-১৮ পদে দেখুন কীভাবে একজন ব্যক্তির আত্মিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিকভাবে কথোপকথন প্রবাহিত হয়।

পাঠ ২৫
খ্রিষ্টীয় কর্ম-নৈতিকতা

বড় আইডিয়া

“আমি কর্মক্ষেত্রে আমার যথাসাধ্য করার চেষ্টা করি, কারণ ঈশ্বর আমার নিয়োগকর্তা।”

কাজের বিষয়ে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গি

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কাজ করা উচিত কারণ নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য তার দায়িত্ব রয়েছে (২ থিষলনীকীয় ৩:১০)।

যদি কোনো ব্যক্তি সে যা করতে পারে তা করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে তার আশা করা উচিত নয় যে অন্যেরা তার দেখাশোনা করবে।

একজন বিশ্বাসীর তার নিজের পরিবারের জন্য দায়িত্ব রয়েছে (১ তিমথি ৫:৮)।

একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী অন্যদের চাহিদা মেটানোর জন্যও কাজ করে। (ইফিষীয় ৪:২৮)।

দায়িত্বের নীতি

ইফিষীয় ৬:৫-৮ থেকে নীতিসমূহ:

১। একজন কর্মীকে তার নিয়োগকর্তার বাধ্য হয়ে চলতে হবে, কেবল যখন তার উপর নজর রাখা হচ্ছে তখনই নয়, কিন্তু সবসময়েই।

২। একজন কর্মীকে তার কাজের মান ও পরিশ্রম বজায় রাখতে হবে যেন সে ঈশ্বরের জন্য কাজ করছে।

৩। একজন কর্মী তার কাজে বিশ্বস্ততার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদযুক্ত হবে।

সততার নীতি

তীত ২:৯-১০ পদের নীতিসমূহ:

১। একজন কর্মীর তার নিয়োগকর্তার নির্দেশনার প্রতি তার প্রতিক্রিয়ায় শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত

২। একজন কর্মীর তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে চুরি করা উচিত নয়, যদিও সে মনে করে থাকে যে সে অধিক বেতনের যোগ্য

৩। বিশ্বস্ত কাজ হল সুসমাচারের জন্য একটি সাক্ষ্য; অবিশ্বস্ততা হল সুসমাচারের অবমাননা

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

কাজ করার ক্ষমতা এবং কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমার নিয়োগকর্তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে, তিনি আমার কাজ থেকে কী চান তা বুঝে, এবং আমার কাজ পরীক্ষা করা না হলেও আমাকে ভালো কাজ করতে সাহায্য করো।

আমি যা উপার্জন করি তার প্রতি আমি বিশ্বস্ত হতে চাই, আমার প্রয়োজনের জন্য দায়িত্ব নিতে চাই এবং অন্যদের সাহায্য করতে চাই।

আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করো যে আমি তোমার জন্য কাজ করছি এবং সেটাই তোমার কাছ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

কাজ এবং অলসতার বিষয়ে এই পদগুলি অধ্যয়ন করুন:

- হিতোপদেশ ৬:৬-১১
- হিতোপদেশ ১০:৪-৫
- হিতোপদেশ ১২:১১
- হিতোপদেশ ১২:২৪
- হিতোপদেশ ১২:২৭
- হিতোপদেশ ১৩:৪
- হিতোপদেশ ১৩:১১
- হিতোপদেশ ১৪:২৩
- হিতোপদেশ ১৮:৯
- হিতোপদেশ ২০:১৩
- হিতোপদেশ ২২:২৯
- হিতোপদেশ ২৪:৩০-৩৪
- হিতোপদেশ ২৬:১৩-১৬

পাঠ ২৬
সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া

বড় আইডিয়া

“শাশ্বত মূল্যবোধগুলি আমার সিদ্ধান্তকে নির্দেশনা প্রদান করে।”

ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বাস্তবিক পরামর্শ

জন ওয়েসলি বলেছিলেন যে আমাদের জন্য ঈশ্বরের সার্বজনীন ইচ্ছা হল যেন আমরা পবিত্র হই এবং ভালো কাজ সম্পন্ন করি। তাই, **কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে, আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করে দেখা উচিত যে কোন বিকল্পটি আমাদের পবিত্র হতে এবং সবচেয়ে ভালো কাজ সম্পন্ন করতে সর্বাপেক্ষা সক্ষম করে তুলবে।**

ঈশ্বর আশা করেন যে আমরা শাস্ত্রীয় নীতিগুলি প্রয়োগ করব যাতে আমরা সচেতনভাবে যুক্তি প্রয়োগ করি এবং পরিস্থিতিগুলি পরীক্ষা করি।

যারা ঈশ্বরের বিশেষ নির্দেশনা দাবি করে, তারা মাঝে মাঝে রেগে যায় যখন অন্যেরা তাদের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তারা নম্রতার পরিবর্তে অহংকার এবং জেদ প্রদর্শন করে। একজন ব্যক্তির কখনোই তার কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিশেষ জ্ঞান আছে বলে অন্যদের পরামর্শ বাতিল করা উচিত নয়।

ওয়েসলি’র দেওয়া নীতিগুলির পাশাপাশি, আপনার বিকল্পগুলি নিয়ে চিন্তা করার সময়ে, বিবেচনা করুন:

১। এটি কি সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

২। এটি কি শাস্ত্রীয় অগ্রাধিকারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

৩। এটি কি পরিস্থিতির একটি বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

৪। এটি কি যুক্তিযুক্ত?

৫। এটি কি খ্রিষ্টীয় আচরণ?

৬। এটি কি নিজের মতো অন্যদেরকেও ভালোবাসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

৭। এটির কি একটি ভালো প্রভাব থাকবে?

৮। এটি কি ঈশ্বরের পরামর্শদাতাদের দ্বারা সুনিশ্চিত?

ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন খুব অস্বাভাবিক কিছু হয়, তখন তিনি সন্দেহের অতীত এটি আপনাকে জানাতে সক্ষম হন। কিন্তু যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট বার্তা পাওয়া যায় না, তখন সঠিক বিকল্পটি বোঝার জন্য আপনার নির্ভরযোগ্য নীতি অনুসরণ করা উচিত। প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য বিশেষ প্রত্যাদেশ পাওয়ার আশা করবেন না। আপনি যদি সঠিক অগ্রাধিকারের সাথে আন্তরিকভাবে এবং প্রার্থনা সহকারে যুক্তি দেন, তাহলে ঈশ্বর আপনার সিদ্ধান্তকে পরিচালনা করতে বিশ্বস্ত হবেন।

► রোমীয় ১২:১-২

ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রথমে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে একান্তভাবে উৎসর্গ করতে হবে। ঈশ্বরের নির্দেশনা বোঝার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

কীভাবে তোমার কথা শুনতে হয় তা শিখতে আমাকে সাহায্য করো। তোমার গৌরবের জন্য আমি যতটা সম্ভব পবিত্র হতে এবং সর্বাপেক্ষা মঙ্গল সাধন করতে চাই।

আমার উদ্দেশ্যগুলি পবিত্র করো, যাতে সেগুলি আমাকে তোমার ইচ্ছার বাইরে না নিয়ে যায়। আমার জীবনে তুমি যে জ্ঞানী পরামর্শদাতাদের রেখেছ, তাদের মাধ্যমে আমাকে নির্দেশনা দান করো।

সমস্ত বিষয় আসলে যেমন, ঠিক সেইভাবে সেগুলিকে দেখতে এবং সঠিক নির্বাচন করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমেন

স্টাডি অ্যাসাইনমেন্ট

যাকোব ৪:১৩-১৭ পরীক্ষা করে দেখুন। সমস্ত পরিস্থিতির উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব লক্ষ্য করুন। ১৬ পদে উল্লিখিত মন্দ বিষয়, গর্ব কী? ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে এই অংশটি আমাদের কী বলছে?

১। মন্ডলীতে শিষ্যত্ব 7
২। ছোটো গ্রুপের মাধ্যমে শিষ্যত্ব 15
৩। নতুন শিষ্যদের প্রয়োজনী সকল মেটানো 25
৪। পাঠের সিরিজের ভূমিকা 29
সার্থকভাবে জীবনযাপন করা 33 159
পরিত্রাণের সাক্ষাৎকার 37 161
ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা 43 163
ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন 47 165
ঈশ্বর যা লিখেছেন তা পড়া 51 167
আমন্ত্রণের বিস্তার55 169
আমার আনুগত্যের প্রসারণ 63 173
ভক্তিমূলক বাইবেল অধ্যয়ন 67 175
দায়ূদের মতো প্রার্থনা করা 71 179
বিশ্বাসের পরিশোধন 77 181
আত্মিক শৃঙ্খলাসমূহ প্রতিষ্ঠা 83 183
আত্মিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ 89 187
প্রার্থনার উপকারিতাসমূহ 95 189
যিশুর মতো প্রার্থনা করুন 99 191
পাপের উপর বিজয়লাভের সুযোগ 103 193
মিশনের জন্য আসক্তি 107 195
বিশ্বাস যা দৃঢ় রাখে 111 197
মন্ডলীকে আমাদের প্রয়োজন 115 199
প্রলোভনের উপর জয়লাভ 119 201
ঈশ্বরের নির্দেশনা 123 203
প্রার্থনার বাধাসমূহ 127 205
সম্পর্ক সকল 133 207
একটি সচেতন খ্রিষ্টীয় জীবনধারা 139 209
একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কথাবার্তা 143 211
খ্রিষ্টীয় কর্ম-নৈতিকতা 149 213
সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া 153 215